পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 362 Wednesday, 26 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৬২ সংখ্যা ❋ ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বুধবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

### মতুয়াগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভয়বাণী

# নাগরিকত্ব নিয়ে ভাববেন না, নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আমি আছি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ২৫ নভেম্বরঃ** এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-নতুন ভোটার তালিকা পর্যালোচনার এই প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে যখন উদ্বেগ চরমে, বিশেষত মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁর বিভিন্ন অঞ্চলে আতঙ্ক আরও ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময়ই উদ্বিগ্ন মানুষকে শান্ত করতে মাঠে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বনগাঁর সভা থেকে স্পষ্ট ভাষায় মতুয়াদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা-''নাগরিকত্ব নিয়ে ভয় পাবেন না। নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন, আমি আছি আপনাদের পাশে।'' কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এসআইআর সংক্রান্ত কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ ও তার লাগোয়া এলাকায়-যা দীর্ঘদিন ধরেই মতুয়াদের নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক এলাকা হিসেবে পরিচিত। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়া হঠাৎ করে চাপিয়ে দেওয়ায় বহু মানুষ নিজের নথি জোগাড় করতে না পেরে আতঙ্কে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বনগাঁ সফরে গিয়ে মানুষের উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ''এসআইআর হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু ভোটের মুখে হঠাৎ এত তাড়াহুড়ো কেন? ২-৩ বছরের কাজকে ২-৩ মাসে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। এতে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ গিয়ে ডাম্প লিস্টে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে।'' তাঁর দাবি, ''ধান কাটার মরসুমে কৃষকদের সময় নেই, অথচ তাদের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। শুধু সাধারণ মানুষ নন, বিএলও-দেরও নাভিশ্বাস অবস্থা।'' এদিনের বক্তব্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার মতুয়া সম্প্রদায়ের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বলেন, ''ভয় পাবেন না, আমরা থাকতে কেউ আপনাদের তাড়াতে পারবে না। কেউ যেন হতাশায় ভুল সিদ্ধান্ত না নেন। নাগরিকত্বের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'' তিনি আরও দাবি করেন, বিজেপি কখনওই মতুয়াদের পাশে দাঁড়ায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''বড়মা অসুস্থ হলে কে হাসপাতালে ভর্তি করাত? আমরা ছ'বার ভর্তি করিয়েছি। ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ন কারা করেছে?'' কমিশনের উদ্দেশে বলেন, ''কার কথা শুনে এত তাড়াহুড়ো শুরু করলেন? আর কত বলিদান দিতে হবে মানুষের?'' মোদি-শাহকে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রীর তোপ, ''এক মুখে দু'রকম কথা বলছেন! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন ২০২৪-এর আগে যারা এসেছে তাদের তাড়ানো হবে না। আবার কমিশন ২০০২ সালের লিস্ট মানতে বলছে। কোনটা ঠিক?'' সতর্কতার পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাও তুলে ধরেন

মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''ইলেকশন এলেই তৃণমূলকে ইডির নোটিস, আর আপনারা যে জোচ্চুরি করে চলেছেন তার বেলা?'' দাবি করেছেন, এইবার বিজেপির নিজস্ব ভোটরাও তৃণমূলকে ভোট দেবেন, কারণ মানুষের ওপর যে হয়রানি চলছে তা কেউ মানবে না। আত্মবিশ্বাসী সুর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''তোমাদের ভোটাররাই আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেবে। গুজরাটেও আগামী ভোটে বিজেপি হারবে।'' তিনি আরও বলেন, ''আমাকে আঘাত করলে সারা ভারত হিলিয়ে দেব। ইলেকশনের পর দেশে দেশে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলব।'' মমতার অভিযোগ, ''কেন্দ্র বরাবরই বাংলাকে দোষী করার চেষ্টা করছে। অথচ প্রশ্ন থাকছে, সীমান্ত কে সামলায়? বিমানবন্দর কার অধীনে? পাসপোর্ট-কাস্টমস কার নিয়ন্ত্রণে? তাহলে বাংলাকে কেন দোষ দেন?'' খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন, ''বাংলা বিদ্বেষী বলেই বাংলাকে ভাতে মারতে চায় ওরা।'' সভা শেষে বনগাঁর মানুষকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আবার দেখা হবে। আমি আপনাদের পাহারাদার-দিল্লির নেতাদের মতো জমিদার নই।'' বনগাঁর সভা শেষে চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর-প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে এসআইআর এর প্রতিবাদে এবং নাগরিকত্ব রক্ষার দাবিতে কলকাতায় মিছিল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মিছিলে হেঁটেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন শেষ মুহূর্তে হেলিকপ্টার না পাওয়া যাওয়ায় সড়ক পথে মুখ্যমন্ত্রীকে বনগাঁ পৌঁছতে হয়। যে কারণে নির্ধারিত সময়ের প্রায় ২ ঘণ্টা পরে সভাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এই দেরি হওয়ার জন্য বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে সভার শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ভোটই এল না, এখনই সংঘাত শুরু হয়ে গেল! হঠাৎ খবর এল, হেলিকপ্টার যাবে না! তবে এতে আমার ভালই হল! রাস্তা দিয়ে এলাম, এতে আমার জনসংযোগ আরও ভাল হল।'' এরপরই সরাসরি কেন্দ্র ও বিজেপিকে এক বন্ধনীতে রেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিজেপিকে বার বার বলি, আমার সাথে খেলতে যাস না, আমি যে খেলাটা খেলব, সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুঁতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। এজেন্সিকে লেলিয়ে দাও, লোককে গুঁজে গুঁজে টাকা দিলেও ভোট পাবে না। কারণ এটা বাংলা।'' তোপ দেগেছেন কমিশনকেও। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''নির্বাচন কমিশনের কাজ নির্বাচন পরিচালনা করা। এখনও ৪ মাস বাকি। অথচ এখন থেকেই বাংলা কব্জা করার চেষ্টা হচ্ছে। বিজেপির অফিস থেকে লিস্ট ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে!'' তবে এসব করে যে তাঁকে থামানো যাবে না, এদিন তাও স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম জমানার সিঙ্গুর আন্দোলনে তাঁর অনশনের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আপনারা আমার হেলিকপ্টার বাতিল করে দিন, যা ইচ্ছে করুন, আমার কিছু যায় আসে না। আমি যেভাবে সারাজীবন সংগ্রাম করে এসেছি, তাতে রাস্তায় আমাকে রাস্তা দেখাবে।''

## 'পূর্ণ হল যজ্ঞ! হাজার ক্ষতের নিরাময় করল গেরুয়া ধ্বজা'

**সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ২৫ নভেম্বরঃ** ক্ষত সারল। মঙ্গলবার রাম মন্দিরে ধ্বজা উত্তোলনের পর ঠিক এই কথাটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যে যজ্ঞের আগুন ৫০০ বছর ধরে জ্বলছিল, তা আজ অবশেষে সম্পূর্ণ হল বলেই দাবি তাঁর। পাশাপাশি, ধ্বজা উত্তোলনের দিন এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে কোথাও গিয়ে বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গকেই যেন উস্কে দিলেন তিনি, দাবি একাংশের। মঙ্গলবার বেলা ১১টা বেজে ৪৮ মিনিট নাগাদ উত্তোলন হল রাম মন্দিরের গেরুয়া ধ্বজা। এই পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান ঘিরে লাখো মানুষের ভিড়। শুধু জনসাধারণ নয়, এসেছেন ৭ হাজার বিশিষ্ট অতিথি। প্রধানমন্ত্রীর চোখেও এই অনুষ্ঠান সাধারণ নয়। এই পতাকাকে 'ভারতে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের' প্রতীক বলেই উল্লেখ করলেন তিনি। মোদির কথায়, ''আজ অযোধ্যা শহর ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনার আরও একটি শীর্ষবিন্দুতে পরিণত হল। সারা ভারত, বিশ্ব হয়ে উঠল রামময়। রামলালার প্রতিটি ভক্তের জন্য এই সময় অসীম তৃপ্তির।'' নিজের ভাষণপর্বে অযোধ্যাকে রাম রাজ্য বলেই বারংবার অভিহিত করেছেন মোদি। পাশাপাশি, এই রাম রাজ্য এবার দেশের মধ্যে যে নজির তৈরি করবে, সেটাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথায়, ''এই গেরুয়া ধ্বজা শুধু একটা পতাকা নয়। এটা ভারতীয় সভ্যতারও প্রতীক। এর গেরুয়া রঙ সূর্য দেবের কথা বলে। ওঁম শব্দটি এবং তার সঙ্গে থাকা কোভিদার গাছ (রক্তকাঞ্চন) আসলে রাম রাজ্যের প্রতীক।'' গেরুয়া শিবিরের বরাবরের স্লোগান 'জয় শ্রীরাম', কিন্তু অযোধ্যাভূমে তা খাটে না। বরং সেখানে চলে 'জয় সিয়ারাম।' উচ্চারণে কোনও রুক্ষতা নেই, একাংশের কাছে মধুরও। তাই সেই কথা ভেবেই যেন রাম মন্দিরে ধ্বজা উত্তোলনের পরই মোদি মুখ থেকে নিঃসৃত হল 'জয় সিয়ারাম', 'জয় শ্রীরাম' নয়। এই ভাষণপর্বে কি রাজনীতির জায়গা ছিল না? রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রে হয়তো এই প্রশ্ন খাটে না। তাই মোদির ভাষণেও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবেই থেকেছে রাজনীতি। কংগ্রেস জমানাকে দাসত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ''স্বাধীনতা পেলাম, কিন্তু বিকৃত আকারে। বিদেশি ব্যবস্থা ভাল, স্বদেশি নয়, এই বলেই শুরু হল দাসত্বের যুগ। বিদেশিদের থেকে গণতন্ত্র শিখলাম। অনেকে বলেন, আমাদের গণতন্ত্র নাকি বিদেশ থেকে নেওয়া। কিন্তু সত্যি কথা হল ভারত গণতন্ত্রের জনক।''

## ধর্নামঞ্চে বসেই চলছে এসআইআর ফর্ম ডিজিটাইজেশনের কাজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ** অতিরিক্ত কাজের চাপের প্রতিবাদে সোমবার থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক-এর দফতরে। বিক্ষোভ দেখান বিএলও-দের একাংশ। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন-পর্বের বুথভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বুথস্তরের আধিকারিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয় পুলিশের। পরে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দেওয়া হয় বিএলও-দের। সেই থেকে শুরু। এরই প্রতিবাদে রাতভর ধর্নায় বসে যান তাঁরা। সেই ধর্নায় বসেই বাকি থাকা কাজ সামলাচ্ছেন বুথ লেভেল

অফিসাররা। মঙ্গলবার সকাল সকাল যে ছবিটা দেখা গেল, তা হল সমস্ত বিএলও-রা ধর্নায় বসেই এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ করছেন। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। এঁদেরই প্রতিনিধিরা কাল থেকে সিইও দফতরের ভিতরে ধর্নায় বসেছেন। সারা রাত কম্বল আঁকড়ে শুয়েও ছিলেন। কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জন ভোটার ছিলেন। মোট ৮০,৬৮১ জন বিএলও নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় দেড় লক্ষ বিএলএ বা এজেন্ট কাজ করছেন। ৭ কোটি ৬৪ লক্ষের বেশি ভোটারকে ফর্ম বিলি করা হয়ে গিয়েছে। প্রায় আড়াই কোটি ফর্ম 'ডিজিটাইজড' হয়ে গিয়েছে। বিএলও-দের দাবি ছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় না থাকায় সিইও দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন অতিরিক্ত সিইও। তাতেও ক্ষোভ মেটেনি বিক্ষোভকারীদের। সোমবার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকায় নির্বাচনী ভবনে পৌঁছোয় কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল)-এর নেতৃত্বে বাহিনী। বিএলও অধিকার রক্ষা সমিতির সদস্যেরা বিক্ষোভ তুলতে অনড় থাকায় শেষ পর্যন্ত টানাহেঁচড়ে তাঁদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ওই এলাকায় তৈরি হয় উত্তেজনা।

## বাবা-কাকার নাম লিখলে গৃহীত হচ্ছে না এসআইআর-এ! প্রশ্ন তুললেন সাংসদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ** এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি আছে তৃণমূলের। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ইস্যুতে সুর চড়িয়ে রেখেছে শুরু থেকেই। ইতিমধ্যেই ফর্ম সংগ্রহের পর প্রায় অর্ধেক ডিজিটাইজেশনের কাজও হয়ে গিয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার মাঝেই বড় অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, আত্মীয়ের নাম নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। নিকট আত্মীয়ের নামও কমিশন গ্রহণ করছে না বলে দাবি করেছেন তিনি। এনুমারেশন ফর্মে আত্মীয়ের নামের একটি জায়গা আছে। সেখানে কার নাম দেওয়া যাবে, তা উল্লেখ করা হয়েছিল গাইডলাইনে। বলা হয়েছিল, বাবার তরফের আত্মীয়, মূলত ঠাকুমা বা ঠাকুরদার নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। পরে সেই নিয়মে পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে ঠিক কার কার নাম দেওয়ার যাবে তার কোনও উল্লেখ নেই। শ্রীরামপুরের সাংসদ বলেন, ''বাবা-মা বাদে আঙ্কল বা দাদাও আত্মীয়। সেই নাম গ্রহণ করা হচ্ছে না। অ্যাপে সেটা গৃহীত হচ্ছে না।'' তাঁর প্রশ্ন, ''অ্যাপ কি ঠিক করবে দেবে, আমার আইনি অধিকার?'' এই সমস্যাগুলো সমাধান না করা পর্যন্ত এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বলে দাবি করেছেন কল্যাণ। এছাড়া বিএলও-দের কাজের চাপ নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন কল্যাণ। তিনি বলেন, ''সারাদিন কেন্দ্র ঘুরে দেখেছি। সকাল থেকে বিএলও-রা ফর্ম দিচ্ছে, সংগ্রহ করছে। রাত অবধি আপলোড করতে হচ্ছে। সার্ভার ডাউন হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে কাজ করবে! অমানবিক বিষয়। এভাবে গণতন্ত্র নষ্ট করা হচ্ছে।''

### '১০ জন সাংসদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কমিশন নিজেদের স্বচ্ছতা প্রমাণ করুক'

## লাইভ বৈঠক চাইছেন অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বরঃ** জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে জোরদার প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন প্রথমে ২৩ নভেম্বর কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করার অনুরোধ করেছিলেন। সেই আবেদন এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরপর দুটি সতর্কতামূলক চিঠির পর অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে কমিশন। শুক্রবার দিল্লির নির্বাচনী সদনে পাঁচ সদস্যের তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে আলোচনার জন্য ডাকাও হয়েছে। কিন্তু এই আমন্ত্রণকে কেন্দ্র করে আরও বড় প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, যদি নির্বাচন কমিশন সত্যিই স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার কথা বলে, তবে মাত্র পাঁচজনের বদলে ১০ সাংসদের সামনে আলোচনা করতে আপত্তি কোথায়? সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বার্তা-'সরকারের তরফে মনোনীত সিইসি এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সাংসদদের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন।' অভিষেক জানান, তৃণমূল প্রতিনিধি দল কমিশনের কাছে মাত্র পাঁচটি স্পষ্ট প্রশ্ন রাখতে চায়। তার জবাব দিতে চাইলে বিরোধীদের সামনে লুকোছাপার প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রস্তাব - বৈঠক যদি সত্যিই খোলামেলা হয়, তবে সেটি সরাসরি লাইভ সম্প্রচার করা হোক, যাতে দেশবাসী পুরো প্রক্রিয়াটি দেখতে পান। এদিকে রাজনৈতিক মহলও এই ঘটনাপ্রবাহকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর ইস্যুতে কমিশনের দু'টি 'উদ্বেগজনক' সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে যে কড়া ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার পরই কমিশনের তরফে আলোচনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের মত। তবে কমিশনের এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের ক্ষোভ কিছুতেই কমছে না। তাঁদের অভিযোগ, স্বচ্ছতার দাবি করা কমিশনের আচরণ বারবারই প্রশ্ন তুলছে-আসলে তারা কতটা নিরপেক্ষ? প্রসঙ্গত, সোমবার দু'টি

'উদ্বেগজনক' সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা দু'টি সিদ্ধান্তের বিষয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছেন- (১) সদ্য প্রকাশিত রিকোয়েস্ট অফ ফর্ম অনুযায়ী রাজ্যের সিইও দফতরের তরফে বাইরে থেকে ১,০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ৫০ জন সফটওয়্যার ডেভেলপার নিয়োগের উদ্যোগ, (২) বেসরকারি আবাসন কমপ্লেক্সের ভিতরে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এতদিন ডেটা এন্ট্রি সংক্রান্ত জরুরি কাজের জন্য জেলা প্রশাসনই প্রয়োজনমতো অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করত। বর্তমানে বিএসকে কর্মী এবং চুক্তিভিত্তিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের মাধ্যমে কাজও চলছে স্বাভাবিকভাবেই। তা হলে হঠাৎ করেই সিইও দফতরের পক্ষ থেকে আলাদা করে বছরভর বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগের দরপত্র কেন? কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থ হাসিল করতেই কি এই প্রক্রিয়া? এমনই প্রশ্ন তুলেছেন মমতা।

## দেবকীকুমার বসুর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি. স.) ঃ চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম পথিকৃৎ দেবকীকুমার বসুর জন্মদিবসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ দেবকীকুমার বসুর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য,দেবকীকুমারের জন্ম বর্ধমানে। শক্তি - নামে এক পত্রিকা শক্তিগড় থেকে তাঁর সম্পাদনায় বের হত। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে তিনি শেষ পর্যন্ত কলেজ ছেড়ে দেন। ১৯৩৫ সালের ঘটনা, দেবকীকুমার বসুর বাড়িতেই বৈঠকখানার মধ্যে চলছে আড্ডা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত। মূলতঃ সমসাময়িক বাংলা সিনেমার কাহিনী বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা চলছে। শরৎচন্দ্রের অভিমত - পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে যে সিনেমা আর বেশিদিন চলবে না তার ইঙ্গিত দেন। সে দিন উভয়েই এ বিষয়ে একমত হন নি এবং তাঁর ওই মতামতের বিরোধিতা করেন।প্রসঙ্গতঃ ১৯৩২ সালে দুটি ছবি তাঁর পরিচালনায় মুক্তি পায়। একটি নির্বাক ছবি - নিশির ডাক। অন্য ছবিটি হল - চণ্ডীদাস। ওই ছবি দেখে বাঙালি মুগ্ধ হয়ে পড়ে। এরপর থেকেই খ্যাতির শিখরে তিনি।

## আপাতত স্থগিত নেতানিয়াহুর সফর

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরে আসছেন না ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। নিরাপত্তাজনিত কারণে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ভারত সফর স্থগিত করা হয়েছে। চলতি বছরের শেষেই ভারতে আসার কথা ছিল তাঁর। ১০ নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লার কাছে বোমা বিস্ফোরণের জেরেই নেতানিয়াহু সফর বাতিল করেছেন বলে জানা গিয়েছে।ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু শেষবার ২০১৮ সালে ভারতে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকের জন্য তাঁর ফের এ দেশে আসার কথা ছিল। কিন্তু, নিরাপত্তা বিষয়টিকে বিবেচনা করে সেই সফর বাতিল করা হয়েছে। চলতি বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার ভারত সফর বাতিল করলেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এর আগে, নেতানিয়াহু ৯ সেপ্টেম্বর ভারত সফর বাতিল করেছিলেন। কারণ তিনি ১৭ সেপ্টেম্বর ইজরায়েলে ভোটগ্রহণের কারণে সময়সূচী সংক্রান্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার আগে এপ্রিলের নির্বাচনের আগেও তিনি তা করেছিলেন।

## শীতকালীন অধিবেশনের প্রাক্কালে ৩০ নভেম্বর সর্বদল বৈঠক আহ্বান রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আগামী ৩০ নভেম্বর সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।সংসদের শীতকালীন অধিবেশনকে ফলপ্রসু করার স্বার্থে বিরোধীদের সহযোগিতা কামনা করেই এই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠকে কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধী দলের ফ্লোর নেতাদের উপস্থিত থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। যা চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।


## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# ভারতের শ্রম সংস্কারঃসরলীকরণ, কর্মীদের নিরাপত্তা, ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ২৫ নভেম্বর ঃ সরকার ২৯-টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে চারটি সুসংহত শ্রম বিধি কার্যকর করেছে। এই চারটি বিধি হলঃমজুরি বিধি ২০১৯, শিল্প সম্পর্ক বিধি ২০২০, সামাজিক সুরক্ষা বিধি ২০২০ এবং পেশাগত সুরক্ষা বিধি ২০২০। এই ঐতিহাসিক সংস্কারের মাধ্যমে পুরানো নিয়মগুলিকে আধুনিক করে একটি সরল ও কার্যকর কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা কর্মীদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি, ব্যবসা করার প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে তুলেছে।দেশের উন্নয়নের কেংদ্রে শ্রমশক্তিশ্রমিকদের ক্ষমতায়ন একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর ভারতের মূল ভিত্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায় কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে ২০১৭-১৮ সালের ৪৭.৫ কোটি থেকে ২০২৩-২৪ সালে তা ৬৪.৩৩ কোটি হযেছে, যেখানে বেকারত্বের হার কমেছে এবং ১.৫৬ কোটি মহিলা সংগঠিত কর্মীবাহিনীতে যুক্ত হয়েছেন। এই ইতিবাচক পরিবর্তন সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটাচ্ছে। কর্মীদের অধিকার জোরদার করতে সরকার ২৯-টি শ্রম আইনকে মজুরি বিধি, শিল্প সম্পর্ক বিধি, সামাজিক সুরক্ষা বিধি এবং পেশাগত সুরক্ষা বিধি - এই চারটি ব্যাপক শ্রম বিধিতে একীভূত করেছে। এই ঐতিহাসিক সংস্কারটি কর্মীদের জন্য সুরক্ষা, মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভারতকে একটি ন্যায্য ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত শ্রম পরিবেশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।২৯-টি শ্রম আইনকে বিধিবদ্ধ করার যুক্তিশ্রম আইনে সংস্কার একটি চলমান প্রক্রি। দেশের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও শিল্প পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনি কাঠামোকে আধুনিক ও সরল করতে সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। মোট ২৯টি বিদ্যমান শ্রম আইনকে চারটি বিধিতে সংহত করার উদ্দেশ্য দীর্ঘদিনের প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে শ্রম ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও সমসাময়িক করে তোলা। এই সংস্কারের মূল কারণগুলি হলঃ একাধিক আইনের কারণে সৃষ্ট নিয়ম পালনের জটিলতা কমানো, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কারণে সৃষ্ট বাস্তবায়নের জটিলতা দূর করা, এবং স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের পুরনো আইনগুলিকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আজকের অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো এবং প্রতিটি শ্রমিকের জন্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও মজুরি সুরক্ষা নিশ্চিত করা।চারটি শ্রম বিধি প্রণয়ন শ্রম আইনকে বিধিবদ্ধকরণের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 'একক নথিভুক্তি', 'একক লাইসেন্স' এবং 'একক রিটার্ন'-এর ধারণা চালু করে নথিভুক্তি ও লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সরল করা, যার ফলে, কর্মসংস্থান বাড়াতে নিয়ম পালনের বোঝা কমবে। দ্বিতীয় জাতী শ্রম কমিশন এই আইনগুলিকে কার্যকরী ভিত্তিতে চার বা পাঁচটি শ্রম বিধিতে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছিল। সেই অনুযায়ী, সরকার সমস্ত অংশীদারের (সরকার, নিয়োগকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন) সঙ্গে আলোচনার পর ২৯-টি আইনকে চারটি শ্রম বিধিতে (মজুরি বিধি, শিল্প সম্পর্ক বিধি, সামাজিক সুরক্ষা বিধি এবং পেশাগত সুরক্ষা বিধি) পরিণত করে, যা ২০১৯ ও ২০২০ সালে কার্যকর হয়।বিধি ১ঃমজুরি বিধি, ২০১৯মজুরি বিধি, ২০১৯ চারটি পুরনো আইনকে সরল ও সংহত করেছে, যার প্রধান লক্ষ্য হল, নিয়োগকর্তাদের জন্য নিয়ম পালন সহজ করা এবং কর্মীদের অধিকার জোরদার করা। এই বিধির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে - সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রের সকল কর্মীর জন্য ন্যূনতম মজুরির আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী একটি 'ফ্লোর ওয়েজ' বা সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ এবং নিয়োগ ও মজুরিতে লিঙ্গ বৈষম্য নিষিদ্ধ করা। এছাড়াও, অতিরিক্ত কাজের জন্য কর্মীদের কমপক্ষে দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম মজুরি দিতে হবে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'ইনস্পেক্টর' পদটিকে 'ইনস্পেক্টর-কাম-ফেসিলিটেটর'-এ পরিবর্তন করে এটিকে কম শাস্তিমূলক এবং আরও পরামর্শমূলক করা হয়েছে।বিধি ২ঃ শিল্প সম্পর্ক বিধি, ২০২০শিল্প সম্পর্ক বিধি,২০২০ তিনটি পুরনো আইনকে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে, যা শিল্পের টিকে থাকার ওপর শ্রমিকের জীবন নির্ভর করে - এই বিষয়টি স্বীকার করে। এই বিধিটি স্থায়ী মেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চালু করেছে, যেখানে এক বছর পর গ্র্যাচুইটি-সহ সমস্ত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিক ছাঁটাইযের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রত্যাহার হওয়া কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি 'পুনঃদক্ষতা তহবিল' তৈরি করা হযেছে। শ্রমিকদের সম্মিলিত দর কষাকষিকে শক্তিশালী করার জন্য ৫১ সদস্যপদ থাকলে ইউনিয়নকে আলোচনাকারী ইউনিয়ন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই কোড শিল্প ও শ্রমিকের সংজ্ঞাকে প্রসারিত করেছে, লে-অফছাঁটাইবন্ধের সীমা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ করেছে এবং অভিযোগ কমিটিগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে। দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দুই সদস্যের শিল্প ট্রাইব্যুনাল এবং সরাসরি ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার সুযোগ রাখা হযেছে। এছা।াও, ধর্মঘটতালাবন্ধের জন্য ১৪ দিনের নোটিশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ছোটখাটো অপরাধের জন্য কারাদণ্ডের পরিবর্তে জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে, যা আইন মানতে উৎসাহ দেবে।বিধি ঃ সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০ মোট নযটি বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা আইনকে একীভূত করেছে এবং এই কোড অসংগঠিত, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিক-সহ সকল কর্মীর জন্য জীবন, স্বাস্থ্য, মাতৃত্ব ও ভবিষ্যনিধি সুবিধা প্রসারিত করেছে। কর্মীদের ব্যাপক সুবিধা দিতে ইএসআইসি-এর পরিধি ভারত জুড়ে বাড়ানো হয়েছে এবং ঝুঁকিযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইপিএফ আবেদনের জন্য নিযোগেকর্তাদের জমা দেওয়ার পরিমাণ ২৫-এ নামানো হয়েছে এবং ইপিএফ সংক্রান্ত তদন্তের জন্য একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হযেছে। গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে নতুন সংজ্ঞা যোগ করা হয়েছে এবং তাদের স্কিমগুলির জন্য একটি নিবেদিত সামাজিক সুরক্ষা তহবিল প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে সংগ্রাহকরা তাদের বার্ষিক টার্নওভারের ১-২ পর্যন্ত অবদান রাখবেন। বাড়িতে-কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাকে এখন কর্মসংস্থান-সম্পর্কিত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং স্থায়ী মেয়াদী কর্মীরা এক বছর পরেই গ্র্যাচুইটি পাওয়ার যোগ্য হবেন। আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও সহজতা আনতে 'ইনস্পেক্টর-কাম-ফেসিলিটেটর' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের পরিবর্তে জরিমানা ধার্য করা হয়েছে, যা ব্যবসা করার স্বাচ্ছ ঃদ্য বাড়াবে।পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ বিধি, ২০২০পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ বিধি, ২০২০ তৈরি করা হযেছে ১৩-টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে একত্রিত, সরল ও যুক্তিসঙ্গত করে। এই বিধির প্রধান লক্ষ্য হল কর্মীদের অধিকার ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যবসাবান্ধব নিযন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করা। এই ভারসাম্য বজায় রাখার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বা।বে, যা ভারতের শ্রমবাজারকে আরও কার্যকর, ন্যায্য ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে।ভ্রুপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পেশাগত সুরক্ষা বিধি, ২০২০ ১৩-টি কেন্দ্রীয় আইনকে একত্রিত করেছে। এর মূল দিকগুলি হল ঃএকক নিবন্ধন ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত সকল কর্মীর জন্য সুরক্ষা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বার্ষিক ভাতা ও সুবিধা মহিলাদের জন্য রাতের শিফটে কাজের অনুমতি এবং বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা। এই কোড ব্যবসা করার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে এবং ইনস্পেক্টর-কাম-ফেসিলিটেটর ব্যবস্থা চালু করেছে।শ্রম বিধিগুলির রূপান্তরকারী শক্তিভারতের নতুন শ্রম বিধিগুলি আইনকে সরল, ন্যায্য ও আধুনিক করেছে, যা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিধিগুলি একটি সুসংহত কাঠামোর মাধ্যমে সকল শ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও মজুরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এই সংস্কারের মূল পরিবর্তনগুলি হল - নিয়মাবলী আধুনিকীকরণ করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে শ্রম আইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা একক নিবন্ধন, একক রিটার্ন-সহ প্রক্রিযাগুলিকে সহজ করে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, যার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে এবং ডিজিটাল প্রক্রিয়া ও ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিদর্শনের মাধ্যমে আইন প্রযোগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি মজবুত করা।উপসংহারনতুন শ্রম বিধিগুলি ভারতের শ্রম পরিবেশে একটি রূপান্তরকারী পদক্ষেপ - যা শ্রমিকদের কল্যাণ এবং উদ্যোগগুলির কর্মদক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য এনেছে। এই বিধিগুলি নিয়ম পালন সহজ করে, সুরক্ষা বাড়ায় এবং মজুরিতে ন্যায্যতা নিশ্চিত করে। এই সংস্কারগুলি একটি আরও ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ এবং প্রবৃদ্ধি-ভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করে, যা শ্রমিক ও শিল্প উভয়কে ক্ষমতায়িত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুস্থায়ী অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে।

## উদ্যমের সমারোহঃক্ষুদ্র উদ্যোগ ও গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের শক্তি বাড়াচ্ছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৫নভেম্বরঃ ভরত মাণ্ডপম কমপ্লেক্স এ বছর পরিণত হয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যের এক জীবন্ত প্রদর্শনীতে, যেখানে এক ছাদের তলায় মিলেছে ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ, স্টার্টআপ উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক বিশেষত্ব। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত থিমে আয়োজিত ৪৪-তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার (IITF) ২০২৫-এ অংশ নিয়েছেন ৩,৫০০-রও বেশি প্রদর্শক, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত রয়েছে পরিশ্রম, ঐতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষার অভিনব গল্প।১৪ নভেম্বর ২০২৫-এ উদ্বোধন হওয়া এই চৌদ্দ দিনের অনুষ্ঠান শুধু বাণিজ্যিক সমাবেশ নয় এটি এমন এক মঞ্চ, যেখানে প্রথম-প্রজন্মের উদ্যোক্তা, গ্রামীণ শিল্পী এবং স্বদেশি ব্র্যান্ডগুলি তাদের পণ্যের চাহিদা যাচাই করে, ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, সহকর্মীদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয় এবং সরকারি সহায়তা ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার পায়। বহু প্রদর্শকের কাছে, মানে বৃহত্তর জাতীয় বাজারে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ, যা আত্মবিশ্বাসী, ক্রমবর্ধমান এবং ভ্রআত্মনির্ভর ভারতের প্রতিচ্ছবি।বিহারঃকারিগরি দক্ষতা জাতীয় মঞ্চেবিহার প্যাভিলিয়নে ৪৫ বছর বয়সী শ্রীধি কুমারী দাঁড়িয়ে আছেন ভাগলপুরি সিল্ক ও জরির কারুকার্যের সারির সামনে, যে দক্ষতা তিনি গত ১২ বছরে অর্জন করেছেন। IITF-এ প্রথম অংশগ্রহণকারী হিসেবে তিনি প্রতিফলিত করছেন নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোক্তা যাত্রাকে। ভাগলপুরি সিল্ক, যা জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত, প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি অনুমোদিত বিক্রেতা, সতর্কভাবে শাড়িগুলি সাজাতে সাজাতে গর্বের সুরে এটি উল্লেখ করেন।তিনি জানান, রাজ্যের নারী উদ্যোক্তা প্রকল্পের মাধ্যমে বিহার সরকার তাকে সহায়তা করেছে। আমাদের সচিব সব নিয়ম বুঝিয়ে দিয়েছেন, বলতে গিয়ে তিনি প্রথম-বার অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রশাসনিক সহায়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর কাজে রয়েছে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সমন্বিত দক্ষতা, কারণ তাঁর শিল্পীরা দুই রাজ্য থেকেই আসেন, যা আন্ত ঃরাজ্য বস্ত্রশিল্পের বিনিময়ের প্রতিফলন।নালন্দা থেকে দিল্লিঃযে তাঁতি বছরে একবার এখানে ফিরেই আসেনকিছুটা দূরে ৪৯ বছর বয়সী তরুণ পাণ্ডে সামলে নিচ্ছেন নরম বাওনবুটি শাড়ি - সূক্ষ্ম নকশায় বোনা। এটি তাঁর IITF-এ অষ্টম অংশগ্রহণ। নালন্দার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের প্রতিনিধি তিনি, যেখানে গ্রামের পর গ্রাম ধরে এই হস্তশিল্প বহমান। প্রতিটি শাড়ি সম্পূর্ণ করতে লাগে প্রায় সাড়ে তিন দিন, যা সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, IITF-ই তাঁর প্রধান বার্ষিক প্রদর্শনী। আয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি এখানে প্রায় দুই থেকে আড়াই মাসের সমপরিমাণ আয় করি।তিনি আরও যোগ করেন, আমরা অন্য মেলায় যাই না, IITF-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।কৃষক থেকে উদ্যোক্তাঃসুযোগের পরিসর বাড়ছেমহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলার ৫১ বছর বয়সী প্রহ্লাদ রামরাও বোরগাড ও তাঁর স্ত্রী কাভেরি দর্শকদের স্বাগত জানান সুশৃঙ্খলভাবে প্যাকেট করা জৈব ডাল, হলুদ, আদা, আচার এবং বিভিন্ন মশলার সঙ্গে। আজীবন কৃষিকাজের পর তিনি ২০১২ সালে জৈব চাষ শুরু করেন এবং ২০১৫ সালে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও MSME দপ্তরের সহায়তা ‘ফার্মার্স’ প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি জানান, অনলাইনে IITF-এর বিজ্ঞাপন দেখে মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে যাই। তারা পুরো প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিয়েছে। এটি তাঁর দ্বিতীয় অংশগ্রহণ, আগে ছিলেন আইআইটিএফ ২০২৩-এ, পাশাপাশি, অংশ নিয়েছেন সরস মেলা ২০২৪-এ।ঐতিহ্যের রক্ষণাবেক্ষণঃলাতুরের ‘শিল্পমহারাষ্ট্র প্যাভিলিয়নে রুক্মিণী গণেশপাট সালগে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ১৫ বছর বয়সী মেয়ে দীক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের স্টলে সাজানো ঐতিহ্যবাহী গোধারি, যা লাতুর অঞ্চলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নারীরা লালন করে এসেছেন। এটি আমার প্রথম বছর IITF-এ, বললেন রুক্মিণী, রঙিন কম্বল ঠিক করতে করতে। ঝাড়খণ্ড ৪০০ আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্বে লাক্ষা চুড়ি ঝাড়খণ্ড- ২০২৫-এ এরাজ্য প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন চলছে, এ বছর IITF-এর ‘ ইন ফোকাস’। এখানে ৪৯ বছর বয়সী ঝবর মাল প্রদর্শন করছেন ঐতিহ্যবাহী লাক্ষার চুড়ি, যা বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার। গত চার-পাঁচ বছর ধরে তিনি অংশ নিচ্ছেন এবং জানান, তিনি IITF-এ একমাত্র আক্ষা চুড়ি বিক্রেতা। বাণিজ্য মেলাঃঅর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বিশেষ ভূমিকায় “IITF-এর মতো ট্রেড ফেয়ার শুধু সরাসরি বিক্রির সুযোগই সৃষ্টি করে নি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদী ক্রেতা অর্জন, বাজারের আচরণ বোঝা এবং ভবিষ্য অর্ডার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বহু প্রদর্শক বলেন, মেলা-পরবর্তী অর্ডারও প্রায়শই কয়েক মাসের আয়ের সমপরিমাণ হয়ে দাঁড়ায়।২০২৫ সালের এই আয়োজন বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর বৃহত্তর লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে, যেখানে রয়েছে অর্থনৈতিক স্থিতি, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এবং ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্য সংযোগ, যার মধ্যে রয়েছে চলমান একাধিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) আলোচনা।

## বিদ্যুৎ (সংশোধন) বিল, ২০২৫ঃবিদ্যুৎ ক্ষেত্রের রূপান্তর

নয়াদিল্লি,(পিআইবি),২৫ নভেম্বরঃবিলটি বিদ্যুৎ খরচ যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে ভারতের শিল্প ও লজিস্টিক্স ক্ষেত্রকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে এবং অন্তর্নিহিত ক্রস-ক্রস সাবসিডি কমাতে উদ্যোগী।এই ক্ষেত্রের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ব্যয়-প্রতিফলিত শুল্ককে উৎসাহিত করে, একইসঙ্গে কৃষক এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারের জন্য ভর্তুকিযুক্ত শুল্ক সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখেক্ষেত্রের আর্থিক সংকট প্রতিরোধ ও একটি স্থিতিশীল, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে নিযন্ত্রক জবাবদিহিতা শক্তিশালী করে।অপচয় রোধ, ব্যয় হ্রাস ও দ্রুত বিতরণ পরিকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অভিন্ন নেটওয়ার্ক ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।সরবরাহের গুণগতমান ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা, এবং নীতি বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেয়। ভূমিকাবিদ্যুৎ (সংশোধন) বিল, ২০২৫ দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির চাহিদা পূরণে ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিলটির লক্ষ্য একটি ভবিষ্য-প্রস্তুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্র গড়ে তোলা, যা কৃষক ও পরিবার থেকে শুরু করে দোকান, ব্যবসা ও শিল্প, সব ধরনের গ্রাহকের কাছে নির্ভরযোগ্য, সুলভ ও উন্নতমানের বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে।বিলটি পুরোনো সরবরাহ মডেল থেকে সরে এসে কর্মদক্ষতা-নির্ভর ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় সংস্থা ন্যায্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভোক্তা পরিষেবা উন্নত করবে। বিদ্যমান বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ককে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে ব্যবহার নিশ্চিত করে বিলটি নাগরিকদের ব্যয়িত প্রতিটি পয়সার ক্ষেত্রে অধিক মূল্য প্রদান করতে চায়।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই সংস্কার কৃষক এবং নিম্ন-আয়ের পরিবারের ভর্তুকিযুক্ত শুল্ক সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখে।বর্তমান ব্যবস্থার সংশোধনের প্রয়োজনঃসংশোধনী আনার প্রেক্ষাপটবিদ্যুৎ (সংশোধন) বিল, ২০২৫ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের দীর্ঘস্থায়ী অদক্ষতা দূর করা, আর্থিক চাপ হ্রাস করা, প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় নেটওয়ার্ক ব্যয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আনা হয়েছে। বিলটির মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডির যৌক্তিকীকরণ, ব্যয়-প্রতিফলিত শুল্ক প্রচলন এবং শিল্পক্ষেত্রের সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান বাজার কাঠামোকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।সংস্কারের চালিকাশক্তিঃবিলের মূল স্তম্ভসমূহবিদ্যুৎ (সংশোধন) বিল, ২০২৫ একটি আরও দক্ষ, পরিবেশগতভাবে সুস্থায়ী, আর্থিকভাবে স্থিতিশীল, স্বচ্ছ এবং ভোক্তা-কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ভিত্তি স্থাপন করে। কাঠামোগত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা মিলিয়ে এটি ভারতের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের পথ তৈরি করে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে নীতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, বিলটি উন্নত সেবা, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে চায়।কাঠামোগত সংস্কারবিদ্যুৎ বিতরণে নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতাকে সহজতর করে, যাতে একই এলাকায় একাধিক লাইসেন্সধারী অভিন্ন ও সর্বোত্তম পরিকাঠামো ব্যবহার করে কাজ করতে পারে।শুল্ক ও ক্রস-সাবসিডির যৌক্তিকীকরণব্যয়-প্রতিফলিত শুল্ককে উৎসাহিত করে, একইসঙ্গে কৃষক ও দরিদ্র পরিবার-সহ ভর্তুকিযুক্ত গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে (ধারা ৬৫) অনুসারে স্বচ্ছ, বাজেটভিত্তিক ভর্তুকির মাধ্যমে।পরিকাঠামো ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক দক্ষতাউপযুক্ত কমিশনগুলিকে ওয়েলিং চার্জ নিযন্ত্রণ এবং বিতরণ নেটওয়ার্কের অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে ক্ষমতা প্রদান করে।সুশাসন ও নিযন্ত্রক শক্তিশালীকরণকেন্দ্র-রাজ্য নীতি সমন্বয় ও ঐকমত্য গঠনের জন্য একটি বিদ্যুৎ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে।সুস্থায়ী উন্নয়ন ও বাজার বিকাশঅ-জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা জোরদার করে এবং অমান্য হলে জরিমানার বিধান রাখে।আইনি ও কার্যগত স্বচ্ছতাইলেকট্রিক লাইন অথরিটির এই ক্ষমতা, ক্ষতিপূরণ, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়-সহ বিস্তারিত বিধান সংযোজন করে, যার ক্ষমতা ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫-এর অধীন টেলিগ্রাফ অথরিটির সমতুল্য হবে।উপসংহারবিদ্যুৎ (সংশোধন) বিল, ২০২৫ ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে আধুনিকীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করে। এটি বিতরণে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে, নিযন্ত্রক তদারকি শক্তিশালী করে ও ন্যায্য শুল্কব্যবস্থা সমর্থন করে। বিলটি ভর্তুকিনির্ভর গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, শিল্পক্ষেত্রের সরাসরি বিদ্যুৎ ক্রয়ের পথ সহজ করে। এই সব উৎপাদান মিলিতভাবে একটি আরও দক্ষ, জবাবদিহিমূলক এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

## ধোঁয়াশায় মোড়া দিল্লি, বায়ুদূষণে জেরবার জাতীয় রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর ঃ মঙ্গলেও ‘ মঙ্গলেও পর্যায়ে দিল্লির বায়ুদূষণের মাত্রা। এদিন সকালে দিল্লিবাসীর ঘুম ভাঙল ধোঁয়াশার মধ্যে। একদিকে ধোঁয়াশার ঘনত্ব, অন্যদিকে বায়ুর গতিবেগ একেবারে মৃদু, যার ফলে দূষণ লাফিয়ে বাড়ছে। বেশ কিছু অঞ্চলে দূষণের মাত্রা রয়েছে ৪০০-র আশপাশে। যাকে ঘিরে শঙ্কা বাড়ছে।বিগত কয়েকদিন ধরে বায়ুদূষণে জেরবার জাতীয় রাজধানী। সামান্যও উন্নতি হল না মঙ্গলবারও। দীপাবলির পর থেকেই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে দিল্লির বাতাস। যা এখনও কমেনি। এদিন সকালে দিল্লির আইটিও এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৩৮০, আবার আনন্দ বিহার এলাকায় বাতাসের গুণগতমান ছিল ৪০২, ইন্ডিয়া গেট ও সংলগ্ন এলাকায় একিউআই ছিল ৩২৮।

## ইথিওপিয়ার জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি, দিল্লি থেকে অনেক বিমান বিলম্বিত

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃসুদূর ইথিওপিয়ায় অগ্ন্যুপাতের জেরে ভারতের রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের আকাশেও কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। আর তার জেরে বিমান পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটছে। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর জেগে উঠেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি হায়লি গুব্বি। এর ফলে দিল্লি থেকে অনেক বিমান বিলম্বিত হয়েছে। মঙ্গলবার হংকং, দুবাই, জেদ্দা, হেলসিঙ্কি, কাবুল, ফ্রাঙ্কফুর্টের বেশ কয়েকটি বিমান বিলম্বিত হয়েছে। ইথিওপিয়ায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের ফলে সৃষ্ট ছাইয়ের মেঘের কারণে বিমানগুলিগুলি প্রভাবিত হয়েছে।রবিবারই আচমকা জেগে ওঠে ইথিওপিয়ার এর্তা আলে রেঞ্জে অবস্থিত হায়লি গুব্বি আগ্নেয়গিরি। শেষ বার প্রায় ১০ হাজার বছর আগে হায়লি গুব্বি থেকে অগ্ন্যুপাত হয়েছিল। তার পর থেকে এত দিন ঘুমিয়েই ছিল সে। জ্বালামুখ থেকে নির্গত ধোঁয়া, ছাই ঢেকে দিয়েছে দেশের আকাশকে। শুধু তাই নয়, লোহিত সাগর পেরিয়ে ইয়েমেন, ওমানের দিকেও এগিয়ে গিয়েছে সেই ধোঁয়া, ছাইয়ের কুণ্ডুলী। ছাই মিশ্রিত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। তার ঘনীভূত অংশ দিল্লি, হরিয়ানা, সংলগ্ন উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে এগোচ্ছে। পঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের আকাশেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ছাইমেঘ ঢুকছে পাকিস্তানের আকাশেও। এতে দিল্লির বাতাসের গুণমান আরও নীচে নামবে বলে আশঙ্কা। তবে বিমান পরিষেবা ধাক্কা খেয়েছে ইতিমধ্যেই।

## রাশিফল

**মেষঃ**মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি উত্তেজনা অনুভব করতে পারেন। এটি শান্ত এবং ধৈর্যশীল থাকার সময়। বিবাহের যোগ হবে।

**বৃষঃ** আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে এক সুষম আহার নিন। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। আত্মীয়বন্ধুরা এক চমকার সন্ধ্যার জন্য চলে আসতে পারে। আপনার অংশীদার আপনার সম্পর্কে ভাল চিন্তা করে।

**মিথুনঃ** মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকার দিন হবে। এই দিনের শক্তি আপনার ভেতরের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় রাখবে, যা আপনার চিন্তাভাবনা এবং যোগাযোগ দক্ষতায় উকর্ষতা আনবে। কাজের সুযোগ আছে।

**কর্কট রাশি** ঃ বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের বাচ্চারাই নয় বরং অন্যদের সন্তানদেরও উপশমকারী ক্ষমতা আপনাকে প্রবোধ দিতে এবং উদ্বেগ শান্ত করতে পারে। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। শুভদিন হবে।

**সিংহঃ** সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। আপনার সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার জন্য কঠিন হবে। এটি আত্মবিশ্বাসের সময়, যেখানে আপনাকে আপনার সম্পর্কের গভীরতা বুঝতে হবে।

**কন্যা** ঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।

**তুলাঃ** তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি পরিপূর্ণতার দিন। আপনার চারপাশের পরিবেশ আপনার মন এবং আত্মায় তৃপ্তি আনবে।

**বৃশ্চিকঃ** চাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন।

**ধনুঃ** নু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি খুব ইতিবাচক এবং শুভ দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশে শক্তির ঢেউ অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন শক্তি এবং অনুপ্রেরণা দেবে। শুভদিন।

**মকরঃ** হাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন।

**কুম্ভঃ**কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনন্য অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। এই দিনের শক্তির প্রভাব আপনার জীবনে ইতিবাচকতা এবং নতুনত্ব আনবে। আপনার মধ্যে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে।

**মীনঃ** জে নিজে ওষুধ খাবেন না কারণ এতে ওষুধ নির্ভরতা বাড়ে। আপনি যদি কোনও ঋণ গ্রহীতাকে দীর্ঘদিন থেকে আপনার অর্থ ফেরত দিতে বলছিলেন, এবং তিনি তা এড়াচ্ছিলেন, তবে আজ আপনার ভাগ্যবান দিন, কারণ তিনি আপনার অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরত দিতে পারেন। পরিবারের সদস্যরা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। আপনি আপনার সঙ্গী কাছ থেকে

## আবহাওয়া

ঠান্ডার আমেজ থাকলেও, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত এখনই পড়ছে না। তবে, ভোরে ও রাতে শীতে আমেজ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। এরইমধ্যে মঙ্গলবার কলকাতায় ফের নামল তাপমাত্রা, পারদ-পতন হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্রও। আগামী দু'দিন রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে, তারপর ফের কিছুটা বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তখনও অবশ্য শীতের আমেজ বজায় থাকবে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দু'দিন রাজ্যে রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তার পরের তিন দিন আবারও ধীরে ধীরে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। তাই শীতের আমেজ থাকলেও এখনই জাঁকিয়ে পড়ছে না ঠান্ডা। এদিকে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে শক্তি বৃদ্ধি করছে নিম্নচাপ অঞ্চল। ক্রমে তা পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। তখন তা অবস্থান করবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপরে। তার প্রভাব অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার উপরে সরাসরি পড়বে না।

### জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৩মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

## দমদম স্টেশনে ফের মেট্রোর সামনে ঝাঁপ, ছ'দিনে তৃতীয় ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ দমদম মেট্রো স্টেশনে ফের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ১ লাইনে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন এক যাত্রী। সেই মুহূর্তেই থমকে যায় শহিদ ক্ষুদিরাম-দক্ষিণেশ্বর রুটের পরিষেবা। ঘটনাটি ঘটেছে ডাউন লাইনে, অর্থা শহিদ ক্ষুদিরামের দিকে যাওয়ার পথে। তবে যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে আপ এবং ডাউন- দুই লাইনেই পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বাধ্য হন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এর জেরে ব্যস্ত সকালেই নাজেহাল হন হাজারো যাত্রী। ঘটনার পর দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং গিরিশ পার্কের মাঝে ভাড়াপথে ট্রেন চালানো হয়। আপ ও ডাউন- দু'দিকেই ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হয় প্রায় ২০ মিনিটেরও বেশি সময়। অবশেষে দুপুর ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতি সামলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে পরিষেবা ফের স্বাভাবিক হয়েছে। তবে ততক্ষণে বহু যাত্রীকে মাঝপথেই ট্রেন থেকে নেমে অন্য ব্যবস্থা খুঁজতে হয়েছে। কেউ বাসে, কেউ আপ ক্যাবে, আবার কেউ অটো ধরে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। ব্যস্ত সময়ে হঠাৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় ক্ষোভ জমেছে যাত্রীদের মনে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতিটি স্টেশনে ঘোষণা করে জানানো হয় যে দমদম স্টেশনে দুর্ঘটনা ঘটেছে, ফলে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত থাকবে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের মধ্যে যাত্রীরা গাদাগাদি অবস্থায় আটকে যান। অনেকেরই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, স্কুল-কলেজ বা অফিসে পৌঁছতে যথেষ্ট দেরি হয়ে যায়। এক যাত্রী বলেন, প্রায় ২০ মিনিট ট্রেন দমদমে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে বলা হয় পরিষেবা বন্ধ। বাধ্য হয়ে ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরতে হয়। প্রসঙ্গত, গত ছ'দিনে এটিই তৃতীয় আত্মহত্যার চেষ্টা মেট্রো রেলে। ২০ নভেম্বর নেতাজি ভবনেশ্বর স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটির জেরে প্রায় এক ঘণ্টা দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত ভাড়াপথে ট্রেন চালানো হয়। তার ঠিক দু'দিন পর, ২২ নভেম্বর আবার মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে ঘটে অনুরূপ ঘটনা। সেদিনও ব্যস্ত সময়ে পরিষেবা ব্যাহত হয়। যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় স্টেশনে। এত কম সময়ে পরপর তিনটি ঘটনার ফলে উঠে এসেছে বড় প্রশ্ন-কেন এই লাইনেই আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে? মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, আত্মহত্যা রোধে তারা একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। কালীঘাট স্টেশনসহ বেশ কয়েকটি ব্যস্ত স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে গার্ডরেল বসানো হয়েছে। তবে সবখানে এখনও সেই ব্যবস্থা চালু হয়নি। তাছাড়া প্ল্যাটফর্ম সুপারভাইজার ও সিআইএসএফ কর্মীদের নজরদারি বাড়ানো হলেও আত্মহত্যার ঘটনা সম্পূর্ণভাবে রোখা যাচ্ছে না। অনেক সময় যাত্রীদের আচরণ বা মানসিক অবস্থার আগাম আন্দাজ করা সম্ভব হয় না, ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মেট্রো স্টেশনের ভিড়, দ্রুতগতির ট্রেন এবং অল্প সময়ে সবকিছু ঘটে যাওয়ার সুযোগ অনেককে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়। তাই শুধুমাত্র নিরাপত্তা বেষ্টনী বসানো নয়, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচার এবং প্রতিটি স্টেশনে 'ডেস্ক' বা কাউন্সেলিং হেল্পলাইন চালুর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। মেট্রোর ব্যস্ততম শহিদ ক্ষুদিরাম-দক্ষিণেশ্বর রুটে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার কারণ খতিয়ে দেখতে আলাদা তদন্তের কথাও ভাবা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। দমদমের মঙ্গলবারের ঘটনাটি আবারও মনে করিয়ে দিল, মেট্রো রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আধুনিকীকরণ জরুরি। যাত্রীদের জীবনরক্ষায় আরও কার্যকর পদক্ষেপ চাই। পরপর তিনটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এক যাত্রী ক্ষোভের সুরে বলেন, এভাবে বার বার পরিষেবা বন্ধ হলে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মেট্রো রেলকে আরও সতর্ক হতে হবে। মেট্রো প্রশাসন জানিয়েছে, ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে তারা আরও নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি বিকল্প আধুনিক প্রযুক্তি আনার পরিকল্পনা করছে। তবে যতক্ষণ না প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোর বসানো হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। শহরের দ্রুততম পরিবহণ ব্যবস্থায় বারবার এই ধরনের ঘটনা যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

## হাসপাতালের সরকারি কাজে বাঁধার অভিযোগ, বারাসত থানায় রুদ্রনীল ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআর!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ অভিনেতা ও বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের বিরুদ্ধে বারাসত থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি হাসপাতালের সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন, অনাধিকার প্রবেশ করেছেন এবং হুমকি দিয়েছেন। এফআইআর দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ করেছেন বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল। তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি। তবে বারাসত জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) অতীশ বিশ্বাস জানান, সুপারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, গত বুধবার ১৯ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। একটি বা।তিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন তিনি। পরে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গেও দেখা করেন রুদ্রনীল। তারপরই তিনি গিয়েছিলেন বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপারের ঘরে। সেখানে অন্য চিকিৎসকরাও ছিলেন বলেও খবর। কম-বেশি ৩০ মিনিট সেখানে ছিলেন বিজেপি নেতা। সেই সময়ই বিজেপি নেতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপারকে হুমকি দেন বলে অভিযোগ। পরে বারাসত থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছেন রুদ্রনীল ঘোষ। তাঁর কথায়, শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক পিজিটি চিকিসকের বিরুদ্ধে। মূলত এনিয়ে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমার কথা সুপার শুনেছেন। আমার অভিনয়, কবিতার প্রশংসা করেছে। গল্প, হাসিঠাট্টা-সহ সেলফি তুলেছেন। এটা জানাজানি হতেই সেদিন অতিরিক্ত সুপারের অন্যত্র বদলি হয়েছে। তাই বদলি আটকাতে এবং চাপে উনি মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। প্রমাণ হিসাবে ভিডিও ফটো আমার কাছে। অভিযোগের কথা সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে।

## হাওড়ায় তিনমাসের নাতিকে জলে ডুবিয়ে খুন, গ্রেফতার ঠাকুমা

হাওড়া, ২৫ নভেম্বর (হি.স.) ঃ মঙ্গলবার সাতসকালে হাড়হিম ঘটনায় উত্তেজনা দেখা দেয় ডোমজুড় থানা এলাকার পিরডাঙা এলাকায়। তিনমাসের নাতিকে জলে ডুবিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে ঠাকুমার বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঠাকুমাকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, পুলিশের জেরার মুখে পড়ে ঠাকুমা স্বীকার করেছে যে নাতিকে জলে ফেলে খুন করা হয়েছে। মাত্র তিনমাসের সন্তানকে এভাবে হারিয়ে কেঁদে আকুল মা-বাবা। ঠাকুমার 'নৃশংসতা দেখে ফুঁসছেন প্রতিবেশীরা। শিশুর বাবা অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রাত্রিকালীন কাজ করেন। রাতে শিশুপুত্রকে নিয়ে যাতে একা থাকতে না হয়, তাই গৃহবধূ ময়না বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মাকে শ্বশুরবাড়িতে এনে রেখেছিলেন। রবিবার বিশেষ কাজের জন্য নিজের বাড়ি যান বধূর মা। তাঁর বদলে ময়নাদেবীর শাশুড়ি অর্থাৎ অভিজিবাবুর মাকে নিয়ে আসেন। ঠাকুমার সঙ্গে একরাত ঘুমিয়েছিল ৩ মাসের শিশু। পরের দিনই বিপত্তি ঘটে। মঙ্গলবার ভোরে ময়নাদেবী দেখেন, বিছানায় তাঁর সন্তান নেই। বিছানা ফাঁকা দেখেই তিনি আতঙ্কে চিকার করে ওঠেন। তা শুনে স্থানীয়রা জড়ো হন বাড়ির সামনে। সকলে শিশুকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। প্রায় ঘন্টা দেড় পর এলাকার একটি পুকুরে শিশুর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীযরা। ডোমজুড় থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনমাসের শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীযদের দাবি, শিশুর মা এবং প্রতিবেশীদের চাপের মুখে পড়ে ঠাকুমা স্বীকার করেন যে তিনি নাতিকে জলে ফেলে দিয়েছেন। পুলিশ ঠাকুমাকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে।

## নিউ টাউনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ মঙ্গলবার একটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উল্টে পড়তেই চালক ও পিছনে বসা তরুণী ছিটকে পড়েন রাস্তায়। আর তখনই দ্রুত গতিতে যাওয়া একটি বাসের চাকা তরুণীর একটি হাতের উপর দিয়ে চলে যায়। মঙ্গলবার বেলার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে নিউ টাউনের সিটি সেন্টার ২ শপিং মলের কাছে।

## এসএসসির নবম-দশমের ফলপ্রকাশ, চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর অভিনন্দন বার্তা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করল রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন। গত ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পরীক্ষা। পরীক্ষা গ্রহণের ৭১ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হলো। কমিশনের ওয়েবসাইটে রোল নম্বর দিয়ে লিখিত পরীক্ষার ফল জানতে পারছেন চাকরিপ্রার্থীরা। চলতি মাসের শুরুতেই প্রকাশ হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফল। সেখানে ইন্টারভিউতে ডাক না পেয়ে অনেকেই এই ফলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ফলাফল বা ' কি' নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে দেখা নিয়ে সমস্যা তৈরি হলেও কিছুক্ষণেই তা মিটে যায়। কয়েক লক্ষ মানুষ একসঙ্গে ওয়েবসাইট খুলে ফল দেখার চেষ্টা করছেন বলে এই সমস্যা হচ্ছে বলে প্রাথমিক খবর। তবে রাত ৮টার পর থেকে ফল দেখতে কোনও সমস্যা হয়নি। প্রাথমিক ইন্টারভিউ লিস্ট ও ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত শিডিউল দ্রুত জানিয়ে দেবে কমিশন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে লেখেন, ' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক নির্দেশনায. এবং রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সময়মতো ফল প্রকাশ করায় কমিশনকে সাধুবাদ। চাকরিপ্রার্থীদের কাছে আবেদন সবকিছু স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে হবে। ভরসা রাখুন।'' উল্লেখ্য, এবার মোট ১১টি বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এজন্য শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ২৩,২১২টি। যদিও পরে সেই আসন বাড়বে বলে জানা গিয়েছে। কমিশন আগেই জানিয়েছিল, যেহেতু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শূন্যপদের আসনের সংখ্যা কম, তাই আগে সেখানে ভেরিফিকেশন শেষ করা হবে। সেই মতোই ৪ ডিসেম্বর একাদশ ও দ্বাদশের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হলে তারপর নবম-দশমের নিয়োগের জন্য ভেরিফিকেশন শুরু হবে। শূন্যপদের সংখ্যা বাড়ানো হলে, সেই তথ্যও ইন্টারভিউ ও নথি যাচাইয়ের আগে জানিযে. দেওযা. হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। অন্যদিকে, ' শিক্ষক-শিক্ষিকা দাবি করা আন্দোলনকারীদের অনেকে জানান, একাদশ-দ্বাদশের মতো নবম-দশমের তালিকাতেও তাঁরা জায়গা পাননি। তাঁদের অভিযোগ, আন্দে ালনকারীদের দাবি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বোনাস দেওয়ায় নতুন পরীক্ষার্থীদের অনেকেই পিছিয়ে পড়েছেন।

## আইসিএআই-এর ইআইআরসি কলকাতায় ঐতিহাসিক ৫০তম আঞ্চলিক সম্মেলন রেকর্ড অংশগ্রহণের সাক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর ঃ দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়ার (আইসিএআই) পূর্ব ভারত আঞ্চলিক পরিষদ (ইআইআরসি) কলকাতায় তাদের ঐতিহাসিক ৫০তম (সুবর্ণজয়ন্তী) আঞ্চলিক সম্মেলন উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করেছে। এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চোখ-নীতিশাস্ত্র, যুব, ক্ষমতায়ন এই মূল ভাবনার ওপর ভিত্তি করে, যেখানে পেশার প্রতি নৈতিক অঙ্গীকার, তরুণ পেশাজীবীদের ক্রমবর্ধমান অবদান এবং সদস্যদের ধারাবাহিক ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন বিভাগের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী হরি মোহন বাঙ্গুর, চেয়ারম্যান, শ্রী সিমেন্ট লিমিটেড। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএ চরণজোত সিং নন্দ, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইসিএআই, সিএ প্রসন্ন কুমার ডি, মাননীয় ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আইসিএআই-এর পাস্ট প্রেসিডেন্ট গণ, পূর্ব অঞ্চলের প্রাক্তন চেয়ারপারসন এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যরা। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আইসিএআই-এর মাননীয় প্রেসিডেন্ট সিএ চরণজোত সিং নন্দা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, কলকাতায় রেকর্ড ৪,৫০০-এরও বেশি সদস্যের অংশগ্রহণ ইআইআরসি-র ইতিহাসে নজিরবিহীন। এ জন্য তিনি ইআইআরসি-র চেয়ারম্যান সিএ বিষ্ণু কুমার তুলসিয়ান ও তার দলকে অভিনন্দন জানান। সিএ নন্দা জোর

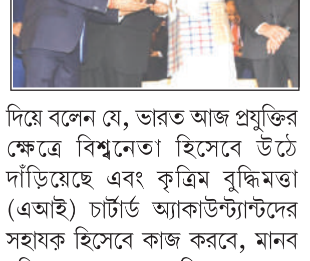

দিয়ে বলেন যে, ভারত আজ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হিসেবে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে, মানব বুদ্ধিমত্তাকে কখন ও প্রতিস্থাপন করবে না। তিনি জানান যে আইসিএআই ইতিমধ্যে ৩০,০০০ সদস্যকে এআই -এ প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ এআই কোর্স আউরা চালু করেছে। ভারতের বাইরে সদস্য ও শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হচ্ছে। পেশার অন্তর্ভু ক্তিঃ তুলে ধরে প্রেসিডেন্ট নন্দা আরও জানান সিএ পেশা মহিলাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ভারতে প্রতি তৃতীয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট একজন মহিলা, এবং সিএ কোর্সে বর্তমানে ৪৪ শিক্ষার্থী নারী। আইসিএআই বিস্তৃত ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কর্মসূচির মাধ্যমে দেশজুড়ে বাণিজ্য শিক্ষার প্রসার অব্যাহত আছে। তিনি জানান, আইসিএআই আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের সঙ্গে নিজেকে সামঞ্জস্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইসিএআই সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, যা বিকশিত ভারত-এর অগ্রযাত্রাকে সমর্থন করে। আইসিএআই প্রতি বছর প্রাক-বাজেট ও বাজেট-পরবর্তী স্মারকলিপি তৈরি করে, যা জাতীয. উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও ফোকাস ক্ষেত্র চিহ্নিত করে। প্রেসিডেন্ট আরও জানান, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় অনুযায়ী ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা এখন আয়কর আপিল ট্রাইব্যুনাল (আইটিএটি)-এর সদস্য (অ্যাকাউন্ট্যান্ট মেম্বার) হিসেবে নিয়োগযোগ্য, যা তাদেরকে এই ক্ষেত্রে আইনজীবীদের সমতুল্য মর্যাদা দেয়। ইআইআরসি-এর এই সুবর্ণ জয়ন্তী আঞ্চলিক সম্মেলনটি ছিল (ইউএনএফসিসিসি) প্রত্যয়িত কার্বন-নিরপেক্ষ অনুষ্ঠান। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও সমান্তরাল অধিবেশন পরিচালনা করেন, যেখানে সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন।

## শহরের একাধিক হোটেলে খুন, 'সারপ্রাইজ চেকিং'-এর নির্দেশ লালবাজারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ শহরের সব হোটেলে পুলিশের 'সারপ্রাইজ চেকিং', বোর্ডারের পরিচয়পত্র পরীক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ বাধ্যতামূলক, পরিচয়পত্রের ছবি ও চেহারার মিল খতিয়ে দেখবেন পুলিশ। লালবাজারের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি থানার ওসিকে এই পদক্ষেপ নিতে হবে। সূত্রের খবর, ক্রমে জেলার সদরগুলির হোটেল কর্তৃপক্ষও যাতে এভাবে পরীক্ষা চালায়, তার জন্য কড়া হচ্ছে রাজ্য পুলিশও। এদিকে, লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, পর পর কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট ও কসবায় হোটেলের ঘরের ভিতর খুনের ঘটনা ঘটেছে। তারই জেরে রবিবার লালবাজারের কর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার

## রিসোল টায়ার, ভাঙাচোরা সিট- প্রতিদিনই মৃত্যুর পথে স্কুলপথের শিশুরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া, ২৫ নভেম্বর ঃ উলুবেড়িয়ার ঘটনায় তিন খুদে স্কুলছাত্রের মৃত্যুতে কেঁপে উঠেছে রাজ্য। কিন্তু প্রশাসন কিংবা অভিভাবক-কেউই কি সত্যিই শিক্ষা নিলেন? সোমবারের সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরও সকাল-বিকেলের স্কুলপথে চলতে থাকা বহু পুলকারের চেহারা দেখে তা মনে হয় না। রাস্তায় বেরোলে চোখে পড়ে এমন সব যান, যার অবস্থা দেখলে মনে হয়- এ যেন মৃত্যুকে হাতে করে দৌড়নো! রিসোল টায়ার, ভাঙা ইন্ডিকেটর, ছিঁড়ে যাওয়া সিট, কোথাও জানলার কাচ নেই, কোথাও গাড়ির ভিতরেই শোচনীয় অবস্থা। অথচ সেই গাড়িতেই পাঁচজনের জায়গায় বসানো হচ্ছে ৮-৯ জন পড়ুয়াকে।

শহর কলকাতা থেকে শুরু করে শহরতলি-সব জায়গাতেই চলছে একই ছবি। বিশেষ করে কলকাতার মধ্যেই ব্যক্তিগত নাম্বারপ্লেটের গাড়িকে পুলকারে পরিণত করে ছোটানো হচ্ছে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে। নিয়ম কানুন, নিরাপত্তা মানদণ্ড, সিএফ বা দূষণ পরীক্ষার কাগজ-সবই নেই, অথচ প্রতিদিনই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই গাড়িগুলি। সোমবার বিকেলে উলুবেড়িয়ায় একটি পুলকার উল্টে যায়। মুহূর্তের মধ্যে নিথর হয় তিনটি ছোট্ট প্রাণ। কয়েকজন আহতও হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়িটিতে চালক অতিরিক্ত গতি তুলেছিলেন এবং গাড়ির অবস্থাও ছিল না।বা। ঠিক এই ঘটনার জেরে ফের উঠে এসেছে বহুদিনের প্রশ্ন-শিশুদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে পুলকার সত্যিই কতটা নিরাপদ? উলুবেড়িয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও হুগলির পোলবায় এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল ঠিক একইভাবে। সেই ঘটনার পর পরিবহন দপ্তর কিছুটা সচেতন হয়, মেয়াদবিহীন বা বেআইনি পুলকার ধরপাক।ও শুরু হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই সেই নজরদারি থেমে যায়। রাস্তায় ফের ফিরে আসে আগের সেই বেহাল গাড়িগুলো।

পরিবহন দপ্তর পুলকারের জন্য একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করেছে। কোথায় কতজন ছাত্র বহন করা যাবে, গাড়ির অবস্থার মান, সিএফ সার্টিফিকেট, প্রয়োজনীয় ফিটনেস-সবই নিয়মে বাঁধা। কিন্তু বাস্তবে তা মানা হচ্ছে কোথায়? পুলকারের মালিকদের যুক্তি, বেশি ধরপাক। হলে অভিভাবকরা অসুবিধায় পড়েন। অনেক অভিভাবকই নাকি পুলিশকে বলেন, যদি গাড়ি বন্ধ করে দেন, তবে আমাদের ছোট বাচ্চারা স্কুলে যাবে কীভাবে? ফলে আইন ভাঙা গাড়ি দিনের পর দিন চলতে থাকে পুলিশের নাকের ডগায়। অভিভাবকদের একাংশও দোষ এড়াতে পারেন না। তাদের মতে, দুর্ঘটনার সময় সবাই উত্তেজিত হন, কিন্তু কিছুদিন পর সব ভুলে যায়। ফলে কোনও গাইডলাইনই আর বাস্তবায়ন হয় না। এ এক চক্র ভাঙা যায় না। কলকাতার রাস্তায় নজর দিলেই দেখা যায় ব্যক্তিগত নম্বরের গাড়ি-যার কোনও অনুমোদন নেই-চালক তা পুলকারে পরিণত করেছেন। অনেক গাড়ির মালিক সিএফ করানোর ঝামেলায় যেতে চান না, দূষণ পরীক্ষার কাগজও নেই। তবুও স্কুল থেকে স্কুল, পাড়ায় পাড়ায় ছাত্র বহন করা চলছেই। অভিযোগ, পুলিশের একাংশ এই বেআইনি কার্যকলাপ দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকে। গাড়ির ভিতর যথেষ্ট জায়গা নেই, সিট ছেঁড়া, রিসোল টায়ারের উপর গাড়ি ভরসা করে চলছে-শিশুদের জন্য এর থেকে বড় বিপদ আর কী হতে পারে? তবুও কোনও নজরদারি নেই বললেই চলে। জেলার চিত্র আরও উদ্বেগজনক। কোথাও লজঝড়ে ছোট বাস, কোথাও পঙ্গু হয়ে যাওয়া চারচাকার ভ্যান, ম্যাজিক কার-কি নেই সেই তালিকায়! বাচ্চাদের স্কুলযাত্রা যেন হয়ে উঠেছে প্রতিদিনের ' রুলেট'। কখন কোথায় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে, কেউ জানে না। তবুও প্রশাসনের উদ্যোগ নেই। কুশংখুষ, সব নজরের সামনে হয়েও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। জেলার বহু জায়গায় দেখা যায় ৭ সিটের গাড়িতে ১২-১৫ জন ছাত্রকে গাদাগাদি করে তোলা হচ্ছে। শিশুদের শ্বাস নেওয়ার জায়গা নেই, নিরাপত্তার তো প্রশ্নই ওঠে না।

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Exe. Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work :-
**NIT No. : APAS/104/150/90/02/011/25-26**
Name of work : **Renovation of road with under ground facility and other allied works at Ajanta Road in Ward No.104.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.3,83,222.22.** Earnest Money : **Rs.7,700.00.** Time of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **22.12.2025 upto 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **24.12.2025 at 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 from 5 p.m.** from **https://etender.nic.in**

The **Exe. Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-

**1. NIT No. : EEC/081/107/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of road surface including footpath near 32/1, 36, H28, Block-H, New Alipore, etc. in Ward No.81, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/4/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,20,696.49.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Time of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **12.12.2025 - 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **15.12.2025 - 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 from 5 p.m.**

**2. NIT No. : EEC/081/108/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of road surface including passage near, 10/D, 1/1, 11/D, Sahapur Colony etc. in Ward No.81, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/12/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,18,738.52.** Earnest Money : **Rs.4,400.00.** Time of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **20.12.2025 - 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **22.12.2025 - 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **25.11.2025 from 5 p.m.**

**3. NIT No. : X/096/42/2025-2026/APAS**
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near A/108, A/105, A/106, A/117 Baghajatin in Ward-096, Br-X APAS ID : APAS /01/150/243/0002.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,31,697.24.** Earnest Money : **Rs.4,635.00.** Time of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **22.12.2025 - 3 p.m.** Date and Time of Opening of Bid : **24.12.2025 - 3 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 from 5 p.m.**

**4. NIT No. : X/096/36/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of sewerage system near 2/6, 2/7A, 2/22 Bijoygarh etc. Ward-096, Br-X APAS ID - APAS/01/150/239/0001.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,64,249.31.** Earnest Money : **Rs.5,300.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**5. NIT No. : X/096/40/2025-2026/APAS**
Name of work : **Maintenance of drainage system with allied work near 10/95 Bijoygarh etc. in Ward-096, Br-X. (APAS ID - APAS/01/150/221/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,380.72.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Time of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **20.12.2025 - 3 p.m. (for Sl.No.4 & 5).** Date and Time of Opening of Bid : **23.12.2025 - 3 p.m. (for Sl.No.4 & 5).** The Bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.4 & 5).**

**6. NIT No. : X/095/049/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of passage near 1/114, 1/122 Azadgarh etc. in Ward No.95, Br-X (Scheme ID-APAS/01/152/58/0003).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,79,354.68.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.** Time of Completion : **30 Days.**

**7. NIT No. : X/095/050/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of passage near 3/118A, 3/141, 3/148 Azadgarh etc. in Ward No-95, Br-X (Scheme ID-APAS/01/152/57/0004).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,49,892.25.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Time of Completion : **30 Days.**

**8. NIT No. : X/095/051/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repairing of passage near 3/9, 3/43, 3/68 Azadgarh etc. in Ward No.95, Br-X (Scheme ID-APAS/01/152/56/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,89,965.80.** Earnest Money : **Rs.5,800.00.** Time of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **20.12.2025 - 12 noon (for Sl.No. 6 to 8).** Date and Time of Opening of Bid : **23.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.6 to 8).** The Bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.6 to 8).**

**9. NIT No. : EEC/081/109/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of road surface including passage near 288, 15/1, BL-J, Sahapur East etc. in Ward No.81, Br-X. (Scheme ID - APAS/01/160/11/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,05,275.86.** Earnest Money : **Rs.4,200.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**10. NIT No. : EEC/081/112/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of road surface including passage near 11B, 11N, B.L Ganguly Lane etc. in Ward No.81, Br-X. (Scheme ID - APAS/01/160/51/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,12,745.93.** Earnest Money : **Rs.8,300.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**11. NIT No. : EEC/092/060/2025-2026/APAS**
Name of work : **Levelling of road surface near Premise No.27D, 24/A, 87/2 Tanupukur Road etc. in Ward No.092, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/149/205/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,09,915.77.** Earnest Money : **Rs.4,200.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**12. NIT No. : EEC/092/65/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of existing drainage system including desilting near Premises No.5B/1, 5C/2, 7/2 Telipara Lane etc. in Ward No.092, Br-X (Scheme ID-APAS/01/149/201/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,24,256.68.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**13. NIT No. : EEC/092/066/2025-2026/APAS**
Name of work : **Levelling of road surface near Premise No.10/1, 12A, 12G Telipara Lane etc. in Ward No.092, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/149/202/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,95,187.19.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**14. NIT No. : EEC/092/067/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of existing drainage system including cleaning near Premises No. 15F, 9B/1F, 15L Telipara Lane etc. in Ward No.092, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/149/202/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,18,164.98.** Earnest Money : **Rs.4,400.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**15. NIT No. : EEC/093/224/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of Uttaran passage near Prem. No.49B, 48/1, 49C etc. Gobindapur Road in Ward No.093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/224/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,97,612.67.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**16. NIT No. : EEC/093/226/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of Uttaran passage near Prem. No.60,62, 55 etc. Gobindapur Road in Ward No.093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/226/0001).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.3,47,779.15.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**17. NIT No. : EEC/093/236/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of footpath near Prem.No.1/58, 133, 131 etc. Jodhpur Park in Ward No.093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/236/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,96,765.52.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**18. NIT No. : EEC/093/238/2025-2026/APAS**
Name of work : **Mending of footpath near Prem.No.168, 181, 263 etc. Jodhpur Park in Ward No.093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/238/0002).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,97,338.96.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**19. NIT No. : EEC/093/240/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of Uttaran passage near Prem.No.68, 74B/1C etc. Rahim Ostagar Road in Ward No.093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/240/0003).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,98,383.82.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **45 Days.**

**20. NIT No. : EEC/093/241/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of Uttaran passage near Prem.No.73, 66, 74B/1, 74/1 etc. Rahim Ostagar Road in Ward No.093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/241/0003).** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,96,822.73.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **22.12.2025 - 12 noon (for Sl.No.9 to 20).** Date and Time of Opening of Bid : **24.12.2025 - 12 noon (for Sl.No. 9 to 20).** The Bid forms and other details are available on and from **25.11.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.9 to 20).** The website **https://etender.nic.in (for Sl.No.1 to 20).**

**1503/ 25-26**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৬২, সংখ্যা, বুধবার ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

## বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ দত্ত

নগেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলার অগ্নিশিখা। ভারতজুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে স্বাধীনতার আগুন। দেশমাতৃকার মুক্তির ডাক কানে বাজলেই কিশোর হৃদয়েও ঝড় ওঠে। এমনই অদম্য সাহস আর অটল সংকল্প নিয়ে ইতিহাসের মাটি থেকে উঠে এসেছিলেন ভোজপুর-শ্রীহট্টের এক নির্ভীক যুবক;যিনি 'গিরিজাবাবু' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবীদের গোপন জগতে। বাল্যবয়সেই বন্দুকের শব্দ তার কাছে ছিল খেলনার মতো, আর ইংরেজদের অত্যাচার ছিল তাঁর ধমনীতে আগুন ছড়ানো চ্যালেঞ্জ। ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ছিলেন সুনামগঞ্জের নামজাদা উকিল;বুদ্ধি, শৃঙ্খলা আর দেশপ্রেমের মিশেলে যাঁর কাছে ছেলের মনে জেগেছিল বিদ্রোহের বীজ। ছোটবেলায় ব্রিটিশদের কাজকর্ম তাকে আকৃষ্ট করলেও, শীঘ্রই সেই আকর্ষণ পরিণত হয় প্রতিরোধে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে পিতার কাছেই শেখেন বন্দুক চালানো; সাহস তখন এমন পর্যায়ে যে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে রিভলভার চালানোর অনুশীলনে নিজের উরুতেই লাগে গুলি। রক্ত ঝরে, ব্যথা ওঠে, কিন্তু মনোবল একটুও টলে না। সুনামগঞ্জে আইন পড়তে পড়তেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে নিজের গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন আলাদা শাখা;যেন এক কিশোর জেগে উঠেছে দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রহরী হয়ে। ১৯০৮ সালে পুলিন দাস গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হলে অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব আরও ভর করেন নগেন্দ্রনাথের কাঁধে। তিনি হয়ে ওঠেন প্রধান কার্যকর্তাদের একজন। স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশী ডাকাতির পথ বেছে নেন;ইংরেজি শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল এই প্রতিশোধের শপথ। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়া, সংগঠন বিস্তার এবং বিপ্লবীদের রক্ষা ছিল তার নিরলস কাজ। মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তিনি উত্তর ভারতজুড়ে বিপ্লবী সংগঠন জোরদার করতেন। পরে বসু দেশত্যাগ করলে সংগঠন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়;কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তখন সিংহহৃদয় নিয়ে বিপ্লবীদের একত্র করার লড়াই চালিয়ে যান প্রাণপণে। ১৯১৫ সালে তিনি বেনারস ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেন;যা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম দুর্ধষ অধ্যায়। এই ষড়যন্ত্রের সূত্র ধরে সেই বছরই ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাকে। বিচার শেষ হতে না হতেই শুনতে হয় নির্মম রায়;যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু শৃঙ্খল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। চার বছর কারাগারে যে অমানবিক নির্যাতন চলে, তার প্রতিবাদে তিনি অন্নজল ত্যাগ করেন; শরীর ক্ষয়ে যেতে থাকে, অথচ মনোবল থাকে অটুট। আগ্রা জেলের নোংরা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে তিনি আক্রান্ত হন আমাশয় রোগে। চিকিৎসার নাম করে যে সামান্য যত্ন দেওয়ার কথা, তা পর্যন্ত পাননি;যেন মৃত্যুকেই তাঁকে ধীরে ধীরে টেনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে, ১৯১৮ সালে মাত্র বিশের কোঠাতেই নিভে যায় এক উজ্জ্বল বিপ্লবীর জীবন। চিকিৎসার অভাবে, অবহেলার শৃঙ্খলে, অথচ বুকভরা দেশপ্রেমের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে রেখে চলে যান নগেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর মৃত্যু ছিল কষ্টের, কিন্তু তাতে লুকিয়ে ছিল এক অশেষ মাধুর্য;দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার গর্ব, স্বাধীনতার জন্য অটল ত্যাগ। নগেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হয়তো ততটা আলোচিত নাম নন;কিন্তু তিনি যে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, তা যুগে যুগে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তার বেদনা, তার মমতা, তার শপথ আর অদম্য সাহস আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায়, শোনায় এক তরুণ বিপ্লবীর অমলিন প্রতিজ্ঞার গল্প। এই রকম কত বিপ্লবীদের কারগারে প্রাণ গিয়েছে তা সবারই অজানা থেকেছে।

## রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সায়গল

জন্মসুত্রে বাঙালি না হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমাদের তুলনায় কম ভালবাসেন নি। সায়গল তখন হিন্দি,বাংলা গানে সারা ভারত জয় করেছেন কিন্তু হৃদয়ে দুর্বার বাসনা রবীন্দ্র সংগীত গাইবেন। প্রায়ই দুঃখ করে কাননদেবীকে বলতেন পঙ্কজদাকে কত করে বলেছি আমায় দিয়ে একটা রবীন্দ্রসংগীত খাওয়াতে কিন্তু তাঁর কোনও গা নেই। জানি না এ জীবনে আর কোনওদিন রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার সুযোগ হবে কি না! সায়গল অবশ্য তাঁর সেই নিষ্ঠার পুরস্কার পেয়েছেন নিজের জীবদ্দশায়। রবীন্দ্র সংগীত তখন নিজে অ্যাপ্রুভ করতেন রবীন্দ্রনাথ। স্যাম্পেল কপি শুনে তিনি প্রশান্ত মহলানবীশের ভাই প্রফুল্ল মহলানবিশকে বললেন, হ্যাঁরে বুলা এই গানগুলো কি সেই ছেলেটি গেয়েছে? গলা শুনে আমার যেন তাই মনে হচ্ছে? প্রিয়পাত্র বুলা জানতে চাইলেন, কার কথা বলছেন! বছর দুয়েক আগে যাঁর গান শুনেছিলাম, অবাঙালি ছেলেটি যে গান গেয়েছে আমাদের দেশের ছেলেরা কই তেমনটি ত পারে না! পঙ্কজ মল্লিকের কানে যায়,এমনিই তাঁর সায়গলের উপর অপত্যস্নেহ। হেসে হেসে বলতেন - সায়গল তোর জন্য রবীন্দ্রসংগীত আমি ফিল্মে দেবই দেব। তোর শিল্পী সত্তা দিয়ে রবীন্দ্র সংগীতের যে রূপ ফোটাবি কোনও বাঙালি তা ভুলতে পারবে না। কারণ না জেনে না বুঝে তুই রবীন্দ্রনাথের গানকে এমন ভালবেসেছিস।' ' দেবদাস ' ছবিতে পুরো রবীন্দ্রসংগীত নয় কবির গানের একটি লাইন ব্যবহার করা হয় 'কাহারে যে জুড়াতে চায় দুটি বাহুলতা'। পঙ্কজ মল্লিক ওই গানটি সায়গলকে গাইতে দেন। কিন্তু প্রথমবার খুব একটা খুশি হননি। বরং ক্ষুন্ন হয়ে বলেছিলেন যাই হোক পঙ্কজদা এতদিন পরে যা বা একটু রবি ঠাকুরের গান গাইতে দিল, মন ভরল না। অবশ্য পঙ্কজ মল্লিকের নিষ্ঠা ও সযত্ন শিক্ষায় সায়গল প্রথমবার দুটি রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন 'জীবন - মরণ' চিত্রে। সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত ছিল।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

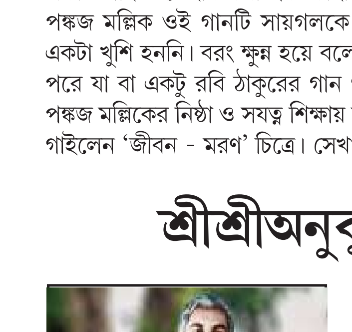

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে।

## নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না।

# 'শোলে' চলচ্চিত্রের ৫০ বছর পূর্তিতে মুম্বইতে 'বাসন্তী' ও 'জয়'-এর সামনে 'বীরু' উধাও

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

শোলে ছবির গানে বার্তা দিয়ে ছিলেন, তাঁদের বন্ধুত্ব অমর। রুপোলি পর্দায় করা সেই প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখলেন 'জয়'। সোমবার বন্ধু 'বীরু' চিরবিদায় নিলেন। ধর্মেন্দ্র দেওলের অন্তিমযাত্রায় অমিতাভ বচ্চন। রাতে লিখলেন, এক অদ্ভুত শূন্যতা! চারপাশের বাতাস যেন কমে গিয়েছে। কখনও পুরস্কার মঞ্চে, কখনও বিনোদনমূলক

অনুষ্ঠানে; রমেশ সিপ্পির 'শোলে' ছবির দুই বন্ধু মুখোমুখি হলেই গাঢ় আলিঙ্গনে একে অপরের আলিঙ্গন। এ বছর সেই ছবির ৫০ বছর। এ বছরেই জুটি ভেঙে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলেন এক 'দোস্ত'। গত সোমবার মধ্যরাতে স্মৃতি হাতড়ে অমিতাভ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, আর এক স্তম্ভ চিরবিদায় নিলেন, জীবনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে। অজস্র কোলাহলের মাঝে এক গভীর নিস্তব্ধতা তৈরি করে গেলেন। বন্ধু বিদায়ের খবর পেয়েই ছেলে অভিষেককে নিয়ে দ্রুত পৌঁছে যান বীরুর কাছে। বন্ধু 'বীরু' অন্তিমশয্যায়। শোকস্তব্ধ 'শাহেনশা' চুপ করে তাকিয়ে দেখেছেন বন্ধুকে। বলেছিলেন, বাঙালি পরিচালকের জন্যই তিনি 'অভিনেতা' ধর্মেন্দ্র । রাতের গভীরতায় তিনি উপলব্ধি করেছেন, ধর্মেন্দ্র শুধুই দীর্ঘদেহী পঞ্জাবি নন, তাঁর মনটাও ছিল আকাশের মতো উদার। পঞ্জাবের এক টুকরো মায়াঘেরা সবুজ, সারল্য আর উষ্ণতা বুকে নিয়ে ঘুরতেন। তাই রুপোলি পর্দার পরাক্রমী নায়কের হাসি শিশুর মতোই সরল। বলিউড আর সেই মাটির গন্ধ পাবে না!

ধর্মেন্দ্রের প্রয়াণ অমিতাভের মনে এক বিরাট শূন্যতা গ্রাস করেছে। তিনি লিখেছেন, এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। ঠিক যে ভাবে 'জয়' আর 'বীরু'র বন্ধুত্ব ফুরোনোর নয়। 'ইয়ে দোস্তি হম নহি তোড়েঙ্গে'...। দুপুরে আচমকাই বলিউডের আকাশে ঘনিয়ে এল কালমেঘ। প্রয়াত ধর্মেন্দ্র! পরিবারের তরফে বিবৃতি প্রকাশ না করা হলেও মুম্বইয়ের ভিলে পার্লে শ্মশানে এদিন কড়া নিরাপত্তা বলয়ে খান -কাপুর, বচ্চনদের উপস্থিতিতে কিংবদন্তি অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার খবর ছড়িয়ে গেল। 'বীরু'কে আলবিদা জানাতে ছেলে অভিষেক বচ্চনকে নিয়ে তড়িঘড়ি শ্মশানে পৌঁছেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। আমির খান, সলমন খানরাও ছুটে আসেন ধর্মেন্দ্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। শেষকৃত্যে বলিউড সেলেবদের জমায়েতের ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল নেটভুবনে। বিধ্বস্ত দেওল পরিবারের পাশে থাকতে বিকেল নাগাদ ভিলে পার্লে শ্মশানে পৌঁছন শাহরুখ খানও।

বিশ্বজিৎ জানান,পঞ্জাবের এক গ্রাম থেকে এসে হিন্দি ছবিতে রাজত্ব করার আখ্যান ধর্মেন্দ্রকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ও তো দিলীপ কুমারকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিল। ধর্মেন্দ্র আর আমি এক বছর আগে-পরে হয়তো অভিনয় করতে আসি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়।"

ধরমের ফার্মহাউজে একসঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছি। শুটিংয়ের সময়ে গরমকালে ওর বাড়ি থেকে ছাস আসত। ধর্মেন্দ্র খোলা মনের মানুষ ছিল। সোজা কথা বলতে ভালবাসত। ওর মনের কথা আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পছন্দ করত। রোম্যান্টিক মানুষ ছিল। টুকটাক সম্পর্কেও জড়িয়েছে। কিন্তু হেমা ওর জীবনে আসার পর ধরমের জীবনটাই বদলে যায়। ধর্মেন্দ্র-হেমার প্রেম তো আমার চোখের সামনেই পরিণতি পেল। 'কহতে হ্যায় মুঝকো রাজা' ছবিতে তো আমি ধর্মেন্দ্র-হেমাকে নির্বাচন করে ছিলাম। তখনও ওদের প্রেম দেখেছি। হেমাকে প্রচণ্ড ভাল বাসত ধরম। শোলের ভালোবাসাই ধর্মেন্দ্র হেমার বিবাহিত জীবন ছিল সুন্দর। যারা শোলে ছবি দেখেছেন তারাই বলতে পারবেন যে ধর্মেন্দ্র বেশি হেমার ওপরে অনুরাগ ছিলেন। তিনি যে কতখানি হেমাকে ভালোবাসতেন তা শোলে পর্দায় ভেসে ওঠে। চলচ্চিত্রের প্রেম বাস্তব জীবনে এসে উপস্থিত হল ধর্মেন্দ্র এবং হেমার মধ্যে।

কথা দিলে কথা রাখতেন ধর্মেন্দ্র। উত্তরবঙ্গে বন্যার ত্রাণ সংগ্রহের জন্য কলকাতায় অনুষ্ঠানে ধর্মেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মেন্দ্র কেওয়াল কৃষ্ণ দেওল (জন্ম ৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫ - ২৪ নভেম্বর ২০২৫), ধর্মেন্দ্র নামে পরিচিত, একজন ভারতীয় অভিনেতা, প্রযোজক এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি মূলত হিন্দি চলচ্চিত্রে তার কাজের জন্য পরিচিত। ধর্মেন্দ্রকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সুদর্শন এবং বাণিজ্যিক ভাবে সফল চলচ্চিত্র তারকাদের একজন হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হত। ৬৫ বছরের কর্মজীবনে, তিনি ৩০০ টিরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন। এছাড়াও হিন্দি চলচ্চিত্রে সর্বাধিক সংখ্যক হিট ছবিতে অভিনয় করার রেকর্ডটি তাঁর দখলে। ধর্মেন্দ্র ১৯৬০ সালে দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রথম ১০৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আয়ে মিলান কি বেলা, ফুল অর পাথর এবং আয়ে দিন বাহার কে-এর মতো চলচ্চিত্রগুলির জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং পরবর্তী বছরগুলিতে আরও বেশি স্টারডম অর্জন করেন, হিন্দি ছবিতে তার বেশ কয়েকটি অন-স্ক্রিন ভূমিকার জন্য ভারতের হি-ম্যান নামে ডাকা হয়। তিনি ১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৮০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সফল হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, যেমন আঁখেন, শিকার, আয়া সাওয়ান ঘুম কে, জীবন মৃত্যু, মেরা গাঁও মেরা দেশ, সীতা অর গীতা, রাজা জানি, জুগনু বাতিয়া, শোয়াড়, জুগনু বাতিয়া, চরস, ধরম বীর, চাচা ভাতিজা, গুলামি, হুকুমত, আগ হি আগ, এলান -ই-জং এবং তাহলকার পাশাপাশি তার কিছু প্রশংসিত অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে আনপাধ, বন্দিনী, হকিকত, অনুপমা, মাজত্য না, মাজত্য না, জামানা, সমাধি, রেশম কি দরি, চুপকে চুপকে, দিল্লাগি, দ্য বার্নিং ট্রেন, গজব, দো দিকায়েন ও হাতিয়ার। ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকে, তিনি পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া, লাইফ ইন এ... মেট্রো, আপনে, জনি গাদ্দার, ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা, রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি এবং তেরি বাতোঁ উল্যাহ্যাঁর মতো বেশ কয়েকটি সফল ও প্রশংসিত চলচ্চিত্রে চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৯৭ সালে, তিনি বলিউডে তার অবদানের জন্য ফিল্মফেয়ার লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পান। তিনি ভারতের ১৫ তম লোকসভার সদস্য ছিলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) থেকে রাজস্থানের বিকানের আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন। ধর্মেন্দ্র প্রকাশ কৌর এবং অভিনেত্রী হেমা মালিনীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ।

জীবনের প্রথমার্ধ ঃ ধর্মেন্দ্র তার বাবা সাথে ধর্মেন্দ্র কেওয়াল কৃষন দেওল ১৯৩৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার নসরালি গ্রামের একটি পাঞ্জাবি জাট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা ছিলেন কেওয়াল এবং মা সতবন্ত কৌর। তাদের আদি বাড়ি লুধিয়ানার পাকহোয়াল তহসিলের রাইকট এলাকার দাঙ্গোঁ গ্রামে। শৈশবের বেশিরভাগ সময় তিনি সাহনেওয়াল গ্রামে কাটান। তিনি লুধিয়ানার লালটন কালাঁ সরকারি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে পড়াশোনা করেন, যেখানে তার বাবা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি ফাগওয়ারা থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন।৩২৪৪ সেই সময় পাঞ্জাবের সব স্কুল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড়ের অধীনে ছিল।

কর্মজীবন, চলচ্চিত্র অভিনেতা ঃ জাতীয়ভাবে ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনে 'নিউ ট্যালেন্ট এ্যাওয়ার্ড' এর আয়োজন করা হয়েছিলো, ধর্মেন্দ্র সেটিতে জিতে পাঞ্জাব থেকে মুম্বই (তখন বম্বে) শহরে আসেন। বলা হয়েছিলো যে তাঁকে একটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য নেওয়া হবে, যদিও কোনো চলচ্চিত্রই তৈরি হয়নি। ১৯৬০ সালের চলচ্চিত্র দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে ছিলো ধর্মেন্দ্র অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র। বয়ফ্রেন্ড (১৯৬১) চলচ্চিত্রে তিনি সহ-ভূমিকায় ছিলেন; ১৯৬০ থেকে '৬৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রেমমূলক চলচ্চিত্রে কাজ করেন ধর্মেন্দ্র। তিনি অভিনেত্রী নূতন এর সঙ্গে সুরত অর সিরাত (১৯৬২), বন্দিনী (১৯৬৩), দিল নে ফির ইয়াদ কিয়া (১৯৬৬) এবং দুলহান এক রাত কি (১৯৬৭) চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। মালা সিনহার সঙ্গে ধর্মেন্দ্র আনপাড় (১৯৬২), পুজা কে ফুল (১৯৬৪), আঁখে এবং বাহারে ফির আয়েগী (১৯৬৬) চলচ্চিত্রে কাজ করেন। ষাটের দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দার সঙ্গে ধর্মেন্দ্র আকাশদ্বীপ এবং সায়রা বানুর সঙ্গে শাদী এবং আয়ে মিলান কি বেল (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ধর্মেন্দ্র। মীনা কুমারীর সঙ্গে ধর্মেন্দ্র একটি সফল চলচ্চিত্র জুটি তৈরি করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাতটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি, এগুলো হলোঃ ম্যাঁ ভি লাড়কি হুঁ (১৯৬৪), কাজল (১৯৬৫), পূর্ণিমা ইত্যাদি।

# ভারতের মুদ্রা প্রচলনের ইতিহাস অবাক করে দেয়

**বিশেষ প্রতিবেদক**

বাংলার প্রাচীন মুদ্রার ইতিহাস। বিনিময়ের জন্য মুদ্রার ব্যবহার একটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির স্পষ্ট নিদর্শন। খ্রিষ্টীয় যুগের বহু আগেই বাংলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল, যা প্রমাণ করে যে প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য, নগরজীবন ও রাজনৈতিক সংগঠন তখনই উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রাচীন বাংলার মুদ্রা ঃ মহাস্থানগড়ের 'গণ্ডক'। মহাস্থানগড়ের শিলালিপিতে 'গণ্ডক' নামে এক ধরনের মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মুদ্রা সোনা না রূপা;তা নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে এটি নিঃসন্দেহে বাংলার নিজস্ব প্রাচীন মুদ্রা। পাশাপাশি পাঞ্চমার্কড কয়েন, কুঁজরী (কাঞ্চন) মুদ্রা, কোট (শাঁখ) মুদ্রা;এসবও বাংলার প্রাচীন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে।

গুপ্ত যুগের মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা (৪র্থ,৬ষ্ঠ শতক) ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উত্তর-বঙ্গে গুপ্ত মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ যুগে প্রধানত স্বর্ণমুদ্রা 'দিনার' এবং রৌপ্যমুদ্রা 'রূপক' লেনদেনে ব্যবহৃত হতো। স্বর্ণ দিনারের ওজন সাধারণত ১১৭;১৪২ মাষ, আর রূপকমুদ্রার ওজন ২২;৩৬ মাষ ছিল। সমসাময়িক লিপি থেকে জানা যায় যে ভূমি-বিক্রয়সহ সরকারি লেনদেনে দিনারের ব্যবহারই ছিল মুখ্য। একটি গুরুত্ব পূর্ণ অর্থনৈতিক অনুপাতও লিপিতে পাওয়া যায়;১৬ রূপক ১ দিনার। আশ্চর্যজনকভাবে এ সময় রূপার মূল্য সোনার তুলনায় তুলনামূলক বেশি ছিল, সম্ভবত রূপোর ঘাটতি বা রূপ্যমুদ্রার মানহ্রাসের কারণে। গুপ্ত যুগে কড়ি ছিল সর্বনিম্ন বিনিময় -একক, এবং লক্ষণীয়ভাবে এই কড়ি-ব্যবস্থা বাংলায় ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। গুপ্ত-পরবর্তী ও পাল যুগের মুদ্রা ঃ গুপ্ত যুগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে স্বর্ণমুদ্রার মান দ্রুত কমে যেতে থাকে। রৌপ্যমুদ্রার মানও দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে উচ্চমানের ধাতব মুদ্রা ব্যবহার ক্রমশ কমতে থাকে। পাল যুগে রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন থাকলেও এগুলোর মান ছিল নিকৃষ্ট এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমিত। ধর্মপালের মহাবোধি লিপিতে 'দ্রম্ম' নামে রৌপ্যমুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার বিনিময়মান ছিল; ১৬ দ্রম্ম, ১ নিষ্ক, ১ দিনার। তবে সামগ্রিকভাবে পাল যুগে মূল্যবান ধাতুর অভাব এবং দুর্বল মুদ্রানীতি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। সেন যুগের মুদ্রা সংকট (১১,১২ শতক) ঃসেন যুগে এসে বাংলার মুদ্রা পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নেয়। উল্লেখ যোগ্য বিষয় হলো;এই যুগ থেকে একটিও স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা উদ্ধার হয়নি। কার্যকর মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ছিল শুধু কড়ি, যা নিম্ন মুল্যের দৈনন্দিন লেনদেনের একক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। লিপিতে 'পুরাণ' বা 'কপর্দক পুরাণ' নামে একটি উচ্চমূল্যের রৌপ্যমুদ্রার উল্লেখ পাওয়া গেলেও আজ পর্যন্ত এর একটি নমুনাও আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে বিদ্বানদের ধারণা 'পুরাণ' বাস্তব কোনও ধাতব মুদ্রা ছিল না, বরং নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়ির সমমূল্যের একটি হিসাবনিকাশের একক, অর্থাৎ উচ্চমানের লেনদেনে ব্যবহৃত কল্পিত রৌপ্যমান। তাই সেন যুগে কার্যত সমগ্র সমাজে মুদ্রা হিসেবে টিকে ছিল কেবল কড়ি, আর বড় লেনদেনে 'পুরাণ' ছিল শুধু মান নির্ধারণের এক প্রকার গাণিতিক একক। মুসলিম শাসনামলে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ মুসলিম শাসনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার মুদ্রাব্যবস্থায় একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন আসে। দিল্লি সুলতানি প্রশাসনের অধীনে বাংলা একটি সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক মুদ্রানীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। এই সময় স্বর্ণ 'দিনার' খুব বেশি প্রচলিত না হলেও রৌপ্য 'টঙ্কা' ছিল লেনদেনের মূল ভিত্তি। পাশাপাশি তামার 'জিতাল' সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাজারে ব্যবহৃত হতো। দিল্লির সুলতান মোহাম্মদ -বিন-তুঘলক তাম্রের উপর ভিত্তি করে টোকেন কারেন্সি চালুর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জাল মুদ্রার ব্যাপক ছড়াছড়ির কারণে পরীক্ষাটি ব্যর্থ হয় এবং ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।

১৩৩৮ সালে স্বাধীন সুলতানি বাংলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাব্যবস্থায় শুরু হয় বাংলার স্বর্ণযুগ। বাংলা তখন নিজস্ব টাক শালে নিজস্ব মুদ্রা তৈরি করতে থাকে। এই যুগে রৌপ্য টঙ্কা ছিল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মুদ্রা, যার ওজন সাধারণত ১০.৫ থেকে ১১ গ্রামের মধ্যে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে তামা বা 'গণা'/'তাম্বা' ছিল সহজলভ্য মুদ্রা, যা কৃষিজ লেনদেন ও ক্ষুদ্র বেচাকেনার ভিত্তি গড়ে দেয়। যদিও স্বর্ণমুদ্রা সীমিত ছিল, তা মূলত রাজকীয় ও আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এ যুগের মুদ্রায় শাসকের নাম, হিজরি সন এবং ধর্মীয় বাক্য খোদাই করা থাকত। হোসেন শাহ বা নাসিরউদ্দিন মাহ মুদ শাহের মুদ্রা শিল্পমান, নকশা এবং সৌন্দর্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

মুঘল আমলে বাংলাসহ গোটা ভারতে অত্যন্ত মানানসই ও কেন্দ্রীভূত মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। শেরশাহ সূর প্রবর্তিত 'রূপিয়া' এই সময়ে সর্বভারতীয় মানসম্মত রৌপ্য মুদ্রায় পরিণত হয়, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে লেনদেনের ভিত্তি হয়ে থাকে। উচ্চমূল্যের লেনদেনে ব্যবহৃত স্বর্ণ 'মোহর' এবং সাধারণ বাজারে ব্যবহৃত তামার 'দাম' বা 'ফালুস' একত্রে বাংলার বাণিজ্যিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

# কলকাতার সেকালের বিবাহ বাড়িতে ভুড়িভোজ

**নটু বিহারী দত্ত**

চারিদিকে বিয়ের মরসুম। সেকালের বাঙালির বিয়েতে অবশ্য রকমসকম একটু আলাদা ছিল। একে তো কৌলিন্য প্রথার জন্য বাংলাদেশে এক বিচিত্র সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কুলীন মেয়েদের বর যোগাড় করা কেমন কঠিন হয়ে গেছিল, ঠিক তেমনই কঠিন ছিল অকুলীনের সমান ঘরের মেয়ে পাওয়া। টাকায় সব কিছু জাস্টিফাই করে। ফলে অকুলীনরা মোটা টাকা বা পণ দিয়ে

স্ত্রী কিংবা স্বামী জোগাড় করতেন। উনিশ শতকে বরপণের মত কন্যা পণ -ও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। এই সম্বন্ধ রীতিমত সাক্ষীসাবুদ রেখে রাজদরবারে তৈরি করা হত। পরে এর নামই হয় পাকা দেখা। এই সময় যারা সাক্ষী থাকতেন তাদের খাওয়ানোর রীতি ছিল। ধীরে ধীরে সেটাই আকার আয়তনে বেড়ে বিয়ে বাড়ির ভোজের রূপ নেয়।

সবাই যে বিয়ে বাড়িতে খাওয়াতেন তা না। খন্যান গ্রামের নিস্তারিণীর বিয়ের খবর দেখি শুধুমাত্র বিয়ের দিন যারা বাসর জাগবে তাদের ভাত, ব্যাঞ্জন, শুকতো, ডালনা, মাছের ঝোল খাওয়ানো হইল। অন্য লোকজন বরযাত্রী কন্যা যাত্রীদের খাওয়ানো হইত না, তবে বরের অভিভাবককে খাওয়ানোর নিয়ম ছিল। নিস্তারিণীর দাদার বিয়েতে অবশ্য পাড়ার সবাইকে চিঁড়ে মুড়ি খাইয়েছিলেন তারা।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙালি বিয়ের ভোজের বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায়। এই সময় বিয়ে বাড়ির প্রধান ভোজ হিসেবে থাকতো ফলাহার। যার প্রধান উপকরন ছিল দই,চিড়ে,ঘি,কাঠালি কলা,আম,বাতাসা,মন্ডা ইত্যাদি। সেই সময়ের ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতের রান্না করা খাবার না খেলেও বিবাহ অনুষ্ঠানে বসেই মূলত ফলাহার করতো মরশুমি ফল এবং তার পরিমান ও উৎকৃষ্ট দধির উপর নির্ভর করতো গৃহস্থের মান মর্যাদা। বরযাত্রীদের জন্য থাকতো বিশেষ ধরনের মিষ্টি। যদিও তা ছানা থেকে তৈরি হওয়া মিষ্টি নয়,তৈরি হত প্রধানত ময়দা,দুধ ও বাতাসা দিয়ে। যদিও এই সময়ও বেশ কিছু বড়লোক বাঙালির বাড়ির বিয়েতে প্রচলিত নিয়ম বর্হিভূত ভাবে নিরা মিষ খাবারের ব্যবহারও শুরু হয়েছিল। ১৮২২ সালে এক সদগোপের ছেলের বিয়েতে মোট খরচ হয়েছিল চল্লিশ টাকা চার আনা। এর মধ্যে ছয় টাকা দশ আনা খরচ হয় ভোজের জন্য। পোলাও রাঁধতে খরচ হয়েছিল ন'আনা আর বারো সের মাছের দাম পড়েছিল সোয়া পাঁচ আনা।

১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলায় ময়দার প্রচলন শুরু হয় এবং সেই সাথেই পরিবর্তিত হয় বিয়ে বাড়ির মেনু। মহেন্দ্র দত্ত লিখছেন আমাদের ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি যে লুচির ব্যবহার বে-র রাত্রে, কিন্তু কাজে ভাতের ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে কলাপাতায় বড় বড় লুচি দিত আর আলুনী কুমড়ার হুক্কা ; বড় সুন্দর হইত এবং কলাপাতার এক কোণে একটু শুন দিত। সে রান্নাটা এখনও বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে সে রকম রান্নার পাকা হাত আর নেই। এখনকার কুমড়ার ঘণ্ট যেন রাবিশ। যাঁহারা সেই আলুনী কুমড়ার ছক্কা খাইয়াছেন তাঁহারা জানেন । তাহার পর খুরি সরা বাহির হইত অর্থাৎ কচুরি, যাহাকে কর্ম বাড়ির কচুরি বলিত, বাজারের নয়। সেটা উঠে গেছে। কড়াই ডালের পুরে আদা মৌরী দিয়ে কচুরি, নিমকি, খাজা, চৌকা গজা, মতিচুর এইসব সরাতে থাকিত। খাজা তখন খাবারের ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল আর খুরি করে চার রকমের সন্দেশ থাকিত (তিন রকম ব্যবহার হইত না )। তাহার পর ক্ষীর, দৈ বাহির হইত। তখন রাবড়ি উঠেনি। রাবড়ির প্রচলন লক্ষ্ণৌতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে কলিকাতায় আসিয়াছে। রসগোল্লা, তিলকুট তখনও হয় নাই। ১৮৭৩ বা ১৮৭৪ সালে প্রথম রসগোল্লা হয় এবং তিলকুটও সেই সময়কার। আম সন্দেশ, কামরাঙ্গা সন্দেশও প্রায় ঐ সময়েই হয়। আগে ছিল আতা সন্দেশ ও মণ্ডা এবং পেনেটির গুপো সন্দেশ বড় বিখ্যাত ছিল। সেটা দেখতে ছিল দুখানা ফেণী বাতাসা একসঙ্গে জোড় করার মত । তখনকার দিনে গুপো সন্দেশের খুব নাম ছিল, এখন উহা উঠিয়া গিয়াছেদ। শেষপাতে আসতো দই ও ক্ষীর।

তবে কলিকাতার ইতিবৃত্তের লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর বন্ধুর পিসির বিয়ের এক মজার বর্ননা দিয়েছেন। সে বিয়েতে বরযাত্রীর জন্য লুচি চিনির ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্যত্র সচরাচর দই চিঁড়েই দেওয়া হত। লুচি চিনি দেখে বরযাত্রীরা কোথায় আনন্দ পাবে, তা না অযথা সেই চিনির অপচয় করতে লাগলেন। কেউ সেই চিনি নিয়ে আসনের নিচে রাখছেন, কেউ জলে গুলে খাচ্ছেন, কেউ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই। কন্যা কর্তার চিনি খাওয়ানোর দর্পচূর্ণ করা। কন্যা কর্তাও কম বুদ্ধিমান নন। এদিকে কন্যাকর্তা এই অত্যাচার দেখিয়া আট-দশটা বস্তা মাটি পূর্ণ করিয়া মুখ সিলাই করাইলেন, বাহিরে আসিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেন এক-একটা ধামা করিয়া চিনি আনিতেছ, গোটাকতক বস্তা আনিয়া উঠানে ফেল। অমনি মাটির বস্তাগুলি আসিয়া পড়িল, তৎসঙ্গে একটি চিনির বস্তাও ছিল। অগ্রে সেই চিনির বস্তাটি খুলিয়া চিনি বাহির করিবামাত্র বরযাত্রীরা বুঝিলেন, ইঁহাকে আর অপ্রস্তুত করিতে পারিব না, তখন তাঁহারা অপচয়ে ক্ষান্ত হইলেন।

১৮৭৩-৭৪ সাল নাগাদ রসগোল্লার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিয়ে বাড়িতে প্রথম রসগোল্লা মেনুতে জায়গা নিতে থাকে।রসগোল্লার সাথে অন্য মিষ্টি হিসেবে দেওয়া হত তিলকুট ও বিভিন্ন ধরনের সন্দেশ। যার মধ্যে আম সন্দেশ,কামরাঙা সন্দেশ,কড়া পাকের সন্দেশ ছাড়াও পরিবেশিত হত বিখ্যাত গুপো সন্দেশ। নৃসিংহ লাল ঠাকুরের বিয়েতে অবশ্য ভোজের পিছনে বিশেষ খরচ হয়নি। বিয়েতে মোট একশো পাঁচ টাকা সাড়ে ন' আনা খরচ হলেও লোক খাওয়াতে মাত্র দু'টাকার জিলিপি আর দেড় টাকার বাতাসার হিসেব পাই। সঙ্গের চিঁড়ে আর মুড়ি অবশ্য ঘরেই ছিল।

ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের সাথে সাথে বিয়ে বাড়ির ভোজের খাবারেও বিশাল পরিবর্তন আসে। খাওয়ারে নুনের ব্যবহার শুরু হয়। কুমড়োর ছক্কার জায়গা নেয় ।

# পাঠকদের দরবার

## গান্ধি বুড়ি মাতঙ্গিনী হাজরা

**প্রকাশ রায়**

মাতঙ্গিনী হাজরা ঃ অগ্নিকন্যার অমর আত্মোৎসর্গ। আমাদের দেশের মেয়েরা সুযোগ পেলে কতটা উঁচুতে উঠতে পারে, কত বড় কাজ সমাধান করতে পারে;তা বোঝার জন্য কারও জীবনের দিকে আলাদা করে তাকাতে হলে সেই নামটি নিঃসন্দেহে মাতঙ্গিনী হাজরা। এক অদম্য সাহসিনী, এক অবিচল অন্তর, এক স্নেহময়ী মাটি -মেয়ে;যাঁর জীবনযুদ্ধে প্রতিটি ধাপই ছিল সংগ্রামের, অথচ প্রতিটি পায়ে ছিল অসীম দৃঢ়তার আলো। ১৮৭০ সালের ১৭ নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার ছোট্ট হোগল গ্রামে জন্ম হয় মাতঙ্গিনীর। পিতা ঠাকুরদাস মাইতি, স্বামী ত্রিলোচন হাজরা;শৈশব থেকে বৈবাহিক জীবন, কোনও পর্যায়েই সুখ তার কপালে বিশেষ জুটেনি। অল্প বয়সে বিয়ে, আবার অল্প বয়সেই বিধবা হওয়া;তার জীবনে যেন কেবলই ঝড়ের খেলা। তবুও ভাগ্যের আঘাতে ভেঙে পড়ার মানুষ ছিলেন না তিনি। পিতৃগৃহে ফিরে এলেও জীবনের প্রতি তাঁর কঠিন লড়াই শুরু হয়ে যায় সেখান থেকেই;অবিচল সাধনা, নিঃস্বার্থ সেবা আর দেশমাতৃকার প্রতি অটল ভালোবাসার পথ।

১৯৩২ সালের ২৬ জানুয়ারি স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা পতাকা উত্তোলনের পর শোভাযাত্রায় বের হলে মাতঙ্গিনী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গী হন। আলিনাম লবণকেন্দ্রে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। পুলিশ তাকে বহু দূর পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল, তবুও তিনি পিছু হটেননি। পরে চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে অংশ নিয়ে গভর্নর ফিরে যাও ধ্বনি তুলতেই তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ডে বহরমপুর জেলে বন্দী থাকতে হয়। কিন্তু কারাবাসও তাঁর মনোবল ভাঙতে পারেনি; বরং আরও শাণিত করেছিল তাঁর আন্দোলনের পথ। ১৯৩৩ সালে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস সম্মেলনে ও ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস মহিলা সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থেকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; বয়স নয়, আদর্শই মানুষের শক্তি। রোগ-বালাইয়ের সময় তিনি গ্রাম থেকে গ্রাম ছুটে বেড়াতেন সেবার অদম্য ইচ্ছায়। কলেরা, বসন্ত;যে দুর্যোগই আসুক, তিনি ছিলেন মানুষের পাশে। আর এই অকৃত্রিম মানবসেবার কারণেই স্থানীয় গ্রামের লোকেরা ভালোবেসে তাঁকে ডাকতেন গান্ধীবুড়ি।

তারপর এল ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আগুনঝরা সময়। মাতঙ্গিনী হাজরা হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে এক বিশাল সেচ্ছাসেবক বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে দিতে থানা দখল অভিযানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। ব্রিটিশ সৈন্যরা বর্বরতার পরিচয় দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করলে সেচ্ছাসেবকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু মাতঙ্গিনী? তিনি থামেননি। জাতীয় পতাকাটি দুই হাতে উঁচিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন অটল বিশ্বাসে, অদম্য মনোবলে। তখনই প্রথম তাঁর হাতে গুলি লাগে। তবুও পতাকা পড়তে দেননি। শেষ গুলিটি লাগে তাঁর কপালে;আর পতাকা উঁচিয়ে ধরেই তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে।

সেদিন ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২; মেদিনীপুরের মাটি হারাল তার অগ্নিকন্যাকে। কিন্তু হারাল কি সত্যিই? বরং তাঁর মৃত্যু জন্ম দিল এক অগ্নিময় স্পন্দন, যা ছড়িয়ে পড়ল স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতিটি প্রান্তে। ইংরেজের নির্মমতা, পুলিশের আচরণ নির্মম ছিল।

# জিয়াগঞ্জে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, বলিউড গায়ক অরিজিত সিং-এর সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৫ নভেম্বর ঃ দু'দিনের ঝটিকা সফরে মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস মঙ্গলবার অংশগ্রহণ করলেন বলিউডের প্রখ্যাত

গায়ক তথা মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরের বাসিন্দা অরিজিত সিং পরিচালিত একটি গান ও থিয়েটারের ওয়ার্কশপে। জিয়াগঞ্জ শহরের মহাবীর জৈন কালচারাল হলে অদিতি সুর সাধনালয় দ্বারা আয়োজিত এই ওয়ার্কশপে আজ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক'শ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত অরিজিত সিং-এর মা অদিতি সিং ২০২১ সালে কোভিড আক্রান্ত হয়ে কলকাতার একটি হাসপাতালে মারা যান। মঙ্গলবার সকাল থেকে অরিজিত সিং এবং রাজ্যপালকে দেখার জন্য ওই কালচারাল হলের সামনে প্রচুর মানুষ এবং সংবাদ মাধ্যমের ভিড় থাকলেও অনুষ্ঠান চলার সময় অডিটোরিয়াম-এর ভেতরে সংবাদমাধ্যমেকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার সকালে রানাঘাট থেকে ট্রেনে করে বহরমপুর স্টেশনে এসে পৌঁছান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এরপর সেখান থেকে তিনি চলে যান সার্কিট হাউসে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর রাজ্যপাল সড়কপথে জিয়াগঞ্জ যান। রাজ্যপাল, অরিজিত সিং-এর ওয়ার্কশপে আসছেন এবং ভারত বিখ্যাত গায়ক অরিজিত সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এই খবর জিয়াগঞ্জ শহরে ছড়িয়ে পড়তেই প্রচুর মানুষ অরিজিত এবং রাজ্যপালকে এক ঝলক দেখার জন্য সেখানে জড়ো হন। অরিজিত সিং-এর উদ্যোগে জিয়াগঞ্জে যে গান এবং থিয়েটারের ওয়ার্কশপের সূচনা আজ রাজ্যপাল করেন সেখানে মার্কন্ডে দেশপান্ডের মত বিখ্যাত মঞ্চ অভিনেতা প্রশিক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা অরিজিত, সিং পূর্বায়ন চ্যাটার্জি, ওজাস আধিয়া-র মত প্রখ্যাত শিল্পীদের কাছ থেকে সংগীতের তালিম নেওয়ার সুযোগ পাবেন। অরিজিত সিং-এর গান ও থিয়েটারের প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বার হয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস জিয়াগঞ্জ শহরে বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে বেড়ান। সেখানে তাঁকে বহু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। এরপর রাজ্যপাল পৌঁছে যান জিয়াগঞ্জ সুরেন্দ্রনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়ে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই স্কুলে যাওয়া রাজ্যপালের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ ছিল না। মঙ্গলবার রাজ্যপাল যখন রানাঘাট থেকে ট্রেনে করে বহরমপুরে আসছিলেন সেই সময়ে ওই স্কুলেরই এক বাংলা শিক্ষিকা চন্দ্রানী হালদার রাজ্যপালের যে কামরায় সফর করছিলেন সেই কামরাতেই ছিলেন। সূত্রের খবর ওই শিক্ষিকা রাজ্যপালকে চিনতে পেরে তাঁকে নিজের স্কুলে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রাজ্যপালের সাদরে ওই শিক্ষিকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জিয়াগঞ্জ সুরেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে পৌঁছে যান। ওই স্কুলে পৌঁছানোর পর রাজ্যপালকে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে মিশে তাদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়। শিক্ষিকারা রাজ্যপালের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দীর্ঘ পথযাত্রার ধকল সামলে এর পর রাজ্যপাল স্কুলের ঠিক পাশেই একটি নবনির্মিত বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। সেখানে রাজ্যপালকে পনির পকোড়া, ধোকলা, ক্ষীরপুলি, দুর্গা ভোগের মতো বিখ্যাত দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

# লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড রেন্যালিক্স অধিগ্রহণ করল - ডায়ালাইসিসের ভবিষ্যতকে নতুন দিশা

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, একটি বহুমুখী হেল্থকেয়ার এবং টেকনোলজি-ভিত্তিক গ্রুপ, বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক মেড-টেক উদ্ভাবনী সংস্থা রেন্যালিক্স হেল্থ সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ৮৫ অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণের ঘোষণা করেছে। রেন্যালিক্স ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ স্বদেশি, এআই ও ক্লাউড-সক্ষম স্মার্ট হেমোডায়ালাইসিস মেশিনের ডেভেলপার। এই অধিগ্রহণের মাধ্যমে রেন্যালিক্স এখন লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ-এর আর অ্যান্ড ডি (RD) শাখা হিসেবে কাজ করবে এবং কিডনি ও লিভার সম্পর্কিত মেডিকেল ডিভাইসের ক্ষেত্রে গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই অধিগ্রহণ ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্রনিক কিডনি ডিজিজ (CKD)-এর বোঝা কমানোর উদ্দেশ্যে, আগামী প্রজন্মের মেডিকেল টেকনোলজিতে লর্ডস মার্ক ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সম্প্রসারণের একটি উল্লেখযোগ্য কৌশলগত পদক্ষেপ। রেন্যালিক্স-এর প্রধান হেমোডায়ালাইসিস মেশিন রিয়েল-টাইম রিমোট মনিটরিং, ক্লাউড-ভিত্তিক ক্লিনিক্যাল কানেক্টিভিটি এবং ইন্টেলিজেন্ট অ্যানালিটিক্সকে সমন্বিত করে, যা হাসপাতাল, ডায়ালাইসিস সেন্টার এবং চিকিৎসকদের আরও নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী রেনাল থেরাপি প্রদান করতে সহায়তা করে।

**Kalekhantala-II Gram Panchayat**

**e-Tender Kalekhantala-II Gram Panchayat NIT no. 403/NIT/CFC-T/K2GP/2025**(1 Nos Drain)and NIT No.404/NIT/SFC-U/K2GP/2025(2Nos Road) date 24/11/2025,Published on eNIT site on 26/11/2025 Fund:15th CFCG Tied(25-26) & 5th SFC Untied(24-25). For Details,Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Prodhan**
**Kalekhatala-II Gram Panchayat**

**Office of The Bikihakola Gram Panchayat**
**Bikihakola, Panchla, Howrah**

**Tender Notice No.- BHGP/226/APAS/2025, Date:- 25/11/2025**

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 3(Three) Nos. work: (1) Sinking of Tubewell with submersible pump, (2) Construction of concrete road, (3) Construction of Drain with covered. Bid submission start date (online):**-25.11.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):**-03.12.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID**-05.12.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

**Sd/- Prodhan**
**Bikihakola Gram Panchayat**

**Office of The Bikihakola Gram Panchayat**
**Bikihakola, Panchla, Howrah**

**Tender Notice No.- BHGP/227/APAS/2025, Date:- 25/11/2025**

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 4(Four)Nos. work: (1) Sinking of Tubewell with submersible pump, (2) Construction of concrete road, (3) Installation of Solar Street light, (4) Sinking of Tubewell with submersible pump. Bid submission start date (online):**-25.11.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):**-03.12.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID**-05.12.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

**Sd/- Prodhan**
**Bikihakola Gram Panchayat**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ** ২৪.১১.২০২৫, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-১৪৪-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** ডিইএন/III/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্ট-এর অধীনে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে পিএফ নং-১ এবং আইল্যান্ড পিএফ নং ২/৩-এর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৩৮,৫৪,০১০.৯৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,১৯,৩০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নংঃ টিএন-১৪৫-২৫-২৬, কাজের নামঃ** ডিইএন/III/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্ট-এর অধীনে বেলডাঙাতে পিএফ নং-১ এবং আইল্যান্ড পিএফ নং ২/৩-এর প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,১৭,৩০,৪০৮.৩৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫,৫৮,৭০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৯.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।

SDAH-270/2025-26

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**Office of the Block Development Officer**

**e-TENDER NOTICE**

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 4080 & 4291/BDO, Singur dt. 14.11.25 and 22.11.25 for Construction of 54 nos. Civil & Electrical works under APAS within Singur Development Block, Hooghly, WB. **Last date for the online Bid submission is 12/12/25 & 23/12/25**. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2025_ZPHD_950472_1 to 21 & 2025_ZPHD_958356_1 to 33).

**Sd/- Block Development Officer**
**Singur Development Block**

# যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদান

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিংয়ে ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ২৫.১১.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন, অরেঞ্জ লাইন এবং ইয়েলো লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আযয়জেন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলিতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের উন্নত 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর (iOS) থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ / কিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল। তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন, মোবাইল ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট, স্মার্ট কার্ড কেনা এবং রিচার্জ করার স্মার্ট উপায় গ্রহণে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ বা স্মার্ট কার্ড বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

# কুয়াশাচ্ছন্ন মৌসুমের পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৫ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মৌসুমে সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে, জোন লোকোমোটিভগুলিতে ফগ সেফ ডিভাইস স্থাপন করেছে যাতে লোকো পাইলটকে কম দৃশ্যমানতার পরিস্থিতিতে সংকেত এবং মার্কার সনাক্ত করতে সাহায্য করা যায়।

কুয়াশার সময় নির্ভরযোগ্যতা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত মান অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং সিস্টেমগুলিও আপগ্রেড করা হচ্ছে। কুয়াশা মৌসুমের আগে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডেটোনেটরের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে, আরও ভালো দৃশ্যমানতার জন্য মূল ট্র্যাক অবস্থানগুলিতে চুন দ্বারা চিহ্নিতকরণ, সিগন্যাল সাইটিং বোর্ড এবং লেভেল ক্রসিং গেটগুলিকে আলোকিত স্ট্রিপ দিয়ে পুনরায় রঙ করে এবং পিছনের কোচগুলিতে এলইডি-বেসড ফ্ল্যাশার টেল ল্যাম্প স্থাপন করে তার পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। কুয়াশাপ্রবণ অংশগুলিতে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ স্টপ বোর্ড এবং দৃশ্যমানতা-বর্ধক অন্যান্য ব্যবস্থা পরীক্ষা করা এবং শক্তিশালী করা হচ্ছে, যাতে সুরক্ষার ধারাবাহিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করা যায়। অপারেশনাল পদক্ষেপগুলিও বাস্তবায়িত করা হচ্ছে, যেখানে কম দৃশ্যমানতার সময় যানজট কম করার জন্য ট্রেন চলাচলকে সামঞ্জস্য করা রয়েছে। লোকো পাইলট, অ্যাসিস্টেন্ট লোকো পাইলট এবং গার্ডদের জন্য জোনাল ট্রেনিং সেন্টার এবং সুপারভাইজার ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার কোর্স-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যেখানে কুয়াশার সময় ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার সময়েও সময়ানুবর্তিতা এবং সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য ক্রু চেঞ্জিং পয়েন্ট এবং লোকোমোটিভ লিঙ্কগুলিতে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সমস্ত প্রয়োজনীয় স্টেশনে ভিজিবিলিটি টেস্ট অবজেক্ট (ভিটিও) স্থাপন করা হচ্ছে অথবা যাচাই করা হচ্ছে, যাতে স্টেশন মাস্টারদের কুয়াশার তীব্রতা মূল্যায়ন করতে এবং যথাযত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়ক হয়, যেমন ফগ সিগন্যালম্যান মোতায়েন করা বা ডেটোনেটর স্থাপন করা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের আশ্বস্ত করে যে কুয়াশাচ্ছন্ন মৌসুমে সুরক্ষিত এবং নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যকরী, প্রযুক্তিগত এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যাত্রীদের অফিসিয়াল কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে আপডেট থাকার জন্য উৎসাহিত করে।

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH**
**ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER**

Block Development Officer, Sankrail Development Block invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

| Sl. No | Tender Reference No. | Tender ID | Last Date of Submission | Date of Opening |
|---|---|---|---|---|
| 1. | eN.I.T-BDO/SNK/eNIT-40-APAS-25-26/2025-26, Sl. No.-01 TO 11 | 2025_ZPHD_959517_1<br>2025_ZPHD_959517_2<br>2025_ZPHD_959517_3<br>2025_ZPHD_959517_4<br>2025_ZPHD_959517_5<br>2025_ZPHD_959517_6<br>2025_ZPHD_959517_7<br>2025_ZPHD_959517_8<br>2025_ZPHD_959517_9<br>2025_ZPHD_959517_10<br>2025_ZPHD_959517_11 | 24/12/2025 | 26/12/2025 |

Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

**Sd/-**
**BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH**

**Chakpara Anandanagar Gram Panchayat**
**Bhattanagar, Liluah, Howrah**

**NIT No. WB/HWH/BJPS/SBGP/NIT12/25-26.**

e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **12 Nos.** different works. e-Published Date: **24/11/2025 from 11:00 AM**. Bid submission start date : **24/11/2025 from 11:00 AM**. Bid submission end date : **20/12/2025 up to 12:00 PM**. Bid opening date for Technical : **22/12/2025 at 12:00 PM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

**Sd/- Pradhan**
**Chakpara Anandanagar Gram Panchayat**

**Office of the**
**BUDHAKHALI Gram Panchayat**

**NOTICE INVITING TENDER No:-305/BGP/25-26**

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of a total 19(Ninteen)different works. Source of Fund: APAS. Last date of submission of Tender form on or before **22/12/2025 up to 11 am**. Date of opening of Tender **26.12.2025 at 11.00 am.**

**Sd/- Pradhan**
**Budhakhali Gram Panchayat**

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad**

**e-TENDER NOTICE**

NIeT No: MAD/ULB/JM/APAS/NIeT3/25-26 (1st Call) & MAD/ULB/JM/APAS/NIeT4/25-26 (1stCall)e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 17 & 12 Nos Construction of CC Road, CC Road & Drain, Drain, Guard Wall & LED Light, Solar Light, Submersible Pump & Shed & Open Jim etc within Jangipur Municipality,Tender ID: 2025_MAD_953977_17 & 2025_MAD_957483_1 to _12, Publish Date: 26/11/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date(Online): 24/11/2025 & 26/11/2025 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 17/12/2025 & 20/12/2025 at 18:00 IST.The detail e-Tender notice may be seen www.wbtenders.gov.in

**Sd/-Chairman**
**Jangipur Municipality**

# রাজ্য সরকার ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ না করাতেই চাপ বেড়েছে বিএলও দের ঃ দাবী শুভেন্দুর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ নভেম্বর ঃ এস আই আর নিয়ে বিরোধীদের কোনও চাপ নেই। যদি কারও চাপ থাকে, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বিরুদ্ধে। বিহারের মতো ডাটা এন্ট্রি সিস্টেম চালু না করায় বিএলওদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার সাঁইথিয়া যাবার পথে বর্ধমানে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিএলও দের চাপ বাড়ার জন্য সরাসরি রাজ্য সরকারকে দায়ী করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এদিন পুনরায় পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক থেকে শুরু করে পুলিশ সুপার, বিধায়ক খোকন দাস, যুব তৃণমূল সভাপতি রাসবিহারী হালদারের বিরুদ্ধে একাধিক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন। তিনি এদিন বলেন, ''বিধায়কের 'ডিম-ভাত' কর্মসূচিতে ডিএম যাচ্ছে উদ্বোধন করতে। তৃণমূলের লোগো লাগানো অনুষ্ঠানে এসপি যোগ দিচ্ছেন! পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।'' বর্ধমানের বিধায়কের 'ডিম-ভাত' কর্মসূচিতে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা-ডিএম থেকে পুলিশ সুপার-তৃণমূলের লোগো-যুক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন বলে তীব্র অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার দাবী বিধায়ক যদি ৫ টাকায় খাবার খাওয়ান, তাহলে তার টাকার উৎস জানতে হলে

বর্ধমানের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক- এই সবাইকেই ডাকা উচিত। কারণ প্রশাসন আর তৃণমূল সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গেছে। শুভেন্দুর পালটা হিসাবে মঙ্গলবার পাল্লায় তৃণমূলের সভা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, সভার পর চায়ের কাপ ও কিছু মশলা মুড়ির ঠোঙ্গা পড়ে থাকে। ওরা সেগুলো ঝাঁটানোর কাজ করে। সম্প্রতি বর্ধমানের গুলিকাণ্ড নিয়েও পুলিশ-তৃণমূল আঁতাতের অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। তার কথায়, পুলিশ ও তৃণমূল নেতারা এখন আলাদা করে চিনতেই পারবেন না-মিলেমিশে একাকার। এদিন তিনি মৃত বিজেপি নেতা, যিনি গত ৯ তারিখ মেমারির সভাস্থলে যাওয়ার পথে স্ট্রোকে মারা গিয়েছিলেন, তার পরিবারের সদস্যদেরও জেলা কার্যালয়ে ডেকে দেখা করেন তাদের সমবেদনা জানান। শুভেন্দু তাদের হাতে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন এবং তাদের পাশে বিজেপি সবসময় আছেন বলে জানা গেছে।

# শীতের মরশুমেও সবজির দামে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৫ নভেম্বর ঃ শীতকালীন সবজির চড়া দাম হাত পোড়াচ্ছে গৃহস্থের। শীতকালের ভোজন বিলাসের ট্রেডমার্ক ফুলকপি, বাঁধাকপি থেকে বেগুন, সিম কোনওকিছুই যেন ছোঁয়া যাচ্ছে না চড়া দামের আঁচে। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই ওঠানামা করছে সবজির খুচরো বাজারদর। যে কারণে বাজারে পকেট ফাঁকা। এছাড়াও এখন মাথায় ঘাম মধ্যবিত্তের। শীতে সবজির দামে ছ্যাঁকা খাওয়ার যোগার। নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহেও আলু, বেগুন থেকে ফুলকপি, বাঁধাকপি-সব সবজির দামই উর্ধ্বমুখী। শীতের সবজি বাজারে এলেও খুচরো বাজারের চড়া দাম নিয়ে সাধারণ ক্রেতা থেকে সরকারি আধিকারিকরা ধোঁয়াশায় থাকলেও, এর মূলে রয়েছে পাইকারি বাজারে স্থানীয় শীতকালীন সবজির জোগানে ব্যাপক ঘাটতি এবং বাইরে থেকে আসা সবজি নিয়ন্ত্রিত বাজার থেকে সোজা প্রতিবেশী রাজ্যে চলে যাওয়া। বিক্রেতাদের কথায়, খুচরো বাজারে চড়া দামের কারণ হিসেবে বিক্রেতারা জোগানের ঘাটতির পাশাপাশি ছাঁটাই বাছাইকেও দায়ি করেছেন। স্থানীয় চাষিরা সামান্য যেটুকু শসা, সিম, বরবটি, মুলো বাজারে আনছেন তা বিক্রি হচ্ছে উত্তর-পূর্ব থেকে আমদানি হওয়া সবজির থেকেও বেশি দামে। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, বেগুন ১০০ টাকাকেজি, পটল ৫০ টাকাকেজি, ফুলকপি ২০ টাকাপিস, সিম ৮০ টাকাকেজি, টমেটো ৮০ টাকাকেজি, শসা ৮০ টাকাকেজি। শুধু তাই নয়, বাজারে বাড়ছে ডিমের দামও। ডিম পিসপিছু আট টাকায় বিক্রি হয়েছে, খুচরো বিক্রেতারা বাধ্য হয়ে তা নয় টাকায় বিক্রি করছেন। যদিও প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাজারে সবজির দাম অনেকটাই বেশি, কী কারণে তা খতিয়ে দেখা হবে। আমাদের টিম দৈনন্দিন বাজারে ঘুরে দেখছেন। তবে অতি দ্রুত নাম নিয়ন্ত্রণে আসবে বলেই আশাবাদী আমরাও।

# 'বাংলাদেশের পুশব্যাক করার আগে প্রমাণ করার সুযোগ দিতে হবে', বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়া দিল্লি, ২৫ নভেম্বরঃ গর্ভবতী মহিলাকে পুশব্যাক করা হয়েছিল বাংলাদেশে। সোনালি খাতুন নামে সেই মহিলাকে বাংলাদেশি বলে পাঠিয়ে দেওয়ার সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। পরে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সেই মামলাতেই এবার বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির। 'বাংলাদেশি' বলে আখ্যা দেওয়ার আগে যাতে খতিয়ে দেখা হয়, সেই বার্তাই দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সোনালিকে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানোর পর পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করেছিল। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের বেঞ্চ সেই সোনালি খাতুনকে অবিলম্বে ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। সেই মামলায় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বক্তব্য, ''কেউ বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে এলে আপনাদের নির্বাসন দেওয়া যুক্তিযুক্ত। তাতে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু কেউ যদি তথ্য তুলে ধরে প্রকাশ করেন, যে তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানে বড় হয়েছেন, তাহলে তাঁর অধিকার রক্ষা করতে হবে।'' প্রধান বিচারপতি এদিন কেন্দ্রকে আরও বলেন, ''কেন্দ্রের বিভিন্ন এজেন্সি আছে। মামলাকারীদের তথ্য যাচাই করে সেই সব এজেন্সি।'' একই সঙ্গে তাদের হিয়ারিংয়ের সুযোগ দেওয়ার অর্থা তাদের কথা শোনার সুযোগ দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। নথির ভিত্তিতে নাগরিকত্ব যাচাই করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেছে আদালত। আগামী সোমবার, ১ ডিসেম্বর মামলার শুনানি রয়েছে। গর্ভবতী সোনালি খাতুনসহ আরও পাঁচজনকে কোনও তথ্য যাচাই না করেই বাংলাদেশে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সেখানে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। এরপর মামলা হয় হাইকোর্টে।

# পুকুর থেকে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৫ নভেম্বর ঃ দেবনগর এলাকায় পুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনাস্থলে পুলিশ। মঙ্গলবার সাতসকালে খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দেবনগর কুমুদিনি বালিকা বিদ্যালয় এর সামনে এক পুকুরে বিয়ে বাড়ির জল ভরতে গিয়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখে। সাথে সাথেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার বাসিন্দারা ভিড় জমান। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা যায় এলাকারই বাসিন্দা বিভাস মজুমদার (৩৩) মানসিক ভারসাম্যহীন।

# KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Cilvil) / Br.-IV, KMC,** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/APAS/21/B/166/25-26/R**
Name of work : **Development of Uttaran area at 15/4, 1/15/1, Sujendra Sett Lane and other places in Ward No. 21;** Estimated Cost : ₹ **3,44,783.20 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/22/E15/25-26/B**
Name of work : **Relaying of Kerb and Channel at 7, Nawab Ln., 40, Kalakar St. and different places in Ward No. 22;** Estimated Cost : ₹ **1,99,187.42 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

**(3) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/22/E18/25-26/BI**
Name of work : **Thorough improvement at a portion of Bysack St. from P1, Kalakar St. to 7 Bysack St. in Ward No. 22;** Estimated Cost : ₹ **2,50,899.10 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of Completion : **15 days**.

**(4) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-23/2025-2026/R**
Name of work : **Repairing of road surface at 58H/10/1 Kailash Bose Street in Ward No. 38;** Estimated Cost : ₹ **1,20,214.90 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **14 days**.

**(5) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-25/2025-2026/R**
Name of work : **Repairing of I.P. Passage at 4/1A, 4/2B, 5/1 Heramba Das Lane in Ward No. 38;** Estimated Cost : ₹ **1,36,264.34 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of Completion : **14 days**.

**(6) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-27/2025-2026/R**
Name of work : **Repairing of latrine and urinal and bathing platform at 4/1A, 7/1A Heramba Das Lane and others in Ward No. 38;** Estimated Cost : ₹ **1,13,662.89 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of Completion : **21 days**.

**(7) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/029/2025-2026/R**
Name of work : **Improvement of road surface besides Hrishikesh Park in Ward No. 38;** Estimated Cost : ₹ **1,09,518.27 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of Completion : **10 days**.

**(8) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-15/2025-2026/R**
Name of work : **Repairing of road surface from 1 No. to 20 B.B.M. Lane in Ward No. 38;** Estimated Cost : ₹ **1,84,306.21 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **15 days**.

**(9) NIT No. : KMC/EE(C)/IV/038/APAS-21/2025-2026/R**
Name of work : **Improvement drainage system at Shiv Narayan Das Lane within booth No.119 in Ward No. 38;** Estimated Cost : ₹ **4,97,642.72 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **25 days**; Last date and time of submission of Bid **15.12.2025 - 11 am. (For Sl. No. 1 to 9);** The tender will be opened on : **17.12.2025 - 11 am.(For Sl. No. 1 to 9);** The bid forms and other details are available on and from **21.11.2025 - (5 pm) (For Sl. No. 1 to 9).**

**(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/025/41/APAS38/25-26/R**
Name of work : **Repairing of drain line at Baranashi Ghosh Street in Ward No. 25 under Br.-IV;** Estimated Cost : ₹ **3,89,787.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,800.00**; Period of Completion : **25 days**.

**(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/009/25-26/APAS**
Name of work : **Renovation of road surface at Kailash Bose Street from 67/1 to 57A Kailash Bose Street in Ward No. 27;** Estimated Cost : ₹ **4,24,715.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,500.00;** Period of completion : **25 days.**

**(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/024/49/2025-2026/APAS**
Name of work : **Renovation of sewer line at 7, 8 Baishnab Sett Lane (Uttaran) in Ward No. 24;** Estimated Cost : ₹ **2,24,688.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **4,500.00;** Period of completion : **15 days.**

**(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/025/54/APAS42/25-26/R**
Name of work : **Repairing of footpath at Rajendra Mallick Street in Ward No. 25 under Br.-IV;** Estimated Cost : ₹ **1,96,590.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **4,000.00;** Period of completion : **20 days**.

**(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/024/47/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of sewer line at 329 Rabindra Sarani (Uttaran) in Ward No. 24;** Estimated Cost : ₹ **3,82,525.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **7,700.00;** Period of completion : **20 days**.

**(15) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/017/25-26/APAS**
Name of work : **Improvement of road surface by laying concrete block at Manicktala Bazar Lane from the junction of Vivekananda Road to 123/2/H/71 A.P.C. Road in Ward No. 27;** Estimated Cost : ₹ **4,24,820.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,500.00;** Period of completion : **20 days**.

**(16) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-IV/027/016/25-26/APAS**
Name of work : **Improvement of sewer line at 5, Kailash Bose Street (Uttaran) in Ward No. 27;** Estimated Cost : ₹ **3,13,713.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,300.00;** Period of completion : **20 days**; Last date and time of submission of bid : **04.12.2025 - 11 am (For Sl. No. 10 to 16)**; The tender will be opened on : **06.12.2025 - 11 am (For Sl. No. 10 to 16)**; The bid forms and other details are availabe on and from **25.11.2025 (5 pm) (For Sl. No. 10 to 16)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 16)**.

The **Executive Engineer (Cilvil) / Br.-IX, KMC,** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) KMC/IX/082/097/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repair of footpath at 5B, D.N. Ghosh Ln in Ward No. 82 (APAS/01/159/243/0002);** Estimate Amount: ₹ **1,49,906.25 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **3,000.00**.

**(2) KMC/IX/082/099/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repair of passage at 65C, 65/1, Chetla Road and adjacent area in Ward No. 82 (APAS/01/159/245/0001);** Estimate Amount: ₹ **2,99,898.98 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

**(3) KMC/IX/082/100/2025-2026/APAS**
Name of work : **Repair of passage at 17, Chetla Road in Ward No. 82 (APAS/01/159/243/0004);** Estimate Amount: ₹ **2,99,907.69 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

**(4) KMC/IX/082/101/2025-2026/APAS**
Name of work : **Construction of fencing beside tollynalah at 65/1, Chetla Road in Ward No. 82 (APAS/01/159/245/0002);** Estimate Amount: ₹ **4,99,985.79 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

**(5) KMC/IX/082/102/2025-2026/APAS**
Name of work : **Development of latrine and drainage line at 63A, Chetla Road in Ward No. 82 (APAS/01/159/245/0003);** Estimate Amount: ₹ **1,99,930.75 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

**(6) KMC/IX/082/105/2025-2026/APAS**
Name of work : **Development of passage at 138, 148, P.M. Roy Road and adjacent area in Ward No. 82 (APAS/01/159/260/0001);** Estimate Amount: ₹ **4,49,928.69 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **45 days (For Sl. No. 1 to 6)**.

**(7) KMC/IX/074/104/2025-2026/APAS**
Name of work : **Development of road at 1 Orphangaunge Road in Ward No. 74 (APAS/01/159/77/0002);** Estimate Amount: ₹ **3,43,475.65 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **7,000.00**.

**(8) KMC/IX/074/108/2025-2026/APAS**
Name of work : **Improvement of IPS passage at 22 to 33/1 Orphangaunj Road in Ward No. 74 (APAS/01/0159/81/0002);** Estimate Amount: ₹ **4,98,936.97 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **60 days (For Sl. No. 7 & 8)**.

**(9) KMC/IX/082/107/2025-2026/APAS**
Name of work : **Development of drainage at 138, 148, P.M. Roy Road and adjacent area in Ward No. 82 (APAS/01/159/260/0003);** Estimate Amount: ₹ **1,99,375.38 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

**(10) KMC/IX/082/087/2025-2026/R**
Name of work : **Repair of road side garden at crossing of Alipore Road and M.D. Lane and at Rakhal Das Auddy Road (Near B.G. Press) in Ward No. 82;** Estimate Amount: ₹ **2,99,760.10 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

**(11) KMC/IX/082/093/2025-2026/BUSTEE**
Name of work : **Development of bustee drainage at 62, Chetla Road in Ward No. 82;** Estimate Amount: ₹ **2,99,712.29 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

**(12) KMC/IX/082/112/2025-2026/BUSTEE**
Name of work : **Development of bustee I.P. passage at 62, Chetla Road in Ward No. 82;** Estimate Amount: ₹ **2,99,623.32 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **45 days (For Sl. No. 9 to 12)**; Last date and time of submission of bid : **20.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 12)**; Tender will be opened on : **22.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 12)**; The bid forms and other details are availabe on and from **05.12.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 12)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 12)**. 1505/25-26

# শীতের পোশাকে ভ্যাপসা গন্ধ, দূর করতে ৫ উপায়, প্রস্তুত রাখুন আপনার সুয়েটার-জ্যাকেট

বঙ্গের আকাশে এখনও পুরোপুরি নেমে আসেনি শীতের কনকনে হাওয়া। মাঝেমধ্যে একটু হিমেল হাওয়া বইছে বটে, তবে সে শীতের মজা নয়। এ সময়েই ঘরের আলমারিতে বছরের পর বছর সযত্নে গুছিয়ে রাখা শীতের পোশাক-সোয়েটার, জ্যাকেট, চাদর-এক এক করে বার করার সময় চলে আসে। কিন্তু পোশাক বার করার সঙ্গে সঙ্গেই তা ব্যবহারযোগ্য হয় না। সমস্যা হয় দীর্ঘদিন বন্ধ আলমারিতে রাখার কারণে। ভ্যাপসা গন্ধ, স্যাঁতসেঁতে অনুভূতি, আর অনেক সময় উলের পোশাকের থেকে রোঁয়া উঠতে শুরু করা-এসবই হয়ে ওঠে বড় ঝামেলা। আর তাই শীতের ঠিক আগে পোশাক ব্যবহার উপযোগী করে তোলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সারা বছর কাপড়ে জমে থাকা বন্ধ গন্ধ বেশ অসহনীয়। শীতের দিনে এমন গন্ধযুক্ত জ্যাকেট বা সোয়েটার পরা মোটেই আরামদায়ক নয়। এই সমস্যার সমাধান রয়েছে বাড়িতেই। কিছু সহজ উপায়ে খুব সহজেই দূর করা যায় পোশাকের অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গন্ধ, এবং ফিরে পাওয়া যায় পুরনো শীতের পোশাকগুলির মোলায়েম ব্যবহারযোগ্য অবস্থা। শুরুতেই প্রয়োজন আলো-হাওয়ার স্পর্শ। বহু মাস ধরে অন্ধকার আলমারিতে বঃিদ থাকা পোশাক যেনো চট করে আবার প্রাণ ফিরে পায় প্রকৃতির স্পর্শে। তবে মনে রাখতে হবে, চা। রোদে পোশাক দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। তাতে উলের রং ফিকে হয়ে যেতে পারে বা কাপড়ের ক্ষতি হতে পারে। তাই হালকা রোদে বা আলো-হাওয়া চলাচল করে এমন খোলা বারান্দায় দুটি-তিনটি ঘণ্টা সোয়েটার বা জ্যাকেট মেলে দিলে ভ্যাপসা গন্ধ অনেকটাই দূর হয়ে যায়। প্রকৃতির বাতাস পোশাকে নতুন সতেজতা ফিরিয়ে আনে। দ্বিতীয় উপায় হল বেকিং সোডা, যা ঘরোয়া উপায়েই অদ্ভুতভাবে গন্ধ টেনে নেয়। একটি বালতিতে ঠান্ডা জল নিয়ে তাতে দুই-তিন চামচ বেকিং সোডা গুলে নিন। সেই জলে সোয়েটার বা উষ্ণ পোশাক ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকতে দিন। এই সাধারণ পদ্ধতিতেই মাসের পর মাস আলমারির গন্ধ পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে। পাশাপাশি কাপড়ও হয়ে উঠবে সতেজ ও নরম। তৃতীয় উপায়, যদি বা।তে থাকে গারমেঃট স্টিমার। এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় কাপড়ের ভাঁজ তুলতে, কিন্তু সোয়েটারের ভ্যাপসা গন্ধ দূর করতেও এর কার্যকারিতা রয়েছে। হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে কম তাপমাত্রায় স্টিমার চালালে পোশাকের মধ্যে থাকা স্যাঁতসেঁতে ভাব কমে যায়। উলের পোশাকের ক্ষতি না করেই স্টিমারের মাধ্যমে তা আবার নতুনের মতো সতেজ হয়ে ওঠে। তবে স্টিমার ব্যবহার করার সময় অবশ্যই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন, নয়তো উলের কাপ।রে ক্ষতি হতে পারে। চতুর্থ সমস্যাটি হল উলের পোশাকে রোঁয়া ওঠা। বছরভর জমিয়ে রাখা পোশাক বার করলে দেখা যায় অনেক সোয়েটার, শাল বা চাদরে রোঁয়া উঠে এসেছে। এর সমাধানও সহজলভ্য। বাজারে এখন পাওয়া যায় ইলেকট্রিক লিন্ট রিমুভার কিংবা হাতে চালানো নরম কাঁটা যুক্ত ব্রাশ। এগুলি দিয়ে খুব হালকা করে পোশাকের উপর দিয়ে টানলেই আলগা রোঁয়া উঠে আসে। এতে পোশাক নতুনের মতো মসৃণ হয়ে যায় এবং ব্যবহারেও আরাম লাগে। যারা নিয়মিত উলের পোশাক ব্যবহার করেন, তাদের বা।তে একটি লিন্ট রিমুভার থাকলেই সুবিধা হয়। সবশেষে রয়েছে পোশাকের গন্ধ দূর করার প্রাকৃতিক উপায়, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরাও ব্যবহার করে এসেছেন। অনেকেই মনে করেন সুগন্ধি স্প্রে কিংবা পারফিউম মেখে সোয়েটারের গন্ধ ঢেকে দেওয়া যায়। কিন্তু এতে থাকে প্রবল রাসায়নিক উপাদান, যা সোয়েটারের উল বা ফাইবারের ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে পোশাকের আয়ু কমে যায়। তাই এই পদ্ধতি না ব্যবহার করাই ভালো। বরং শুকনো কাপড়ের মাঝে নিমপাতা ভরে রাখলে পোশাকে কোনওরকম পোকার হাত পড়বে না। একটি ছোট কাপড়রে থলেতে লবঙ্গ ভরে আলমারিতে রাখলে তা প্রাকৃতিক ডিওডোরাইজারের মতো কাজ করে। এছাড়া ল্যাভেন্ডার বা অন্যান্য শুকনো ফুলের পুঁটলিও পোশাকে সতেজ গন্ধ আনে-কিন্তু কোনও ক্ষতি করে না।

পোশাককে দীর্ঘদিন ভাল রাখতে চাইলে এসব ছোটখাটো যত্নই আসলে বড় ভূমিকা নেয়। বছরের বেশিরভাগ সময় শীতের পোশাক নয়-গরমের পোশাকই ব্যবহৃত হয়। তাই শীতের সময় আসার আগে এগুলিকে আবার ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আনা প্রয়োজন। ঘরে রাখা প্রাকৃতিক উপায়, আলো-হাওয়া এবং অল্প যত্নের মাধ্যমেই সহজে দূর হয়ে যাবে ভ্যাপসা গন্ধ, রোঁয়া, স্যাঁতসেঁতে ভাব। তাই শীত কড়া নাড়ার আগেই প্রস্তুত হয়ে যান। আলমারি খুলে একে একে বার করুন আপনার প্রিয় সোয়েটার, জ্যাকেট, শাল। প্রকৃতির আলো-হাওয়ার স্পর্শে, একটু যত্নে আর কিছু ঘরোয়া কৌশলে শীতের পোশাকগুলোকে করে তুলুন একেবারে নতুনের মতো। কারণ শীতের ঝকঝকে সকালে, নরম সোয়েটারের আরামই তো সারা দিনের আনন্দের চাবিকাঠি।

# ঘরে লুকিয়ে থাকা দুর্ভাগ্য! বাস্তুশাস্ত্র বলছে-আজই বিদায় করুন এই জিনিসগুলি, ফিরবে সৌভাগ্যের দরজা

বাড়িতে সব কিছু ঠিক আছে, পরিশ্রম করছেন মন দিয়ে, তবু কি যেন অদৃশ্য শক্তি যেন বারবার আটকে দিচ্ছে আপনার কাজ? কোনও পরিকল্পনা ঠিকমতো এগোচ্ছে না? জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে? বাস্তুশাস্ত্রের মতে, এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে আপনারই ঘরের ভেতরে। কারণ ঘরে থাকা নানা অব্যবহার্য, পুরনো কিংবা ভাঙাচোরা জিনিসপত্র নাকি অজান্তেই টেনে আনে নেতিবাচক শক্তি, যা গৃহস্থের ভাগ্যে অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা এইসব জিনিস বিদায় করলেই নাকি জীবনে ফিরতে পারে সৌভাগ্য, শান্তি আর সমৃদ্ধি। বাস্তুশাস্ত্রবিদদের মতে, ঘরে থাকা জিনিসপত্রের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের অগোচরে বহু তুচ্ছ এবং উপেক্ষিত জিনিসই নাকি আটকে রাখতে পারে জীবনের গতি। তাই বাড়ি পরিষ্কারের সময় এই জিনিসগুলি অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরি। প্রথমেই আসা যাক ভাঙা কাচ বা কাঁচের জিনিসপত্র নিয়ে। কাঁচ ভাঙা মানেই খারাপ লক্ষণ-এ ধারণা অনেক পুরনো। বাস্তুশাস্ত্রও বলছে একই কথা। বাড়িতে ভাঙা কাচ, ফাটা আয়না বা চিড় ধরা শোপিস রাখলে নাকি তাতে নেতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়। এতে শুধু ভাগ্যের উপর প্রভাব পড়ে না, পরিবারের সদস্যদের মানসিক অস্থিরতাও তৈরি হতে পারে। তাই ভাঙা কোনও কাঁচের জিনিস আর সাজিয়ে রাখার দরকার নেই-আজই এগুলি ফেলে দিন। এতে গৃহস্থের ভাগ্য ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাবে বলে মত বাস্তুশাস্ত্রবিদদের। এরপর রয়েছে ছেঁড়া বা পুরনো জুতো। অনেকেই জুতো পুরনো হয়ে গেলেও তা ফেলে দিতে চান না। শু-র্যাকে পড়ে থাকা এই পুরনো জুতো নাকি গৃহস্থের জীবনে বাধা ডেকে আনে। বাস্তুশাস্ত্র মতে, ছেঁড়া জুতো ঘরে

যতদিন থাকে, ততদিন কাজের গতি বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। না হয়েও যায় অনেক সুযোগ। তাই বাড়ির শু-র্যাক সর্বদা পরিষ্কার রাখুন। যেসব জুতো বহুদিন ব্যবহার করছেন না বা একেবারে ছিঁড়ে গেছে-তা আজই বিদায় করুন। তাতেই মিলবে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত। শুকনো গাছ ঘরে থাকা উচিত নয়-এ কথাও বাস্তুশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। ব্যালকনি বা ঘরের কোণ সাজাতে অনেকেই টবে গাছ লাগান, কিন্তু ব্যস্ততার কারণে সেগুলির দেখভাল করা হয় না। ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। বাস্তুশাস্ত্রবিদেরা বলছেন, শুকনো গাছ বা শূন্য টব ঘরে রাখলে তা গৃহস্থের আর্থিক ক্ষতি এবং স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। শুকিয়ে যাওয়া গাছ মৃত শক্তির প্রতীক-যা ঘরে এলে নেতিবাচক তরঙ্গ ছড়ায়। তাই কোনও টবের গাছ শুকিয়ে গেলে তা রেখে লাভ নেই। শুকনো গাছ সরিয়ে ফেলে নতুন চারা লাগান, তাতেই মিলবে ইতিবাচক শক্তি। একইভাবে ভাঙা কাপ, প্লেট বা পুরনো বাসনও ঘরে অশান্তির কারণ হতে পারে। অনেকেই ব্যস্ততায় লুকিয়ে রেখে দেন চিড় ধরা কাপ বা পুরনো প্লেট, ভাবেন কোনওদিন কাজে লাগবে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রের পরামর্শ, ভাঙা বাসন সামান্য হলেও সংসারে অশান্তি এবং অস্থিরতা ডেকে আনে। তাই পুরনো বাসনপত্র ঘরে জমিয়ে রাখবেন না। যা ব্যবহার করা হয় না, যা ভাঙা-ফেলে দিন। ঘরে দীর্ঘদিন পুরনো কাগজ ও বিলের স্তূপ জমে থাকা আরও একটি ব। সমস্যা। নানা অপ্রয়োজনীয় চিঠি, বিল, পুরনো নথি জায়গা দখল করে রাখে। বাস্তুশাস্ত্রবিদদের দাবি-জমে থাকা এ ধরনের কাগজ ঘরে সৃষ্টি করে স্থিরতা, টেনে আনে ভারী নেতিবাচক শক্তি। তা থেকে গৃহস্থের মানসিক উদ্বেগ বা।তে পারে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমতে পারে। তাই বছরে অন্তত একবার ঘর পরিষ্কার করে সমস্ত পুরনো কাগজপত্র বাছাই করে ফেলে দেওয়া উচিত। আরও একটি জিনিস, যা কখনওই ঘরে রাখা উচিত নয়-তা হল অব্যবহার্য পুরনো ঘড়ি। দাঁ।িয়ে থাকা বা নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘড়ি নাকি জীবনের গতি থামিয়ে দেয়। সৌভাগ্যের পথ আটকে দেয়। বাস্তুশাস্ত্রের মতে, ঘড়ি হল সময়ের প্রতীক। তাই নষ্ট ঘড়ি মানে থেমে থাকা সময়-যা জীবনের অগ্রগতিও থামিয়ে দিতে পারে। ঘরে যদি এমন কোনও ঘড়ি থাকে যা বহুদিন ধরে চালু নেই, তা এখনই ফেলে দিয়ে নতুন ঘড়ি লাগানোই শ্রেয়। বাস্তুশাস্ত্রের মূল বার্তা হল-অব্যবহার্য জিনিস ঘরে থাকাই অশুভ লক্ষণ। যা প্রয়োজন নেই, যা কাজের নয়, যা ভাঙা বা পুরনো-তা ঘর থেকে বার করে দিতেই হবে। কারণ পরিষ্কার, সুশৃঙ্খল ঘরেই নাকি থাকে ইতিবাচক শক্তিঃ। যেখানে ইতিবাচকতা থাকে, সেখানেই থাকে সৌভাগ্য, সফলতা এবং শান্তি। তাই আজই একটু সময় বের করুন। ঘরের কোণায় কোণায় তাকান। অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে বিদায় জানান। বাস্তুশাস্ত্র বলছে-ঘর পরিষ্কার রাখার এই অভ্যাসই আপনার জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে সৌভাগ্যের আলো এবং সংসারের শ্রীবৃদ্ধি।

# ১১ বর্ষ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ সূচনা

দেবাশিস কংসবনিক, নবদ্বীপ, ২৫ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নৈশালোকে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত একাদশ তম বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও মঙ্গলবার নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একাদশ তম সকার কাপের সূচনা করেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। সূচনা কালে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিঃদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,সকার কাপ কমিটির সভাপতি তথা পুরপিতা বিমানকৃষ্ণ সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পাশাপাশি একাধিক ক্রীড়াবিদের উপস্থিতিতে আতসবাজির রোশনাই সহ বিভিন্ন জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ শহরের আপামর ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে হৃদয়ের প্রতিযোগিতা সকার কাপ। মঙ্গলবার স্থানীয়ভাবে ব্যবসায়ীক ছুটির দিন হওয়ায় শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম মুখী হতে শুরু করেন। একাদশ তম বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের প্রতিটি গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। এবছর সকার কাপে স্থানীয় ১৮টি ও বহিরাগত ১৪ টি মিলিয়ে মোট ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করবে। একাদশ তম বর্ষ সকার কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেয় কলকাতার নামিদামি খেলোয়াড় সমন্বয়ে.এবং স্থানীয়ভাবে টুর্নামেন্টের হট ফেবারিট নবদ্বীপ ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লী ক্লাব বনাম ব্যারাকপুর স্পোর্টস ক্লাব। উদ্বোধনী ম্যাচ শুরুর আগে দুটি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় করেন,বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা,ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনিষ নন্দী,নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তাপস ঘোষ সহ উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদিন একাদশ তম সকার কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করতে একাধিক যোগায়ন,ড্যান্স ট্রুপ,যোগা সংগঠন এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলাকুশলীরা তাদের নিজ নিজ পারদর্শীতা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘন্টা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলার পর শুরু হয় একাদশ তম বর্ষ সকার কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ। সকার কাপ কমিটির সভাপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান,সকার কাপ নদীয়া সহ বিভিন্ন জেলায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

# ফুলনারে মাত্র ২৪ ঘণ্টায় প্রতিষ্ঠা মহারাষ্ট্র পুলিশের নতুন ঘাঁটি

সংবাদ সংস্থা, ২৫ নভেম্বর ঃ মাওবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ে বড় সাফল্য পেল মহারাষ্ট্র পুলিশ। রবিবার গড়চিরোলি জেলার ভামরাগড়ের প্রত্যন্ত ফুলনার গ্রামে এক অভূতপূর্ব অভিযান চালিয়ে মাত্র ২৪ ঘণ্টায় স্থাপন করা হল নতুন পুলিশ ক্যাম্প ‘ দশকের পর দশক ধরে মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমান্ড সেন্টার হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল এবার প্রথমবার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর দখলে। প্রশাসন, নিরাপত্তা এবং এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে এই পদক্ষেপকে মাইলফলক বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ফুলনার-গুন্ডুরওয়াহি এলাকা এতদিন আবুঝমাড়ের সবচেয়ে অভেদ্য মাওবাদী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। এখান থেকেই মাওবাদী সংগঠনের ‘ সরকার’ চলত, PLGA-র টহল ছিল প্রতি মুহূর্তে। বর্ষাকালে পার্লকোটা নদীর জলের স্রোত এতটাই প্রবল থাকত যে সাত মাস ধরে সেখানে প্রায় কেউ যাতায়াতই করতে পারত না। বাকি সময়ে ল্যান্ডমাইনে ভরা এলাকা এবং PLGA বাহিনীর নজরদারি সাধারণ মানুষের প্রবেশ পুরোপুরি আটকে দিত। সেই দুর্গম জনপদে রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রবেশই ছিল একপ্রকার অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করল মহারাষ্ট্র পুলিশ। থানার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখে পুরো প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ১,০৫০ জন কর্মীর সমন্বয়ে মাত্র ২৪ ঘণ্টায় তৈরি করা হয় নতুন পুলিশ ক্যাম্প। এর মধ্যে ছিলেন ১,০০০ সি-৬০ কম্যান্ডো-যাঁরা মাওবাদী দমনে ভারতের এলিট বাহিনীর অন্যতম। সঙ্গে ছিলেন



**Name Change**

I, Hannan Abdul (old name) residing at Babupur, Budhia, Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732128 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HANNAN ABDUL to ABDUL HANNAN and henceforth I shall be known as ABDUL HANNAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. HANNAN ABDUL and ABDUL HANNAN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Mohammad Khatir Husain (old name) residing at Shankarpara, Bhabta, Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD KHATIR HUSAIN to MD KHATIR HOSSAIN and henceforth I shall be known as MD KHATIR HOSSAIN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. MOHAMMAD KHATIR HUSAIN and MD KHATIR HOSSAIN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Gulanahar Begam (old name) residing at Shankarpara, Bhabta, Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from GULANAHAR BEGAM to MST GULNAHAR BEGUM and henceforth I shall be known as MST GULNAHAR BEGUM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. GULANAHAR BEGAM and MST GULNAHAR BEGUM both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Najema Bibi (old name) residing at Pardeonapur, Deonapur, Baishnabnagar, Dist- Malda, Pin-732210 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NAJEMA BIBI to NAZEMA BIBI and henceforth I shall be known as NAZEMA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. NAJEMA BIBI and NAZEMA BIBI both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Sariful Islam (old name) residing at Sahebnagar, Sahebnagar, Jalangi, Dist-Murshidabad, Pin-742306 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SARIFUL ISLAM to MD SARIFUL ISLAM and henceforth I shall be known as MD SARIFUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. SARIFUL ISLAM and MD SARIFUL ISLAM both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Ramjan Ali (old name) residing at Sahebnagar, Sahebnagar, Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin-742306 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAMJAN ALI to MD RAMJAN ALI and henceforth I shall be known as MD RAMJAN ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. RAMJAN ALI and MD RAMJAN ALI both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Jullur Rahaman Mandal (old name) residing at Kanainagar, Kanainagar, Tehatta, Dist-Nadia, Pin-742121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JULLUR RAHAMAN MANDAL to JULLU RAHAMAN MONDAL and henceforth I shall be known as JULLU RAHAMAN MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. JULLUR RAHAMAN MANDAL and JULLU RAHAMAN MONDAL both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Alamgir Hossain (old name) residing at Munigram, Nabadurga, Kandi, Dist-Murshidabad, Pin-742137 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ALAMGIR HOSSAIN to MD ALAMGIR HOSSAIN and henceforth I shall be known as MD ALAMGIR HOSSAIN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. ALAMGIR HOSSAIN and MD ALAMGIR HOSSAIN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Rijwan Hussain (old name) residing at Kanti, Kanti, Lampur, Dist- Uttar Dinajpur, Pin- 733202 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RIJWAN HUSSAIN to RIJUWAN HUSSAIN and henceforth I shall be known as RIJUWAN HUSSAIN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. RIJWAN HUSSAIN and RIJUWAN HUSSAIN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Abdul Ezabul (old name) residing at Babupur, Budhia, Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732128 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUL EZABUL to EJABUL HOQUE and henceforth I shall be known as EJABUL HOQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. ABDUL EZABUL and EJABUL HOQUE both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I Abdul Kalam Mallick S/O-Gajnabi Mallick, Residing at Village-& P.O- Beldubi, P.S- Panchla, Dist- Howrah,Pin-711322, (Afrin Khatun is my daughter and Tajkiyatun Begam is my Wife) That Tajkiyatun Begam, W/O- Abdul Kalam Mallick, and Tazkiyatun Begam, W/O- Abulkalam Mollick, is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah, West Bengal, Date-09/10/2025

**NAME CHANGE**

I ANUBHAV BHATTER S/O RAJ KUMAR BHATTER residing at 14A, Rowland Road, P.O.-L.R. Sarani, Kolkata -700020, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANUBBHAV BHATTER as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit serial No 14, Dated 25/11/2025. ANUBHAV BHATTER and ANUBBHAV BHATTER both are same and identical person.

**NAME CHANGE**

I PARAS HEMANI S/O SHASHIKANT HEMANI residing at Dakhineer Apartment, Block-III, 5th Floor, Flat no-5H, 116 N S C Bose Road, Near G.D. Birla High School, Regent Park, Kolkata -700040, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PARAS S HEMANI as declared before the Judicial Magistrate First Class at Alipore Court vide affidavit No 71773 Dated 25/11/2025. PARAS HEMANI and PARAS S HEMANI both are same and identical person.

**NAME CHANGE**

I ANIMESH GHOSH,S/O- Buddhadeb Ghosh Residing at Village-Bamunmura,P.O-Badu,P.S- Barasat, Dist- North 24 Parganas, Kolkata - 700128, That my actual name is Animesh Ghosh Which has been Written my aadhaar card being No-597083110859, pan card being no-BKPPG 0872G and also in my UCO Bank A/C- NO-06710110103784 but my name wrongly baan written in my LIC policy Being policy No-424110503 as DEBOJYOTI GHOSH instead of ANIMESH GHOSH, That Animesh Ghosh, son of Buddhadeb Ghosh, and Debojyoti Ghosh, son of Buddhadeb Ghosh is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat. Date-20/05/2023.

**NAME CHANGE**

I,MOZAMEL HAQUE KHAN (old name) S/O - SAMSUL KHAN residing at VILL-SANKARPUR PO- SANKARPUR PS-KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOZAMEL HAQUE KHAN (old name) to MOJAMMEL KHAN (new name) and henceforth, I shall be known as MOJAMMEL KHAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 26/11/2025. MOJAMMEL KHAN (new name) & MOZAMEL KHAN (old name) both name are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, ABDULLA RAHAMAN (old name) S/O - MOZAMEL HAQUE KHAN residing at VILL-SANKARPUR PO-SANKARPUR PS-KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ABDULA RAHAMAN (old name) to ABDUL RAHAMAN KHAN (new name) and henceforth, I shall be known as ABDUL RAHAMAN KHAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 26/11/2025. ABDUL RAHAMAN KHAN (new name) & ABDULA RAHAMAN (old name) both name are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, MALEK ISLAM (old name) S/O - NURHOQUE residing at VILL-ASALPUR AHALEHADISPARA PO- SAHISHERPUR PS- KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742159. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MALEK ISLAM (old name) to ABDUL MALEK (new name) and henceforth, I shall be known as ABDUL MALEK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 26/11/2025 . ABDUL MALEK (new name) & MALEK ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I,MANSURA BIBI(old name)W/O-YAJUL SEKH , residing at VILL& PO-RASULPUR PS-NABAGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742181 do hereby declare that, I have changed my name from MANSURA BIBI (old name) to MANSURA KHATUN (new name) and I shall be henceforth be known as MANSURA KHATUN (new name) in all purpose , vide an affidavit before the notary public at Berhampore court dated on 25/11/2025.(new name) MANSURA KHATUN and MANSURA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, ALI SEKH (old name)S/O-MANOYARA SK , residing at VILL& PO-RASULPUR PS-NABAGRAM DIST- MURSHIDABAD PIN-742181 do hereby declare that, I have changed my name from ALI SEKH (old name) to ALI HOSSAIN (new name) and I shall be henceforth be known as ALI HOSSAIN (new name) in all purpose , vide an affidavit before the notary public at Berhampore court dated on 26/11/2025.(new name) ALI HOSSAIN and ALI SEKH (old name) both name are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ohida Rahaman (Old Name) W/o Abul Kalam Molla Residing at Vill - Gabberia, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Wahida Rehman Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Ohida Rahaman (Old Name) and Wahida Rehman Molla (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Junab Shaikh (Old Name) S/o Shaik Earali Residing at Vill - Khastika, P.o - Bakrahat, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743377, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Jonab Shaik (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Junab Shaikh (Old Name) and Jonab Shaik (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Esmatara Bibi (Old Name) W/o Jonab Shaik Residing at Vill - Khastika, P.o - Bakrahat, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743377, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Esmotara Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Esmatara Bibi (Old Name) and Esmotara Bibi (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Rajjak Sekh (Old Name) S/o Kalamaddi Sekh Residing at Vill - Rajakgohalia, P.o - Dosatina, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Abdul Rejjak Sekh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Rajjak Sekh (Old Name) and Abdul Rejjak Sekh (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Asraf Shaikh (Old Name) S/o Golam Mostafa Sk Residing at Vill+P.o - Balakhali, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 734503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Asraf Sk (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Asraf Shaikh (Old Name) and Asraf Sk (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Shyamal Kumar Banerjee (Old Name) S/o Raghu Nath Banerjee Residing at Vill - Paschimpara, P.o - Talandu, District - Hooghly, Pin - 712148, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Shyamal Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Shyamal Kumar Banerjee (Old Name) and Shyamal Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Singh Sony Thakur Prasad (Old Name) D/o Thakur Prasad Singh Residing at 8A, Ground Floor, 1/1 Meridith Street, District - Kolkata, Pin - 700069, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sony Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Singh Sony Thakur Prasad (Old Name) and Sony Singh (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Zubida Begum (Old Name) W/o Ahmed Abdul Rashid Residing at 4 M H Street Asansol, P.o - Asansol, P.s - Asansol (South), District - Paschim Barddhaman, Pin - 713301, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Zubaida Rashid (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 25-11-2025. Zubida Begum (Old Name) and Zubaida Rashid (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I , Krishnapada Roy, S/O Sudhir Chandra Bachar resident of Vill-Gopalpur, P.O.-Barsul, P.S.-Saktigarh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713124, shall henceforth be known as ‘KRISHNAPADA BACHAR’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 24/11/2025. That Krishnapada Roy and Krishnapada Bachar both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sabir Mallick (Old Name) S/O– Ruhul Amin Mollick resident of Vill & P.O-Milki , Ps-Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742163 do hereby declared that I have changed my name from Sabir Mallick to Sabir Mollick and henceforth I shall be known as Sabir Mollick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/11/2025. My name Sabir Mallick & Sabir Mallick both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ajim Ali Mondal (Old Name) S/ O–Mafej Mondal residing at Hansadaga Matsajibipara , Dolimoula , Dhubulia , Nadia , West Bengal 741140 do hereby declared that I have changed my name from Ajim Ali Mondal to Ajim Mondal and henceforth I shall be known as Ajim Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/11/2025. My name Ajim Mondal & Ajim Ali Mondal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Majnu Mondal (Old Name) S/O– Ajim Mondal residing at Hansadaga Matsajibipara , Dolimoula , Dhubulia , Nadia , West Bengal 741140 do hereby declared that I have changed my name from Majnu Mondal to Majnu Mandal and henceforth I shall be known as Majnu Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/11/2025. My name Majnu Mandal & Majnu Mondal both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Shanti Bhusan Roy & Santi Bhuhan Roy (Old Name S/O–Monomohan Ray resident of Karbala Road , Panchanantala , Berhampore , Cossimbazar Raj , Murshidabad 742102 do hereby declared that I have changed my name from Shanti Bhusan Roy & Santi Bhuhan Roy to Santi Bhusan Ray & Santi Bhusan Ray (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/09/2025. My name Santi Bhusan Ray (new name) & (old name) Shanti Bhusan Roy & Santi Bhuhan Roy both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Nasira Bibi (Old Name) W/O– Sekh Mehabur Ali resident of Vill-Majhira , Po- Gobindapur, Ps- Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby declared that I have changed my name from Nasira Bibi to Tajmira Bibi and henceforth I shall be known as Tajmira Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/11/2025. My name Tajmira Bibi & Nasira Bibi both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Shubhendu Das Gupta (Old name), S/O Hemanshu Bimal Das Gupta (Old name), resident of Vill. 154 Nagar Changrabandha, P.O - Changra bandha, P.S- Mekhliganj, District- CoochBehar - 735301, shall henceforth be known as Subhendu Das Gupta (New name), S/O Late Himangshu Bimal Das Gupta (New name) as declared before the Judicial Magistrate 1st class at Mekhliganj vide affidavit SL No. 376/JM, dated 24.11.2025, Shubhendu Das Gupta (Old name) and Subhendu Das Gupta (New name), S/O Hemanshu Bimal Das Gupta (Old name), Late Himangshu Bimal Das Gupta (New name) both are same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Golab Sekh, S/O Late Farjan Sekh, কালিসাড়া, ধর্মরাজতলা, ওয়ার্ড নম্বর ১৮, লোটাস প্রেসের মোড়, রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। ICICI Prudential Insurence, Policy no. 19901247 তে আমার নাম Md Golab Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। ২৪.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Golab Sekh @ Md Golab sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**Name Change**

I, Kshantamaye Saha (old name) residing at Nigun, Nigun, Mongalkot, Dist- Purba Bardhaman, Pin- 713143 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KSHANTAMAYE SAHA to KHANTAMOYI SAHA and henceforth I shall be known as KHANTAMOYI SAHA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. KSHANTAMAYE SAHA and KHANTAMOYI SAHA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Saiful Islam (old name) residing at Ruharpara, Madanpur, Daulatabada , Dist- Murshidabad , Pin- 742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAIFUL ISLAM to SAIFUL ISLAM MANDAL and henceforth I shall be known as SAIFUL ISLAM MANDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. SAIFUL ISLAM and SAIFUL ISLAM MANDAL both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Anadi Kumar Saha (old name) residing at Nigun, Nigun, Mongalkot, Dist- Purba Bardhaman , Pin- 713143 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ANADI KUMAR SAHA to ANADI SAHA and henceforth I shall be known as ANADI SAHA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. ANADI KUMAR SAHA and ANADI SAHA both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Mohd Mukles̱h Khan (old name) residing at Bahadurpur, Bahadurpur , Kaliachak, Dist- Malda , Pin- 732201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHD MUKLESH KHAN to MUKESH KHAN and henceforth I shall be known as MUKLESH KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. MOHD MUKLESH KHAN and MUKLESH KHAN both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Soneka Biswas (old name) residing at Adaapota , Rampur, Bhimpur, Dist-Nadia, Pin-741161 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SONEKA BISWAS to SANAKA BISWAS and henceforth I shall be known as SANAKA BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 25/11/2025. SONEKA BISWAS and SANAKA BISWAS both are same and one identical person.

# ৬০ ঘন্টা নিখোঁজ থাকার উদ্ধার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর দেহ, খুন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত পুলিশ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ নভেম্বর ঃ প্রায় ৬০ ঘন্টা নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অন্তর্গত সৈয়দকুলুট গ্রামের আট

বছরের সোহানা খাতুনের দেহ। শনিবার সন্ধে নাগাদ বাড়ি থেকে খেলতে বার হয়ে যায় ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর থেকেই ওই নাবালিকার সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ কুকুর দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। এর পাশাপাশি এলাকার একাধিক পুকুরে এবং স্থানীয় একটি নদীতে জাল ফেলে এবং ডুবুরি নামিয়েও ওই নাবালিকার সন্ধানে তল্লাশি চালানো হয়। সোহানা স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৬০ ঘন্টায় ভরতপুর থানার পুলিশ যে সমস্ত মাঠগুলোতে তল্লাশি চালিয়েছিল তার মধ্যে একটি এলাকায় মঙ্গলবার সকালে ওই নাবালিকার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন কিছু গ্রামবাসী। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় ভরতপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যে তারা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে আমরা নিশ্চিত ও নাবালিকাকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু কী কারনে এই খুন তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সোহানাকে খুন করার আগে তার উপর কোনও যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে পুলিশ এখনও নিশ্চিত নয়। ভরতপুর থানার এক আধিকারিক জানান , সোহানার দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে। এই খুনের ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার না হলেও পুলিশ বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধে নাগাদ সৈয়দকুলুট গ্রামের বাসিন্দা সোহানা খাতুন বাড়ি থেকে খেলতে বার হয়। মিনিট ২০ পর পরিবারের লোকজন তাকে খুঁজতে শুরু করলেও কোথাও সোহানার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এরপর সেদিন রাতেই পরিবারের লোকেরা ভরতপুর থানার দারস্থ হয়। রবিবার সকাল থেকে ভরতপুর থানার পুলিশ গ্রামে বিভিন্ন মাঠে কুকুর নিয়ে তল্লাশি চালায়। কোথাও ওই নাবালিকার সন্ধান না পেয়ে এলাকার কয়েকটি পুকুরে জাল ফেলে ও ওই নাবালিকার সন্ধানে পুলিশের তরফ থেকে তল্লাশি চালানো হয়। এর পাশাপাশি চৌরীগাছা ও সালার দু'টি রেল স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ খতিয়ে দেখে। কিন্তু কোথাও ওই নাবালিকাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সিজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দুলাল শেখ বলেন, মঙ্গলবার সকালে এক কৃষক আমাকে ফোন করে জানান তাঁর জমির পাশে একটি নাবালিকার দেহ পড়ে রয়েছে। এরপর দ্রুত আমরা এলাকায় ছুটে আসি, খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পরে বাড়ির লোকেরা দেহটি সোহানার বলে সনাক্ত করেন। সোহানার মা সুলতানা খাতুন বলেন, আমার মেয়ের কোনও শত্রু নেই। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। আমার ছোট্ট মেয়েকে যারা খুন করেছে তাদের কঠোর শাস্তি চাই। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, মঙ্গলবার সকালে যে মাঠ থেকে সোহানার দেহ উদ্ধার হয়েছে সেখানে এর আগেও পুলিশের তরফ থেকে তল্লাশি চালানো হয়েছিল কিন্তু সেদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীদের অনুমান, সোহানাকে খোঁজার জন্য পুলিশ এবং গ্রামবাসীরা প্রচন্ড তৎপর হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে নিখোঁজ ওই শিশুর সন্ধান চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। সেই কারণে যারা সোহানাকে অপহরণ করেছিলেন তারা ভয় পেয়ে যায়। সোমবার গভীর রাতে সম্ভবত তারা ওই নাবালিকাকে খুন করে মাঠের মধ্যে দেহটি ফেলে রেখে দিয়ে যায়। তবে পুলিশে তরফ থেকে এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি ওই নাবালিকার মৃত্যু কবে হয়েছে। ভরতপুর থানার ওই আধিকারিক জানান, মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই স্পষ্ট হবে ওই নাবালিকাকে নিখোঁজ হওয়ার পরই খুন করা হয়েছিল না পুলিশি অভিযান শুরু হওয়ার পর তাকে খুন করা হয়েছে।

# শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নতুন ভবনের উদ্বোধন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৫ নভেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বিল্ডিং এর উদ্বোধন করেছিলেন ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। এরপর

এদিন মঙ্গলবার থেকে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর ১০০ বেডের গ্রামীণ হসপিটাল এর ইনডোর পরিষেবা চালু হলো। এর আগেই পাবলিক হেলথ ইউনিট, সিসিটি ভি পরিষেবা সমস্ত কিছু চালু হয়েছিল। এরপর আজ থেকে ইনডোর পরিসেবা চালু হল এই হসপিটালে। এদিন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিল্ডিং এর আগেই উদ্বোধন করেছেন, ডেলিভারি রুম ছিল না বলে এটি চালু করা যাচ্ছিল না। স্পেশাল পারমিশন নিয়ে ডেলিভারি রুম করার পর আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার সূচনা হলো। তার সাথে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় অনেক মানুষ উপকৃত হবেন। আগামী দিনে তাদের কালনা হাসপাতালে যেতে হবে না। এখান থেকেই পাওয়া যাবে পরিষেবা। মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ, বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সাইনেক সোম সহ বিশিষ্ট জনেরা।

**Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity**
**Udaynarayanpur, Howrah**
**PRESS NOTICE**
**E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-18/EO/25-26 Dt-20/11/2025** for 139 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2025_ZPHD_955169_1 to 2025_ZPHD_955169_139 & One(1) no. Corrigendum Notice. Dt-24/11/2025. **Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**
**ই-নিলাম নোটিস নং সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৪৭** **তারিখ ঃ ০৮.১২.২০২৫**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়, ৫ম তল, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১ ১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য স্টেশন চত্বর এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বানা করা হচ্ছে ঃ **ক্যাটালগ নং. ঃ পিইউবি-এইচডবুএইচ-২৫-৪৭। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **এসইকিউ নং., লট নং এবং বিবরণ** নিম্নরূপঃ **এএ/১,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-ওএইচ-১০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে), কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে রেলওয়ে কলোনিতে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এবি/১,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেটিএল-ওএসএন -১৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)), হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন ক্লাস্টার-IV স্টেশনের অধীনে স্টেশন চত্বরের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রচারস্বত্ব (ক) ঝাপটের ঢাল থেকে গুমানী স্টেশন পর্যন্ত (খ) আদলপাহাড়ী থেকে কুরভা স্টেশন পর্যন্ত (গ) আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে তকিপুর স্টেশন পর্যন্ত এবং (ঘ) চৌহাট্টা স্টেশন থেকে অজয় কেবিন পর্যন্ত। **এবি/২,** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন -১৪৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল)), হাওড়া স্টেশনের সাবওয়েতে প্রবেশ/প্রস্থানের দরজার নিকটে ভিড়ে ঠাসা অঞ্চলে নির্দিষ্ট স্থানে (গ্লো সাইন বোর্ডের মাধ্যমে) বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এসি/১,** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউআর৩৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে), হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের সমগ্র পার্শ্ব দেওয়ালের বহির্গাত্রের উপরিতলে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে এবং কোচগুলির অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানসমূহে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম দ্বারা) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন। **এসি/২,** এডিভিটি-ইন্টএক্সট-এস১-ইএমইউআর৪০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে), হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের (আর-৪০) সমগ্র পার্শ্ব দেওয়ালের বহির্গাত্রের উপরিতলে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে এবং কোচগুলির অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানসমূহে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম দ্বারা) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন।
HWH-412/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## অমিত শাহের ভোজনের আট বছর পর-পাল্টে গেছে কুটিয়া জোতের সেই বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নকশালবাড়ি, ২৫ নভেম্বর ঃ আট বছর আগে যাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তৎকালীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, আজ বদলে গেছে সেই বাড়ির চেহারা। বদলে গেছে সেই দম্পতির জীবনযাত্রার মানও। ঘটনাটি দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ কুটিয়া জোত গ্রামে এলাকার। যেখানে আদিবাসী গৃহবধূ গীতা মাহালীর বাড়িতে অমিত শাহ স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলেন। ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল নকশালবাড়ি সফরকালে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ এস এস আহলুওয়ালিয়া, তৎকালীন মণ্ডল সভাপতি দিলীপ বারোই-সহ দলীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ কুটিয়া জোতে পৌঁছান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওই সময় রাজু ও গীতা মাহালীর মাটির বাড়িতে কলাপাতায় পরিবেশিত ভাত, ডাল, পাঁপড়, স্কোয়াশ, বিন ও বেগুনের মিশ্র সবজি খেয়েছিলেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, শিব প্রকাশসহ দলের বেশ কয়েকজন রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। সেই সময় দম্পতির আর্থিক অবস্থা ছিল নাজুক। রাজু মাহালী রঙের কাজ করতেন, স্ত্রী গীতা মাহালী ছিলেন চা-বাগানের শ্রমিক। ঘটনার পরই দম্পতির বাড়িতে রাজনৈতিক তপরতা শুরু হয় বলে দাবি। পরবর্তীতে রাজ্য পর্যটন দফতরের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী গৌতম দেব তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর সরকারি আবাস যোজনা থেকে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ওই বাড়ির পুনর্নির্মাণ হয় বলে জানা যায়। অবশেষে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে গীতা মাহালী হোমগার্ড পদে যোগ দেন নকশালবাড়ি থানায়।

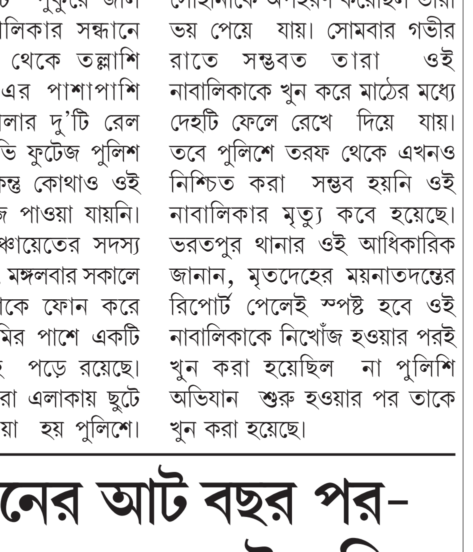


বর্তমানে পাকা বাড়ি, স্থায়ী আয়- সব মিলিয়ে আগের তুলনায় বহুলাংশে উন্নত তাঁদের জীবনযাপন করছেন দম্পতি। গীতা মাহালীর কথায়, অমিত শাহ আমাদের বাড়িতে আসার পরই সব পরিবর্তন শুরু হয়। আজ আমার কিছু অভাব নেই। শান্তিতে জীবন কাটাচ্ছি। স্থানীয়দের একাংশের মতে, এই পদক্ষেপ তৎকালীন শাসক দলের রাজনৈতিক পালটাঘুঁষি হিসেবেই নেওয়া হয়েছিল-এবং তা সফল হয়েছিল বলেই মত তাঁদের। আট বছরের ব্যবধানে তাই বদলে গেছে দক্ষিণ কুটিয়া জোতের সেই বাড়ির রূপ, বদলে গেছে মানুষের জীবনও।

## বীরভূমের প্রান্তিক এলাকায় চালু নতুন বাস রুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৫ নভেম্বর ঃ এবার যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে আরও উন্নত। মূলত জেলার প্রান্তিক এলাকাগুলির সঙ্গে বীরভূমের সদর শহর সিউড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত এবং সহজ করতে নতুন বাস রুটের সূচনা হল। দাক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (SBSTC) এই বাস পরিষেবার সূচনা হল পাইকর থানার অন্তর্গত মিত্রপুর গ্রাম থেকে। উদ্বোধন করেন মুরারই বিধানসভার বিধায়ক মোশারফ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন মুরারই দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোক্কামেল হোসেন, সমিতির পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ ফারহানুল হক প্রমুখ। প্রশাসন সূত্রে খবর, বীরভূমের মুরারই দুই নম্বর ব্লকের মধ্যে রয়েছে মিত্রপুর, পাইকর, হিয়াতনগর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। প্রধানত চাষি, রাজমিস্ত্রি ও দিনমজুরদের বসবাস। এত দিন প্রান্তিক এই এলাকার সঙ্গে সিউড়ির যোগাযোগের জন্য কোনও বাস ছিল না। কারণ সিউড়ির মধ্যে রয়েছে একাধিক প্রশাসনিক ভবন, জেলাশাসক অফিস ইত্যাদি। চালু হওয়া বাসরুটটি মুর্শিদাবাদের ওমরপুর থেকে সিউড়ি পৌঁছাবে। প্রশাসন সূত্রে খবর, বাসটি ওমরপুর থেকে ছেড়ে এসে মিত্রপুর, পাইকর মুরারই হয়ে রামপুরহাট ঢুকবে। সেখান থেকে সিউড়ি পৌঁছাবে। এলাকাবাসীরা জানান, নানা কাজে সিউড়ি যেতেই হয়। এ রুটি চালু হওয়ায় কম খরচে কম সময়ে সদরে পৌঁছনো যাবে। জানা যায়, বাসটি প্রত্যেকদিন সিউড়ি থেকে ভোর ৪.৪৫-এ ছেড়ে ওমরপুর পৌঁছবে সকাল ৭.৩৫ নাগাদ। ওমরপুর থেকে সকাল ৭.৪৫ এ ছেড়ে ১০.৪০ পৌঁছাবে সিউড়ি। আবার পুনরায় সিউড়ি থেকে সকাল ১১ টায় ছেড়ে দুপুর ২ টো নাগাদ ওমরপুর পৌঁছাবে। আবার ওমরপুর থেকে বিকেল ৩.০৫ নাগাদ ছেড়ে সিউড়ি পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ। বিধায়ক মোশারফ হোসেন বলেন, আগামীতে রাজগ্রাম থেকে সিউড়ি বাস পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে বাসরুটের সূচনা করেন বিধায়ক।

## খড়িবাড়িতে ২৮৭ সোলার স্ট্রিট লাইটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ নভেম্বর ঃ 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের অংশ হিসেবে খড়িবাড়িতে শুরু হল আলোর নতুন

দিশা। সোমবার খড়িবাড়িতে প্রায় ২৮৭ টি সোলার স্ট্রিট লাইট বসানোর উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। জানা গেছে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে মোট প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খড়িবাড়ির বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় বসানো হবে এই সোলার লাইটগুলি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় গ্রাম বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নে জোয়ার এসেছে। বিশেষত, তৃণমূলের বিধায়ক -সাংসদ না থাকা সত্ত্বেও জেলা পরিষদ, মহকুমা পরিষদ, পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি একযোগে উন্নয়নের কাজে কোন খামতি রাখছে না। আগামীদিনে আরও বহু প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তিনি আরো বলেন বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০৫ টি, খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪০ টি এবং রানীগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪২ টি সোলার স্ট্রিট লাইট বসানো হবে। এলাকাবাসীর মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতেই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাদক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ, খড়িবাড়ির ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক দিপ্তী সাউ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সভাপতি রত্না রায় সিংহ, বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা রায় সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। স্থানীয় বাসিন্দা গণেশ উরাঁও বলেন, সোলার লাইট বসানোর জন্য খুব আনন্দিত। তিনি বলেন যে থানঝোড়া চা বাগানের কাছেই ফরেস্ট (জঙ্গল) থাকায় প্রায়শই হাতি আসে, এবং কিছুদিন আগে এক বৃদ্ধাকে হাতি মেরে দিয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সোলার লাইট বসানোয় তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন। তিনি পঞ্চায়েত মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতি, মহকুমা পরিষদ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সোলার লাইট বসানোয় খুশি স্থানীয়রাও।

## রাজ্যের ২৭ হেরিটেজ সংস্থার তালিকা প্রকাশ

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ঃ রাজ্যের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী হেরিটেজ, স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপত্যগুলি সংস্কার করে সেগুলি নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষনের জন্যে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন এই রাজ্য ছাড়াও মুম্বাই, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের মোট সাতাশ টি বিশেষজ্ঞ সংস্থার নাম তালিকাভুক্ত করেছে। প্রস্তাবিত হেরিটেজ স্থাপত্যগুলির উপরে সমীক্ষা চালিয়ে সেগুলি সংস্কারের জন্যে সংস্থাগুলিকে দিয়ে ডিপিআর তৈরি করানো হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি রাজ্যের সম্ভাব্য এবং প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক হেরিটেজ স্থাপত্যগুলি সংরক্ষন করে রক্ষনাবেক্ষন করবে সংস্থাগুলি। তিন বছরের জন্যে সংস্থাগুলির এই তালিকা বৈধ থাকবে। উল্লেখ্য ২০০১ সালে রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়ার পরে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আই এ এস আধিকারিক আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কমিশনের মোট বাইশ জনের কমিটি ২০০৫ সাল থেকে কাজ শুরু করে।

## মহিষাদলে হনুমানের কামড়ে আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৫ নভেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে মহিষাদল থানার মধ্যহিংলি গ্রামে হনুমানের কামড়ে জখম হলেন তিনজন। বর্তমানে তাঁরা বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। এলাকাবাসীদের দাবি, এদিন সকালে ধান কাটতে মাঠে যাওয়ার সময় আচমকাই একটি হনুমান তাঁদের কামড়ে দেয়। গুরুপদ মাইতি, বিষ্ণু প্রামানিক ও গৌরীবালা ভুঁইয়া জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মধ্যহিংলি এবং লাগোয়া ঝাউপাথরা গ্রামে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এও জানা যাচ্ছে, এদিন সকালে টিউশনি পড়তে যাওয়ার সময় হনুমানের তাড়া খেয়ে কয়েকজন পড়ুয়া সাইকেল ছেড়ে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে ওই হনুমানটিকে উদ্ধারের জন্য বন দফতরকে জানিয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেও ওই মধ্যহিংলি গ্রামে হনুমানের তাণ্ডবে পর পর বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছিলেন।

**Notice**
A probate application has been filed in the Court of the Learned District Delegate, Howrah, being **Probate Case No. 30 of 2024**. The application has been submitted under Section 276 of the Indian Succession Act, 1925 for the grant of probate of the Will of Late Smt. Madhu Sharma, wife of Narendra Kumar Sharma, who passed away on 14 August 2023. The petitioner in this case is Avinash Sharma, son of Late Madhu Sharma and resident of Dwarika Complex, 20 Curie Road, Padmapukur, Santragachi, Howrah. The probate concerns a property measuring 1 cottah 6 chittaks 10 sq. ft. with a two-storied pucca building (1600 sq. ft. built-up area) located at 20, Curie Road, P.S. Shibpur (now A.J.C. Bose Botanical Garden P.S.), District Howrah, recorded under Deed No. 4780 of 2001, Book 1, Volume 104. The Court has issued a public notice stating that any person having an interest in the said property may appear before the Learned District Delegate, Howrah on 28 January 2026 at 10:30 AM (date appears misprinted in text as 2026–2025) to file any objection. Failing to do so will result in the application being heard ex parte.
By Order
District Delegate, Howrah Court

**বিজ্ঞপ্তি**
আমার মক্কেল শফি আহমেদ পিতা-জাবর আহমেদ গত ২২.১০.২০১৩ তারিখে হাওড়া ডি.এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I 9595 (বুকনং- I) নম্বর পাওয়ার অফ অ্যাটনি বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী আশিষ দাস পিতা- অনিল কুমার দাস নিকট হইতে উনসানী মৌজায় হাল 1882, 1883 দাগে 5 কাটা 30 বর্গফুট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিমায় কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

**নোটিশ**
**আমমোক্তারনামা**
কুমারেশ আইচ পিতা-প্রবোধ চন্দ্র আইচ ও গায়ত্রী আইচ পিতা-কুমারেশ আইচ সাং- রামগড় কলোনী, যাদবপুর, উত্তর ২৪ পরগনা। বিগত ইং ০২.০৭.২০২৪ তারিখে SOUTH - 24 PARGANAS DSRIII রেজিষ্টীকৃত ১০৭৫০ নং আমমোক্তারনামায় শিবরাম চ্যাটার্জী পিতা-বানিকুমার চ্যাটার্জী, বোলপুর, ভুবনডাঙ্গা, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম থানা বোলপুর মৌজা বোলপুর JL- ৯৯ খতিয়ান নং-৫০৩৪ দাগ নং-২৫৯, ২৬৪ পরিমান - ০.০৩৭৫ একর যাহা শিবরাম চ্যাটার্জী ২৬০৫.২০২৫ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বাহির I-5386 কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রামান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিনের মধ্যে।
ইতি
সৈয়দ আমীর হোসেন
আইনজীবী
বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

**Office of The Bikihakola Gram Panchayat**
**Bikihakola, Panchla, Howrah**
**Tender Notice No.- BHGP/224/APAS/ 2025, Date:- 25/11/2025**
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 4(Four)Nos. work: (1) Construction of Concrete road, (2) Sinking of Tubewell, (3) Installation of Solar Street light, (4) Construction of Drain. Bid submission start date (online):- **25.11.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):-**03.12.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**05.12.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

**বিজ্ঞপ্তি**
আমার মক্কেল শ্রী সঞ্জিত মন্ডল পিতা শ্রী কৃষ্ণ মন্ডল, সাং- পশ্চিম শান্তিনগর, প্রান্তিক-২, আনন্দনগর, বালী নিশ্চিন্দা, হাওড়া -৭১১২০২. বালী মৌজায় সামিল এ. ডি. এস.আর এ সম্পাদিত ১২৩৭৪ /২৩ নম্বর দলিল মূলে সাবেক-১২৩৫ হাল-১২৬৩ নং দাগে ও সাবেক-২০২ নং হইতে আগত হাল-১১২৭৮ নং খতিয়ানে ১০ কাটা পরিমাণ সম্পত্তি এ. ডি. এস.আর এ সম্পাদিত ২২.১১.২০২৩ তারিখে ২১২০১৬ / ২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে (আমমোক্তার নামা গ্রহীতার নাম শ্রী রামপ্রসাদ অধিকারী ও পূর্ণিমা অধিকারী) শ্রী জয়ন্ত পাল এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। এবং বালী - জাগাছা বি.এল.এন্ড. এল.আর.ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী - জাগাছা বি. এল.এন্ড. এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

**নোটিশ**
**আমমোক্তারনামা**
অসীম ব্যানার্জ্জী পিতা-স্বাধীন ব্যানার্জ্জী সাং- উখড়া, পশ্চিম বর্ধমান বিগত ইং ১০.০৬.২০২৪ তারিখে BIRBHUM DSR রেজিষ্টীকৃত ৬১৫৭ নং আমমোক্তারনামায় তাপস কুমার মন্ডল পিতা -কালীচরন মন্ডল, হালসিডাঙ্গা, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা- বীরভূম, থানা- বোলপুর, মৌজা শিবপুর-১০২ খতিয়ান নং-৫৩৪ দাগ নং-৩৮৪ পরিমান -০.১২৫০ একর যাহা তাপস কুমার মন্ডল ২৭.০৬.২০২৪ তারিখে A. DSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বাহির I-7101 ও মিঠুন মন্ডল ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে I-10299 কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রমাণ সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিনের মধ্যে।
ইতি
সৈয়দ আমীর হোসেন
আইনজীবী
বোলপুর কোর্ট, বীরভূম

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৬৮ তারিখ ঃ ২৪.১১.২০২৫।** প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১০২৫১১১৮,** ট্র্যাকশন মোটর কুলিং ব্লোয়ার-এর জন্য মোটর। ১,৩৪,৩৬০ টাকা। **(২) ১০২৫১২১৪,** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটরের জন্য আর্মেচার শ্যাফ্ট। ১,১৫,৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.১২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১ এবং ২-এর জন্য)। **(৩) ১১২৫১৫৪০,** সেকেন্ডারি স্প্রিং। ১,৭৬,৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০১.২০২৬, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৪) ১১২৫১৫৯৮,** এফআরপি ডোর উইন্ডো গাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট সংগ্রহের কাজ। ১,০৬,৫৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.১২.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৫) ১০২৫২২৮৪,** প্রাইমারি স্প্রিং (এন্ড অ্যাক্সেল)। ১,২২,২৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৬) ১৫২৫৫০০৪সি,** ইওটি ক্রেন ২০ টন। ১,২০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০১.২০২৬, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৭) ১০২৫২৪৮৩,** ট্রানজিশন স্ক্রু কাপলিং-এর সংশোধিত ব্যবস্থা। ১,১৯,৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১২.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৮) ১১২৫১৫৯৫,** অক্সিলিয়ারি রিজার্ভার ২০০ লিটার সম্পূর্ণ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৩২,০৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.০১.২০২৬, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৯) ১৪২৫১০২৬,** স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস ঃএস ৬৩/২০১৪ (রেভ. ৪) এবং আইএস ১৫৫৪ পার্ট ১ অনুসারে ২ কোর x ১০ বর্গ মিমি আকৃতির উচ্চ পরিবহন ক্ষমতার গোলাকৃতি কপার কন্ডাক্টর সহ ভূনিম্নস্থ, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড রেলওয়ে পাওয়ার কেবেল (স্ট্র্যান্ডেড ৭ x ১.৪০ মিমি.)। ৯,২১,৯৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১০) ১৬২৫১১৫৪,** আনইনসুলেটেড ক্যাডমিয়াম কপার ক্যাটেনারি ওয়্যার। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৫.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১১) ২২২৫৫৪৯০এ,** আনইনসুলেটেড ল্যামিনেটেড বাইরের এবং ভেতরের ফ্লেক্সিবল ডবল ওয়াল সকেট সমেত স্ট্যান্ডার্ড অ্যাবাভ নি প্রস্থেসিস, কার্বন ফাইবার-জলরোধী উচ্চ কার্যক্ষম (কেত) ফুট, পলিসেন্ট্রিক নিউম্যাটিক সিলিন্ডার নি জয়েন্ট, তৎসহ টিইএস বেল্ট, সিলিকন জেল লাইনার, সকেট লক, ফিনিশিং-এর জন্য অ্যাবাভ নি ফোম এবং কসমেটিক স্টকিং। যে সংস্থা দফাটি সরবরাহ করবে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে তাদের নিজস্ব গেইট ট্রেনিং কেন্দ্র থাকা আবশ্যিক।। ১,৯৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১২) ২০২৫১০৬৭,** আধুনিকীকৃত ফ্রন্ট এবং ব্যাক কভারের সেট ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৩৪,৯৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৫.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৩) ১১২৫১৫২০,** বাইট টাইপ ফিটিংস-এর সেট। ১,৮০,৪০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.০১.২০২৬, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) ০৪২৫৫০১৬,** আরডিএসও এসকে নং সিআর ৮৩৫ অনুসারে সলিড হুইল ডি৯২০। ৪,৭৩,১৩০ টাকা। **(১৫) ১১২৫১৩২৬,** ব্লাইন্ড সকেট অ্যাসেম্বলি। ৯,০০,৩৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৫.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৪ এবং ১৫-এর জন্য)। **(১৬) ১৬২৫১০১৩এ,** শর্ট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি। ১০,০৪,৬৫০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৭)১০২৫৫০৪৪,** রোলার বেয়ারিং ব্যতীত অ্যাক্সেল বক্স সম্পূর্ণর সেট। ১,৪৫,৮৫০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.১২.২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৮) ০৫২৫১০১৯,** পেন্ট ব্ল্যাক জাপান টাইপ-এ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৩৫,৫৮০ টাকা, **(১৯) ০৫২৫১২৭৬,** সাধারণ কাজের জন্য পেন্ট রেডি মিক্সড অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৪৩,২৮০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০১,২০২৬, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৮ এবং ১৯-এর জন্য)। **(২০) ১০২৫৫০৪৩,** বুল গিয়ার ১০৭ টিথ। ১,৬৪,৫৬০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৬.১২,২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২১) ২২২৫৫৬৮২,** ইঞ্জেকশন র‍্যানিবিজুম্যাব ১.৬৫ মি. গ্রা/০.১৬৫ মিলি পিএফএস। ০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০২.১২,২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২২) ২২২৫৫৫২২,** ইঞ্জ. হিউম্যান কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর-VII এ ২ মিগ্রা (১০০ কেআইইউ) (রেলওয়ে বোর্ডের পণ্য তালিকায় অনুমোদিত নির্মাতা সংস্থাতে পণ্যটি প্রাপ্য হতে হবে)। ০ টাকা, **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১১.১২,২০২৫, **সময় ঃ** দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র নং ১ থেকে ২২ প্রতিটির জন্য)।
**দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-52/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**CORRIGENDUM**
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.IT No and **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-76/ 2025-26** (SL. No 01& 02) Tender Id is 2025_MAD_936288_1 & 2025_MAD _936288_ 2 Bid Submission closing date (Online) **24/12/ 2025** instated of **24/11/2025** and Bid Submission opening date (Online) **26/12/2025** instated of **26/11/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

**PUBLIC NOTICE**
This notice is hereby issued on behalf of **M/s. The Indian Performing Right Society Limited ("IPRS")** having its registered office at 208, Golden Chambers, New Andheri Link Road, Andheri (W), Mumbai-400053 for the information of the public at large that a Resolution has unanimously been passed in the Board Meeting of the IPRS dated 10th December, 2019 pertaining to the induction of the Legal Heirs of the deceased members as Legal Heir Members (LHM) of the IPRS on the basis of submission of Affidavits and Indemnity Bonds as per the prescribed format duly affirmed by oath officers / Notary Public / concerned Govt. officers along with an undertaking of providing Succession Certificate and / or Legal Heir Certificate issued by the competent court of law or the concerned Govt. authority to the IPRS within a period of four years from the date of their enrolment as legal heir members. In case anyone has any objection, they may email at admin@iprs.org or write to us on the above address within 15 days of this notice.
The Indian Performing Right Society Limited (IPRS) has, post the requisite scrutiny of the documents submitted by the members following due process of law, enrolled the following legal heirs of the deceased members as Legal Heir Members till 18th November, 2025.

| Sr. No. | IPI No. | Name | Legal Heir Name | AD. Date | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NM | Satyendra Athaiya | Radhika Gupta | 13/10/25 | Kolkata |
| 2 | 00058998700 | Salil Chowdhury | Antara Chowdhury | 24/10/25 | Kolkata |
| 3 | 00058998700 | Salil Chowdhury | Sanchari Chowdhury | 24/10/25 | Kolkata |
| 4 | 01182329949 | Shyam Patra | Shanti S Patra | 17/11/25 | Kolkata |
| 5 | NM | Ananda Shankar | Tanusree Shankar | 17/11/25 | Kolkata |
| 6 | NM | Ananda Shankar | Sreenanda Shankar | 17/11/25 | Kolkata |

Dated this 26th day of November, 2025.

**Office of The Bikihakola Gram Panchayat**
**Bikihakola, Panchla, Howrah**
**Tender Notice No.- BHGP/225/APAS/ 2025, Date:- 25/11/2025**
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 3(Three)Nos. work: (1) Installation of Mini High Mast light, (2) Construction of Drain with covered, (3) Construction of Drain with covered. Bid submission start date (online):-**25.11.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):-**03.12.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**05.12.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

**Chakpara Anandanagar Gram Panchayat**
**Bhattanagar, Liluah, Howrah**
**NIT No. WB/HWH/BJPS/SBGP/NIT11/25-26.**
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **04 Nos.** different works. e-Published Date: **17/11/2025 from 06:00 PM**. Bid submission start date : **17/11/2025 from 06:00 PM**. Bid submission end date : **10/12/2025 up to 11:00 AM**. Bid opening date for Technical : **12/12/2025 at 11:00 AM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Prodhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

**UNITY** Small Finance Bank
**Unity Small Finance Bank Limited**
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তসির্জ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮
**প্রতীকী দখলের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন**
যদিও, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণকে বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের উপর নিম্নোক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে। ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা ৮ এর বিধানাবলী, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

| | চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|
| ১. রমেশ কুমার মন্ডল ১২৮ /এ, দোহারিয়া মিলানপল্লী মধ্যগ্রাম, পো- গঙ্গানগর থানা- মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৩২ এর মাধ্যমে আর এম গোল্ড (ঋণগ্রহীতা) প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এছাড়াও জেআই এবং দাগ নং ১৪৪৩ আরএস খতিয়ান নং ১৪৪৩ , দাগ নং ১৪৪৩ আরএস খতিয়ান নং ৪৯ । খতিয়ান নং ৯৯৬ এলআর খতিয়ান নং ১৮৯৮, থানা ও পৌরসভা- মধ্যমগ্রাম, ওয়ার্ড নং ৯, হোল্ডিং নং ১২৮ /এ দোহারিয়া মেঠোপাড়া, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩২। ২. রমেশ কুমার মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধক) অগ্রদীপ সংঘ, দোহারিয়া মিলানপল্লী, বারাসাত-ii, ডিজিটাল পারিসেবা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩২। ৩. সানু কুমারী (সহ-ঋণগ্রহীতা) ডিজিটাল পারিসেবার কাছে, দোহারিয়া মিলানপল্লী, মধ্যগ্রাম(মি), ডিজিটাল পারিসেবার কাছে, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩২। ৪. লালচাঁদ মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ১৫, বারাসত, দোহাদিয়া মেথাপাড়া মিলনপল্লী গঙ্গানগর, গঙ্গানগর, গঙ্গানগর, ডিজিটাল পারিসেবা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩২। ঋণ হিসাব নম্বর - USFBKOLLOAN000005012015। প্রতীকী দখল তারিখ - ২১-১১-২০২৫ | ০৯.০৭.২০২৫ তারিখের ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ১৫,২৫,৬৮২.৩৮ /- টাকা (পনেরো লক্ষ পঁচিশ টাকা হাজার ছয়শ বত্রিশ টাকা এবং মাত্র আটত্রিশ পয়সা) ০৯.০৫.২০২৫ তারিখের সাথে প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ। |

বন্ধক রাখাসুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ মৌজা দোহারিয়া, জে.এল. নং ৪৫, তৌজি নং ১৪৬-এ অবস্থিত ১০০০ বর্গফুট একতলা পুক্কা ভবন (সিমেঃট দিযে.সজ্জিত) সহ উল্লিখিত ০২টি কুটির জমির মধ্যে ৭ নম্বর স্কিম দ্বারা চিহ্নিত প্লট দ্বারা চিহ্নিত এলাকা, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৪৪২ (০৯টি চিটক্যাল ৩১ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের জন্য বালি জমি) এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৯৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৬৬ এবং আর.এস. দাগ নং এর অধীনে অবস্থিত। ১৪৪৩ (বাস্তু জমি পরিমাপ ০৬ টি ছিটমহল ১৪ বর্গফুট) আর.এস. খতিয়ান নং ৯৬৬, থানা মধ্যমগ্রাম, আদ্রো বারাসত, জেলা উত্তর ২৪-পরগনা এবং মধ্যমগ্রাম পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে, ১২৮এ হোল্ডিং নং, মেঠোপাড়া (উত্তর) যা নিম্নরূপে খোদাই এবং আবদ্ধ- বন্ধকী দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তর প্রকল্পের প্লট নং ''৫'' এবং ''৮''। দক্ষিণে ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ এবং অন্যান্য জমি। পূর্ব প্রকল্পের প্লট নং ''৬'' গণেশ দাসের উপর। পশ্চিমে ৮ ফুট। ব্যাপক সাধারণ প্যাসেজ।

| | |
|---|---|
| ১. কামরান এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) প্রতিনিধিত্ব করেছেন / দ্বারা কলিমুল্লাহ মন্ডল গ্রাম- মালেয়াপুর পাড়া মালেয়াপুর থানা- বাদুড়িয়া, পোস্ট অফিস- রঘুনাথপুর, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩৪০১। এছাড়াও গ্রাম মালেয়াপুর পোঃ- রঘুনাথপুর থানা- বাদুড়িয়া দাগ নং ১৯২৪, ১৯১৯, জে এল নং ৬২ খতিয়ান নং ২৭৯৬ মৌজা - মালেয়াপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪০১। ২. কলিমুল্লাহ মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধক)। ৩. হালিমা খাতুন (সহ-ঋণগ্রহীতা) মালেয়াপুর মালেপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, বাদুড়িয়া গোখানা সেতুর কাছে, উত্তর ২ ৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪০১। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর - USFBKOLLOAN000005014635। প্রতীকী দখলের তারিখ - ২১-১১-২০২৫ | ০৮.০৭.২০২৫ তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি ০৯.০৭.২০২৫ তারিখের পরিমাণের জন্য ২১,২০,৯১৮.৩৬ /- (টাকা বিশ- এক লক্ষ বিশ হাজার উনত্রিশ একশো আঠারো ছত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ। |

বন্ধক রাখাসুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত জমির টুকরো এবং পার্সেল, প্রায় ১৩৯৫.৮৭ বর্গফুট আয়তনের এক তলা ভবন পরিমাপের সাথে, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১৯১৯ এবং ১৯২৪ এর অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং ২৩১ এবং ৮৯৭ এর অধীনে স্থায়ী থেরিয়ন গঠনকারী অংশ, যা বর্তমানে মৌজা মালেয়াপুর, জে.এল. নং ৬২ এর অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৯৬ এর সাথে সম্পর্কিত। রঘুনাথপুর, ২৪ পরগণার জেলার মধ্যে, পিন ৭৪৩৪০১, রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে গ্রাম মরায়াপুরে, সাধারণ প্যাসেজ, ফিটিং এবং ফিক্সচার, সীমানা প্রাচীর এবং সকল ধরণের ইজমেন্ট এবং আধা-ইজমেন্ট ব্যবহারের অধিকার সহ, যা নিম্নরূপে খোদাই এবং আবদ্ধ করা হয়েছে- বন্ধকী দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরেঃ দক্ষিণে খলিল মন্ডলের খালি জমি (দাগ নং ১৯২৪) পূর্বে -আবদ আলীর (দাগ নং ১৯২৫) নির্মাণ দ্বারা- পশ্চিমে ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা- পশ্চিমে মালিকের খালি জমি দ্বারা- মালিকের খালি জমি দ্বারা।

তারিখ- ২৬।১১।২০২৫ স্থান- কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /- অথোরাইজড অফিসার, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিচেড

# ‘কথা রাখেনি’ বিসিসিআই! গুয়াহাটি-বিপর্যয় কি কঙ্কালসার ঘরোয়া ক্রিকেটেরই অনিবার্য সিম্পটম?

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

ইডেনে মুখ থুবড়ে পড়া ব্যতিক্রম নয়। নিউজিল্যান্ডের হাতে চুনকাম খাওয়াটাও নয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা। গুয়াহাটির ময়দানে ব্যাটিং লাইন আপ ভেঙে পড়া, অকাতরে রান বিলোনো, ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ম্যানেজমেন্টের দ্বিধাতুর অবস্থান আসলে একটা খুব চেনা ও পরিচিত রোগেরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ। যারা গলদের গোড়া খুঁজতে বসে স্রেফ মহম্মদ সামির মতো কয়েকজন যোগ্য, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া নিয়ে হইচই করতে নারাজ। বদলে নজর ঘুরিয়েছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের দিকে। কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিসিসিআই আর কতটুকু কথা রেখেছে-এই হিসেব বুঝে নেওয়ার সময় আসন্ন-আওয়াজ ইতিমধ্যে দেশের ক্রিকেট মহলে উঠতে শুরু করেছে! গুয়াহাটির সকাল তাই শুধু একটি অবক্ষয় নয়-পূর্ণাঙ্গ ‘ডায়াগনোসিস’ ভারতীয় ব্যাটিং-ধসকে ঘিরে যত আলোচনা, যত হতাশা, তার মূলে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে-রঞ্জি ক্রিকেট দিয়ে টেস্ট টিম গঠনের অধরা স্বপ্ন, যা এখন কাগজে-কলমে আটকে! মাঠে, নির্বাচনী চর্চায়, নীতিতে-কোথাও তার প্রতিফলন আগের মতো নেই। বিসিসিআই বহুদিন ধরেই বলে আসছে-‘রঞ্জির পারফরম্যান্সই সিলেকশনের মূল মাপকাঠি!’ কিন্তু সেই কথার সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব রীতিমতো দৃষ্টিকটু। নির্বাচনে এখন ‘প্রজেক্ট ক্রিকেটার’ ধারণা শক্তিশালী-যাঁরা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এখনও নিজেদের পুরোপুরি মজ্জায়-মজ্জায় প্রমাণ করতে ব্যর্থ, তাঁরাই পাচ্ছেন সুযোগ। আর ঘরোয়া লিগে পাহাড়প্রমাণ রান বানিয়ে চলেছেন যাঁরা, বসতে হচ্ছে সাইড বেঞ্চে। পরিসংখ্যান নির্মম-করুণ নায়ারের ১২৫ ম্যাচে ৫০-এর গড়, সরফরাজ খানের ৬০ ম্যাচে ৬৩.১৫-আগে যেটা ‘অটোমেটিক টেস্ট টিকিট’-এর সমতুল্য, এখন কোনও নিশ্চয়তাই তৈরি করছে না। তুলনায় সাই সুদর্শনের ৩৮ ম্যাচে ৩৯-এর গড় বা জুরেলের সীমিত অভিজ্ঞতা-এই সবই ইঙ্গিত করছে

নির্বাচনের মেরুদণ্ড কতটা বেঁকে গিয়েছে! সমস্যা শুধু খেলোয়াড় বাছাইয়ে? নাকি ক্রিকেট-বুদ্ধিরও? গুয়াহাটিতে তার প্রমাণ মিলেছে। টপ অর্ডারের পতন বাঁধাধরা চিত্রনাট্য-হঠকারিতা, পরিস্থিতি না বোঝা, সেশন-পাঠ না জানা। সেখানে ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে কুলদীপের ৩৫ ওভারের ‘গ্রাইন্ডিং’ জুটি এক জমজমাট ক্লাসরুম-টেস্ট ক্রিকেট কী, তা শেখানোর পাঠ। অথচ সেই পাঠেই অনুপস্থিত থাকা তরুণ ব্যাটারদের খেলানো হচ্ছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও টেস্ট জার্নির অর্ধেক পথও পেরোয়নি। এই জায়গাতেই বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য স্পষ্ট-টেস্ট ক্রিকেট ভবিষ্য তৈরি করার ল্যাবরেটরি নয়। এটা এমন এক ফরম্যাট, যেখানে টেকনিকের পাশাপাশি চরিত্র, মেজাজ, পরিস্থিতি অনুধাবন-সব মিলিয়ে ব্যাটারের পূর্ণতা দরকার। এই পরিণতি আসে শুধুই ঘরোয়া ক্রিকেটের ‘স্কিল-গ্রাউন্ডে’-এ। রঞ্জিতে যাঁরা রান করছেন, তাঁরা ঠিক সেই কঠিন পরিস্থিতিতে বারবার তৈরি হচ্ছেন-শুষ্ক পিচ, স্থৈর্যের পরীক্ষা, ৯০ ওভার ধরে লড়াই-যা ভারতীয় টেস্ট ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বড় অক্সিজেন। কিন্তু সেই অক্সিজেনই ধীরে ধীরে কমছে। ফলে ক্রমশ দৃশ্যমান-পরাজয়টা আসলে বহিরঙ্গে, ভিতরে ভিতরে সিস্টেমটাই দুর্বল! কারণ সেটা তো আমাদের টেস্ট ভাবনা তৈরি করে-কোন পজিশনে কে খেলবে, কতটা রোটেশন হবে, কোন অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেওয়া হবে। এবং সেখানেই ভারত এখন ‘অতিরিক্ত ভবিষ্যমুখী’ হয়ে পড়ছে। একটা কথাই ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে-ভারত কি সত্যিই পুনর্গঠনের পথে? নাকি সত্যিটা অন্য? টিম ইন্ডিয়া তো বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ক্রিকেট কাঠামোর দেশ। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী টেস্ট হোম রেকর্ডের মালিক। এমন ময়দানে কী করে বাছাই নীতিতে অভিজ্ঞতার মূল্য হুড়মুড়িয়ে কমে গেল? দীর্ঘদিন ধরে যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে-‘এখন হারলেও ভবিষ্য গড়ে উঠবে’-সেটা প্রশ্নের মুখে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট প্রতিশ্রুতি কিংবা সম্ভাবনা তৈরির মতো ছোট দল নয়। তারা জেতার জন্যই খেলে। হার মানে প্রশ্ন-আর সেই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে থাকে গোটা সিস্টেমে। আজ তাই গুয়াহাটি বুঝিয়ে দিচ্ছে-পরাজয়টা স্রেফ কাকতালীয় নয়, এটা পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা! রঞ্জির গুরুত্ব যদি কেবল কথা আর প্রেস রিলিজে সীমাবদ্ধ থাকে, আর জাতীয় দলে সুযোগ তৈরি হয় ‘প্রজেক্ট’ বা বয়সভিত্তিক ভাবনায়-তবে এমন ধস আরও নামবে। সোজা কথা-তরুণেরা দরকার, কিন্তু ‘অভিজ্ঞতা বিলাসিতা নয়-টেস্ট ক্রিকেটে সেটা অপরিহার্য। ভারতের দল নির্বাচনে এই দুইয়ের মিশ্রণই এখন অনুপস্থিত। যদি ঘরোয়া ক্রিকেটকে সত্যিকারের মানদণ্ড করা না হয়, যদি রঞ্জির সেরা পারফরমারদের নিয়মিত সুযোগ দেওয়া না হয়, যদি ক্রিকেট-বুদ্ধির স্কুলে তরুণদের পাঠ পড়ানো না হয়-তবে এই বিপর্যয় আরও বড় আকার নেবে। গুয়াহাটির স্কোরবোর্ড তাই শুধু পিছিয়ে পড়া নয়-এ এক সতর্কবার্তা। সমস্যা উইকেটে নয়, সমস্যাটা ভিত্তিতে। এখন সময় ভিতটা মেরামত করার।

# গুয়াহাটিতেও ভরাডুবির অপেক্ষায় টিম ইন্ডিয়া

**সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ২৫ নভেম্বরঃ** পিচ এখন আর ‘রাস্তা’ নয়। এখন রীতিমতো খানাখন্দ দেখা যাচ্ছে। আর তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ভরাডুবি কার্যত সময়ের অপেক্ষা মনে হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৪৯ রানের বিরাট লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের রান ২ উইকেট হারিয়ে ২৭। কেএল রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল আউট। পঞ্চম দিন সকালে ভারতের হয়ে ব্যাট করতে নামবেন সাই সুদর্শন (২) ও কুলদীপ যাদব (৪)। এর মধ্যে কুলদীপকে নামানো হয়েছে ‘নাইট ওয়াচম্যান’ হিসেবে। তবে দেখে মনে হচ্ছে, তিনিই গুয়াহাটির পিচে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ। সাই সুদর্শন ব্যাক ফুটে সামলে নিচ্ছেন ঠিকই, তবে পঞ্চম দিন সকালে জানসেনদের সামনে আরও বড় পরীক্ষা হবে। ঠিক যেভাবে পরীক্ষায় বসে ব্যর্থ হয়ে ফিরলেন যশস্বী (১৩)। বল শরীরের দিকে একটু ঢুকে এলেই টাল সামলাতে পারছেন না তিনি। আর যে পিচকে ‘রাস্তা’ বলে কুলদীপ দ্বিতীয় ইনিংসে কোনও উইকেট পেলেন না, সেখানে এক হাত টার্ন করালেন সাইমন হার্মার। রাহুলের (৬) ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক দিয়ে বল ঘুরে উইকেট ভেঙে দিল। কুলদীপ-জাদেজারাও এরকম টার্ন পেয়েছেন। কিন্তু সেগুলো দিব্যি সুইপ-রিভার্স সুইপ করে কাটিয়ে দিয়েছেন ত্রিস্তান স্টাবসরা। ভারতীয় ব্যাটাররা সেই পথে হাঁটছেন না। এরপর ব্যাট করতে আসবেন ধ্রুব জুরেল, ঋষভ পন্থরা। প্রথম ইনিংসে দু’জনেই ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন। সামনে ৫২২ রানের বিরাট লক্ষ্য। হাতে একটা দিন, ৯০ ওভার। রান তাড়া করে জেতা সম্ভব নয়। শুধু দেখার বড়জোর টিকে থেকে টেস্ট ড্র করতে পারে কিনা। অবশ্য তাতেও সিরিজ হার আটকানো যাবে না। কিন্তু তাতে অন্তত টেস্ট সিরিজে ব্যাটিংয়ের ‘ক্লাস’ হয়ে যাবে।

## ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের হয়ে গোলের জন্য মুখিয়ে মানজোকি

**সংবাদ সংস্থা, হংকং, ২৫ নভেম্বরঃ** গতবার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলে গিয়েছিলেন সেজার লোবি মানজোকি। এই আফ্রিকান ফরোয়ার্ডকে নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা থাকলেও খুব একটা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে মাত্র একটি গোল করতে পেরেছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নয়া সিজনে যে রাখা হবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সকলের কাছেই। সেটাই

হয়েছে শেষ পর্যন্ত। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে হংকংয়ের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বছর ঊনত্রিশের এই সেন্টার ফরোয়ার্ড। এবারের নতুন মরসুমে তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে ইস্টার্ন। তবে এখনও পর্যন্ত এই লিগে প্রায় একাধিক ম্যাচ খেলে ফেললে ও গোলের মুখ খোলা সম্ভব হয়নি। সেই হতাশা কাটিয়ে খুব শীঘ্রই নিজের পুরনো ছন্দে ফিরতে চান মানজোকি। আগামী ২রা ডিসেম্বর কিটচির সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের। এখন সেই ম্যাচ থেকেই নিজের গোলের খরা মেটাতে চাইবেন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই প্রাক্তনী।

## বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ৪৫ কোটির চুক্তি এশিয়ান পেইন্টস-এর

**মুম্বই, ২৫ নভেম্বরঃ** ফের লক্ষ্মীলাভ বিসিসিআই। এবার ৪৫ কোটি টাকা ঢুকছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পকেটে। জার্সির স্পনসর ছাড়া অন্যান্য স্পনসরশিপ থেকেই বোর্ডের আয় হতে চলেছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এবার ‘অফিশিয়াল কালার পার্টনার’ হিসেবে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে এশিয়ান পেইন্টস। অনলাইন গেমিং সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ভাঙার পর অ্যাপোলো টায়ার্স ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির মূল স্পনসর। সেই জন্য ৫৭৯ কোটি দিচ্ছে ওই সংস্থা। এর বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে বোর্ডের। যার মধ্যে আছে ক্যাম্পা, এসবিআই লাইফ ও অ্যাটমবার্গ। এদের মাধ্যমে বোর্ডের আয় হয় যথাক্রমে ৪৮ কোটি, ৪৭ কোটি ও ৪১ কোটি। এবার এশিয়ান পেইন্টসের সঙ্গে ৪৫ কোটি টাকার চুক্তি হওয়ায় বোর্ডের আয় দাঁড়াল ১৮০ কোটি টাকা। জানা গিয়েছে, আগামী তিন বছর বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি থাকবে ওই রং প্রস্তুতকারক সংস্থার। ওই সময়ে ভারতের মাটিতে ভারতের পুরুষ দল, মহিলা দল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে মোট ১১০টি ম্যাচের জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ থাকবে। অ্যাপোলো টায়ার্স স্পনসর হিসেবে বিসিসিআইকে ম্যাচ পিছু ৪.৫ কোটি টাকা দেয়। যেখানে ড্রিম ১১ দিত ম্যাচ পিছু ৪ কোটি টাকা। ২০২৮ সাল পর্যন্ত নতুন স্পনসরের সঙ্গে চুক্তি হবে। সব মিলিয়ে ৫৭৯ কোটি টাকা দিতে হবে। এই সময়কালের মধ্যে ভারতীয় দলের ১৩০টি ম্যাচ থাকবে।

## দুই বছর নিষিদ্ধ থাকা মেসির বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থ পাপু গোমেজ অবশেষে ফিরলেন মাঠে

**বুয়েনস আইরেস, ২৫ নভেম্বরঃ** একটা সামান্য ভুল একজনের জীবন কীভাবে এলোমেলো করে দিতে পারে! নামিয়ে দিতে পারে আকাশ থেকে মাটিতে। সেই ভুলটাই করেছিলেন আলেহান্দ্রো দারিও গোমেজ। আর্জেন্টিনা দলে যাকে সবাই ডাকে পাপু গোমেজ নামে। দীর্ঘদিন খেলেছেন জাতীয় দলে, লিওনেল মেসির সঙ্গে, জিতেছেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ। অথচ সেই পাপু গোমেজ কিনা ফুটবলে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ভুলে কাশির সিরাপ খেয়ে! সেই ভুলের খেসারতও দিয়েছেন। দুই বছর নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ফুটবলে। এখন ফিরেছেন, তবে আগের মতো শীর্ষ পর্যায়ে আর খেলার সুযোগ কমই তাঁর। এখন খেলছেন ইতালিয়ান ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরের (সিরি ‘বি’ দল পাভোদাতে। নিষেধাজ্ঞা কাটানোর পর গতকাল সোমবার প্রথম মাঠে নেমেছেন নিজের নতুন ক্লাবের হয়ে। খেলেছেন ৩২ মিনিট। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জয়ের আগে গোমেজ খেলতেন সেভিয়ায়। স্প্যানিশ ক্লাবটিতে থাকতেই কয়েক দিন অসুস্থ বোধ

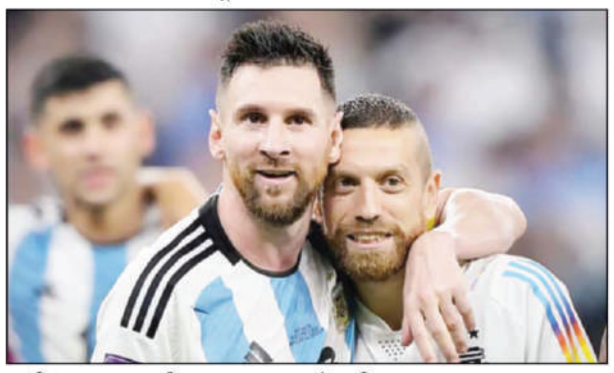

করছিলেন। সামনে বিশ্বকাপ থাকায় দ্রুত সুস্থ হতে তিনি ছেলের কাশির সিরাপ খেয়েছিলেন। তবে সিরাপটি খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেননি। পরে জানা যায়, ওই সিরাপ খেলোয়াড়দের জন্য নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকাভুক্ত। সিরাপে বিটা২-অ্যাড্রেনার্জিক নামক পদার্থ থাকায় ডোপ টেস্টে পজিটিভ হন। পরবর্তী সময় ২০২৩ সালে অক্টোবরে গোমেজকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সময় তিনি খেলতেন ইতালিয়ান ক্লাব মোনসায়। নিষেধাজ্ঞা নিয়ে অনেক দিন চুপ থাকার পর সম্প্রতি ৩৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার ইউটিউব চ্যানেল দি ভিসিতান্তেকে সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘‘অন্যরা কোকেন নেয়, গাঁজা টানে-তাদের ছয় মাসের সাজা হয়। আর আমি আমার ছেলের কাশির সিরাপ খেয়ে পেলাম দুই বছর! এটা কেমন বিচার! তবে হ্যাঁ, আমি সেটা মেনে নিয়েছি। এখনো লড়ছি। আমি খুব রাগান্বিত ছিলাম। ফুটবল দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার কাছে ফুটবল তখন ছিল মৃত। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম, মনোবিজ্ঞানীর কাছে গিয়েছিলাম।’’ অবশেষে সেই কঠিন সময়টা পেরিয়ে আবার ফুটবলে ফিরেছেন গোমেজ। ম্যাচটা যদিও জিততে পারেনি তাঁর দল, ভেনেজিয়ার কাছে হেরে গেছে ২-০ গোলে। তবে মাঠে ফিরে গোমেজ দিয়েছেন শক্ত বার্তা, ‘‘আমি এখানে ঘুরতে আসিনি। আমার লক্ষ্য পদোভাকে যতটা সম্ভব উঁচুতে নিয়ে যাওয়া।’’ হয়তো পারবেন, হয়তো পারবেন না। তবে মাঠে ফেরার পর তাঁর এই ঘোষণা স্পষ্ট করে দেয়, তিনি এখনো লড়াই করতে চান। আর ফুটবল নামের এই নাট্যমঞ্চে, শেষ দৃশ্যটা তিনি লিখতে চান নিজের হাতেই।

## ব্যাটিং শক্তি বাড়াতে নিলামে এই প্রাক্তনীকে টার্গেট নাইট শিবিরের!

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

আইপিএল ২০২৬ নিলামের আগে নতুন করে দল গোছাতে ব্যস্ত কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২৪ চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও পরের সিজনের জন্য আরও শক্তিশালী স্কোয়াড গড়তে আগেভাগেই কাজে নেমেছে নাইট শিবির। ইতিমধ্যে প্রধান কোচ থেকে শুরু করে বোলিং কোচ, এক ঝটকায় গুরুত্বপূর্ণ সব নিয়োগ সারতে দেখা গিয়েছে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। পাশাপাশি ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত রিটেনশন তালিকায় কয়েকজন পরিচিত মুখকে ছেড়ে দিয়ে ইতিমধ্যে বড়সড় চমক দিতে দেখা গিয়েছে নাইট শিবিরকে। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, চেন্নাই সুপার কিংস থেকে বাদ পড়া এক ক্রিকেটারকেই নাকি ফিরিয়ে আনতে পারে কলকাতা। জল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে ভারতের ব্যাটার রাহুল ত্রিপাঠী। ২০২৬ নিলামের আগে কলকাতার হাতে রয়েছে সবচেয়ে বেশি বাজেট। আর সেই খরচ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান খুঁজছে ব্যবস্থাপনা। জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, টপ অর্ডারে স্থিরতা আনতে রাহুল ত্রিপাঠীকেই নাকি লক্ষ্য করছে নাইট রাইডার্স। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে রাহুলের ফর্ম খুব একটা সুবিধাজনক নয়। গত আইপিএলে চেন্নাইয়ের জার্সিতে খেলেছিলেন মাত্র ৫ ম্যাচে, যেখানে

তাঁর সংগ্রহ ছিল মোটে ৫৫ রান। অথচ ২০২২ সিজনেই ১৪ ম্যাচে করেছিলেন ৪১৩ রান। এক্ষেত্রে তাকে আবার আলোচনায় ফিরিয়ে আনেছিল। তবে ফর্মহীনতা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা ও আগের বিস্ফোরক ইনিংসের স্মৃতি এখনও ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মনে। তাই কলকাতা যদি তাঁকে ফের দলে নেয়, তাহলে পুরনো ফর্মে ফিরে নিজেদের বিশ্বাসকে সার্থক করতে হবে এই ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে। রাহুল ত্রিপাঠীর আইপিলে যাত্রা শুরু ২০১৭ সালে। অভিষেক মরসুমেই ৩৯১ রান করে নজর কাড়েন তিনি। এরপর সময়ের সঙ্গে ফর্মে ওঠানামা-তবুও ২০২০ ও ২০২১ মরসুমে কেকেআরের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। সেই সময়ে মনিশ পান্ডের সঙ্গে তাঁর জুটি বেশ নজর কেড়েছিল। তাই ত্রিপাঠীর অনুরাগীরা আশাবাদী। কেকেআর আবারও পুরনো চেনা মুখকে ফিরিয়ে আনবে। কারণ নতুন মরশুমে ব্যাটিং লাইন-আপকে আরও মজবুত করতে অভিজ্ঞ ভারতীয় টপ-অর্ডার ব্যাটসম্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। রিটেনশন তালিকায় আন্দ্রে রাসেল ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারের মত নাম বাদ দেওয়ার পরই বোঝা গিয়েছিল, নাইট শিবির এবার বড় পরিবর্তনের পথে। ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা আনাই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য পূরণে রাহুল ত্রিপাঠী যদি দলে ফেরেন, তবে কলকাতার টপ-অর্ডারে অভিজ্ঞতা ও আক্রমণাত্মক ব্যাটিং-দু’টিই মিলবে। তবে শেষ কথা বলবে নিলামের দিনই।

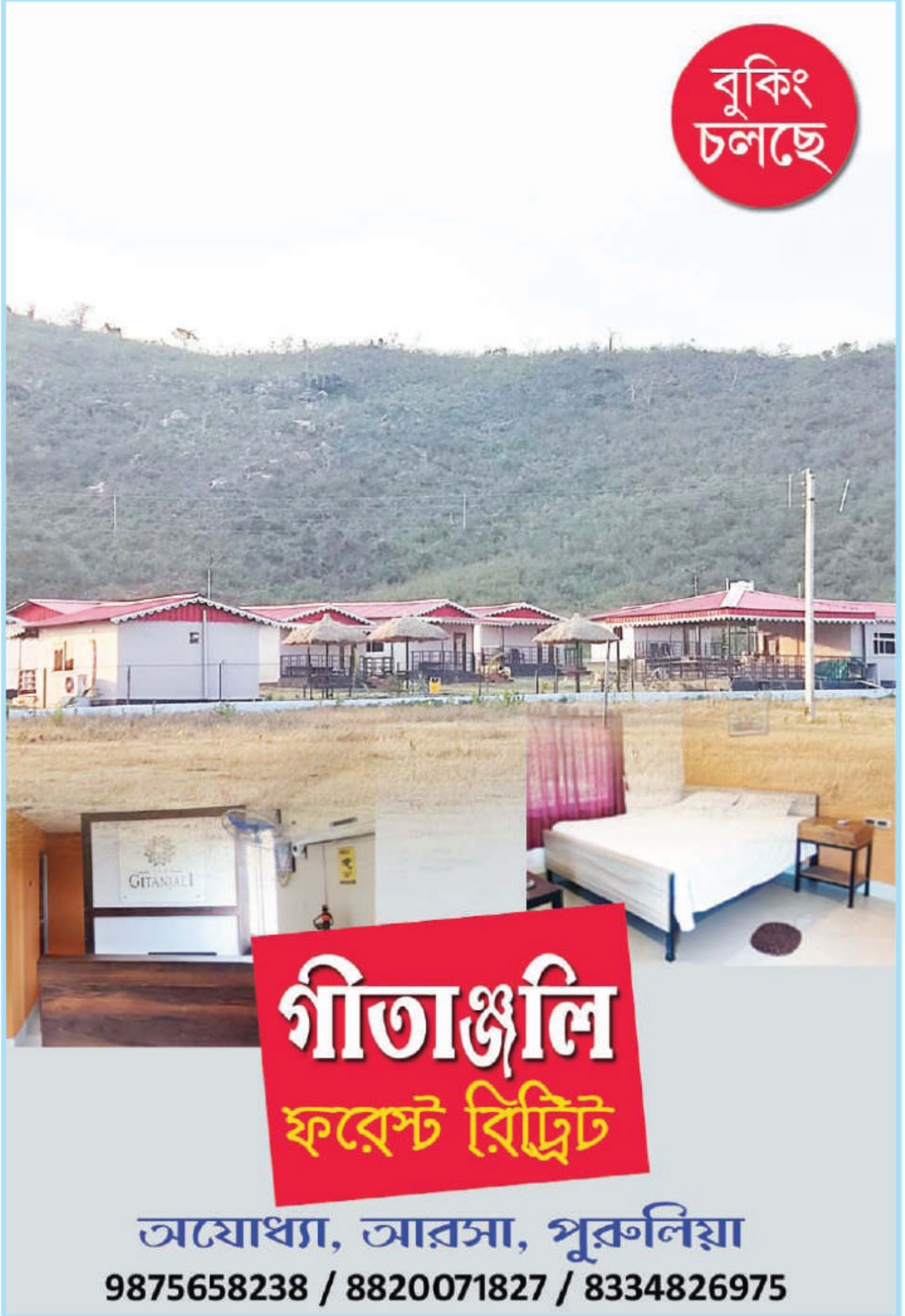


# সতীর্থকে চড় মেরে লাল কার্ড, ১০ জনের এভারটনের বিপক্ষে হার ইউনাইটেডের

**সংবাদ সংস্থা, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ২৫ নভেম্বরঃ** অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। ম্যাচে তখন ১৩ মিনিটের খেলা চলছিল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একটি শট এভারটনের পোস্টের বাইরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এভারটন রক্ষণ বল ‘ক্লিয়ার’ করতে না পারার ফল হিসেবে শটটি নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ইউনাইটেড। সম্ভবত এ নিয়েই কথা-কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন এভারটনের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ইদ্রিসা গুয়ে ও সেন্টারব্যাক মাইকেল কিন। উত্তপ্ত সেই পরিস্থিতিতে গুয়ে মেজাজ হারিয়ে কিনের মুখে চড়ও মারেন। পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমনটা আঁচ করেই সম্ভবত গুয়ের সামনে শান্তির বার্তা নিয়ে দাঁড়ান ইউনাইটেড গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড। গুয়েকে জড়িয়ে ধরে অন্য পাশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন পিকফোর্ড। তখন পিকফোর্ডের জার্সি ধরে তাঁকেও দুকথা শুনিয়েছেন গুয়ে। রেফারি টনি হ্যারিংটনকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। গুয়েকে তিনি লাল কার্ড দেখান। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত ১৭ বছরের মধ্যে সতীর্থের সঙ্গে মারামারি করে লাল কার্ড দেখা প্রথম খেলোয়াড় গুয়ে। তাঁর আগে সর্বশেষ ২০০৮ সালে স্টোক সিটির সতীর্থ ও অধিনায়ক অ্যান্ডি গ্রিফিনকে চড় মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন রিকার্ডো ফুলের। সতীর্থের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখার তৃতীয় ঘটনা এটি প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে। ১০ জনে পরিণত হওয়া এভারটন কিন্তু ওল্ড ট্রাফোর্ড থেকে ম্যাচ হেরে আসেনি। ২৯ মিনিটে মিডফিল্ডার কিয়েরনান ডিউসবুরি-হলের দারুণ বাঁকানো শটে করা গোলে এগিয়ে

যায় এভারটন। শেষ পর্যন্ত এই গোলেই ইউনাইটেডের ঘরের মাঠ থেকে বিরল এক জয় নিয়ে ফিরেছে ডেভিড ময়েসের দল। ইউনাইটেডের প্রাক্তন কোচ ময়েস এভারটনের দায়িত্বে ফেরার পর প্রতিপক্ষ দলের কোচ হিসেবে ১৮তম বারের চেষ্টায় ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথম জয় পেলেন। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের পর ইউনাইটেডের মাঠে এটাই প্রথম জয় এভারটনের। সেই ম্যাচে ইউনাইটেডের ডাগ আউটে ছিলেন ময়েস। ম্যাচে ৭৭ মিনিট সময়জুড়ে ১০ জনের এভারটনের বিপক্ষে খেলার সুবিধা আদায় করতে পারেনি ইউনাইটেড। চেষ্টা যে ছিল না তা নয়, ২৫টি শট নিয়েছে। তবু গোল করতে না পারায় প্রথমবারের মতো একটি তেতো স্বাদ পেতে হলো ইউনাইটেডকে। অপটা জানিয়েছে, ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখার পরও হারের অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম ইউনাইটেডের। অতীতে এমন ৪৬টি ম্যাচে ১০ ড্রয়ের পাশাপাশি ৩৬টি জয় ছিল তাদের। ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম স্বাভাবিকভাবেই এমন পারফরম্যান্সে ভীষণ হতাশ। ঘরের মাঠে টানা পঞ্চম জয়ের আশায় ছিলেন তিনি। কিন্তু হার দেখার পর আমোরিম বলেন, ‘‘আমরা এভাবে ম্যাচ জিততে পারব না। এ ম্যাচে আমরা যেভাবে খেলেছি তাতে আমি সত্যিই হতাশ। বিশেষ করে নিজেদের মাঠে।’’ জয়ের পর এভারটন কোচ ময়েস জানিয়েছেন, সেনেগালিজ খেলোয়াড় গুয়ে ক্ষমা চেয়েছেন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটির জন্য, ‘‘ফুটবলে এটা হতেই পারে। আমার মনে হয় রেফারি একটু সময় নিয়েছেন। কেউ নিজের কাজটা ঠিকমতো করেনি, সে জন্য আমরা খেলোয়াড়েরা একে অপরের সঙ্গে লড়াই করবে-এটা আমি পছন্দ করি।’’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে গুয়ে ক্ষমা চেয়ে লেখেন, ‘অবার আগে আমি আমার সতীর্থ মাইকেল কিনের কাছে ক্ষমা চাই। নিজের প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ দায় আমার। সতীর্থ, স্টাফ, ক্লাব ও ভক্তদের কাছেও ক্ষমা চাই...এটা যেন আর কখনো না ঘটে সেটা নিশ্চিত করব।’ পয়েন্ট টেবিলের দশে ইউনাইটেড। ১২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৮। সমান ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে এভারটন ১১ তম। আর্সেনাল ১২ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com